বাজী রাও।

"ইস্ মুল্কমে এক বাজী, ওর সব্ পাজী"।
নিজাম-উল্-মুল্ক।

েশ দেউস্কর প্রণীত। এই

বাজী

সামা-

েদর বশবর্ত্তী

কলিক

১৩০৮ সাল।

মূল্য বার আনা।

কলিকাতা

২৫।১ নং স্কটস লেনে, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানির দ্বারা

মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

মহাবীর বাজী রাওয়ের কর্ম্ম-বহুল জীবনের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইল। তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনচরিত যথাযথভাবে বর্ণনা করিতে গেলে এক খানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু তদুপযোগী উপকরণ সুলভ নহে। বাজী রাওয়ের স্বহস্ত-লিখিত অনেক চিঠিপত্র অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে; কিন্তু তাঁহার সংক্রান্ত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ে আমরা এখনও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এরূপ অবস্থায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও বৃহদায়তন জীবনচরিত রচনার প্রয়াস বিড়ম্বনামাত্র। এই কারণে আমি সে অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছি। বাজী রাওয়ের ন্যায় মহদ্‌ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্তও আমাদিগের পক্ষে অল্প শিক্ষাপ্রদ নহে—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বর্ত্তমান পুস্তকখানি রচনা করিলাম।

"বিশ্বকোষ" নামক বৃহদভিধানের জন্য পেশওয়েদিগের ইতিহাস লিখিবার ভার আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। তদনুরোধে আমি বালাজী বিশ্বনাথ, বাজী রাও ও বালাজী বাজী রাও প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা-পূর্ব্বক উক্ত অভিধানে সন্নিবেশিত করি। তাহা পাঠ করিয়া আমার

কয়েক জন বন্ধু আমাকে বাজী রাওয়ের বিবরণ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহাদিগের উৎসাহেই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উৎপত্তি হইয়াছে।

বাজী রাওয়ের এই পুনঃ প্রচার-কালে উহার পূর্ব্বলিখিত অংশগুলি আমূল সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কোনও কোনও স্থলে নূতন অনুসন্ধানের ফলে পূর্ব্বসিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ পরিহার করিতে বাধ্য হইয়াছি। তৎসঙ্গে অনেক নূতন ঘটনার বিবরণও ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি। তাহাতে ইহা পূর্ব্বায়তনের দ্বিগুণের অপেক্ষাও বৃহত্তর হইয়াছে।

ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব মহোদয়ের রচিত ইতিহাস-গ্রন্থের সহিত বহু স্থলে এই পুস্তকের বর্ণনার পার্থক্য লক্ষিত হইবে। নবাবিষ্কৃত মূল চিঠি পত্রের ও দেশীয় প্রাচীন ইতিহাস-গ্রন্থের অনুসরণ করায় এইরূপ ঘটিয়াছে। এই ক্ষুদ্রপুস্তকে ইংরাজ ইতিহাস-লেখকদিগের মত-খণ্ডনে প্রয়াস নিরর্থক-বোধে পরিত্যাগ করিয়াছি। সংক্ষিপ্ত জীবন চরিতে বিচার-বিতর্কের অবতারণা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আমার মনে হয় নাই।

মহারাষ্ট্র উচ্চারণের বিশুদ্ধিরক্ষা যে সকল স্থলে আবশ্যক বলিয়া বোধ হইয়াছে, সে সকল স্থলে অন্তস্থ বকারের প্রকৃত উচ্চারণ সূচিত করিবার জন্য "ৱ"-কারের যোজনা করিয়াছি। মোসলমানদিগের "খাঁ" উপাধি এই পুস্তকে "খান"-রূপে

লিখিত হইয়াছে। বাজী রাওয়ের পত্রাদিতে খাঁ-র পরিবর্ত্তে "খান" শব্দই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, দৃষ্ট হয়। ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর পত্রেও উক্ত প্রয়োগ দেখিয়াছি। এই কারণে এই পুস্তকে "খান" লিখিবার প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ করিতে পারি নাই। তবে অসাবধানতা ও পূর্ব্বসংস্কারবশে দুই এক স্থলে "খাঁ" শব্দ মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। অন্যবিধ মুদ্রণ-বিভ্রাটও যে না ঘটিয়াছে, তাহা নহে. আশা করি, সুধী পাঠক সে ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

উপসংহারে রাও বাহাদুর কাশীনাথ নারায়ণ সানে বি, এ, (ডেক্কান কলেজ), শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজওয়াড়ে ও সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনীস মহোদয়ের নিকট আমার একান্ত কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ প্রয়োজন। ইঁহাদিগের অক্লান্ত চেষ্টায় মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাস সংক্রান্ত দুর্লভ প্রাচীন কাগজ পত্র সংগৃহীত না হইলে এই পুস্তক রচনা করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। যে সকল বঙ্গীয় বন্ধুর সহায়তায় ও উৎসাহে এই পুস্তক বর্ত্তমান আকারে প্রকাশিত হইল, তাঁহাদিগের ধন্যবাদ করিয়া এই সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন শেষ করিলাম।

১লা মাঘ,
১৩০৮ সাল। } শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

বাজী রাও।

পূর্ব্বভাষ।

কালচক্রের শোচনীয় পরিবর্ত্তনগুণে যে দেশ এক্ষণে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, যে দেশের ষষ্ঠাংশ অধিবাসীকে সুভিক্ষের বৎসরেও অর্দ্ধাশনে জীবন যাপন করিতে হয়, সেই দেশ এককালে সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য-সম্পদের নিকেতন বলিয়া জগতের নিকটে পরিচিত ছিল। "অনন্ত-রত্নপ্রসবিনী" বলিলে তখন একমাত্র ভারত-ভূমিকেই বুঝাইত। আমাদিগের এই জন্মভূমি এককালে সর্ব্বতোভাবে "রত্নগর্ভা-বসুন্ধরা" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিল। কিন্তু শুকপক্ষীর মধুর কণ্ঠস্বরের ন্যায় ভারত-ভূমির এই কল্পতরু-সদৃশ রত্ন-প্রভবিতাই দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার পরাধীনতার প্রধান কারণস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে পারসীক, গ্রীক, শক, হূণ, পাঠান, মোগল প্রভৃতি নানা জাতীয় যবনগণ ভারতবর্ষের ধনরত্নের লোভ-সংবরণে অসমর্থ হইয়া সময়ে সময়ে এই দেশ আক্রমণ করিয়াছেন। সেই সকল আক্রমণের

মধ্যে গজনবী-বীর মামুদের আক্রমণই বিশেষ প্রসিদ্ধ। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই মহাবীর অর্থলোভে আকৃষ্ট ও ধর্ম্মোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া উপর্য্যুপরি সপ্তদশ বার ভারতভূমিকে হিন্দুসন্তানের রক্তে প্লাবিত করিয়া, তাহার অপরিমেয় ধনরাশি লুণ্ঠন করেন। তাঁহার চেষ্টায় মোসলমানদিগের ভারত-বিজয়ের পথ সুগম হয়। ইহার পর প্রায় সাত শত বৎসর পর্য্যন্ত এই দেশ মোসলমানদিগের বিলোল দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই।

গজনবী বংশের অধঃপতনের পর ঘোরবংশীয় শাহাব উদ্দীন নানাদেশীয় রণ-কর্কশ সৈনিকদল সংগ্রহ-পূর্ব্বক ভারতবর্ষ বিজয়ের আয়োজন করেন। তাঁহার নিদেশক্রমে পরিচালিত হইয়া ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে একলক্ষ বিংশতিসহস্র তুরগ সেনা সহ ধর্ম্মোৎসাহ-প্রমত্ত দুর্দ্ধর্ষ আফগানগণ প্রবল সাগর-তরঙ্গের ন্যায় ভারতবর্ষে আপতিত হইলেন। এই সময়ের হিন্দু সৈনিকগণ তেজস্বিতা ও সমর-নিপুণতায় নবাভ্যুদিত মোসলমানদিগের অপেক্ষা কোনও অংশে হীন ছিলেন না; কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে আফগান জাতির নৈসর্গিক উগ্রতা, নবোদ্যম, ধর্ম্মোৎসাহ ও নবরাজ্য-জয়াশার কুহকিনী শক্তির সম্পূর্ণ অসদ্ভাব ছিল। তাঁহারা কেবল আত্ম-রক্ষিণী নীতির বশবর্ত্তী হইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া-

ছিলেন। সাম্রাজ্য-লাভের প্রবলাকাঙ্ক্ষা মোসলমানদিগকে যুদ্ধে অধ্যবসায়-সম্পন্ন করিয়াছিল। তথাপি সমর-কুশল প্রাচীন হিন্দুগণের সহিত যুদ্ধে এই নব-অভ্যুদয়-সম্পন্ন জাতি বহু বার পরাজিত হইয়াছিলেন। কোনও হিন্দুরাজ্যই স্বল্পায়াসে তাঁহাদিগের করায়ত্ত হয় নাই। (১) অনেক স্থলেই তাঁহাদিগকে অধর্ম্ম-যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জয়লাভ করিতে হইয়াছিল। সাম্রাজ্যপ্রয়াসী শাহাবউদ্দীন কূটনীতির প্রভাবে ও ত্রিংশৎ বৎসরের অব্যাহত চেষ্টায় আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ খণ্ডরাজ্যসমূহে মোসলমানদিগের অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত বিজয়কেতন আংশিকরূপে উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত মোসলমান-দিগের অধিকার আর্য্যাবর্ত্তেই নিবদ্ধ ছিল। অতঃপর দক্ষিণ ভারতের প্রতি তাঁহাদিগের লুব্ধ দৃষ্টি নিপতিত হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে খিলিজী বংশীয় আলা উদ্দীন প্রথমতঃ কপটনীতির বলে সরলপ্রকৃতি মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। তিনি দিল্লীর সিংহাসনে

(১) The popular notion that India fell an easy prey to the Mahomedans is opposed to the historical facts. —*W. W. Hunter's A Brief History of the Indian people.*

অধিষ্ঠিত হইলে, পঙ্গপাল-সদৃশ যবনসেনা মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বাধীনতা-হরণের জন্য দক্ষিণাপথে অবতীর্ণ হইতে লাগিল। তদানীন্তন মহারাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র রাও ও তদীয় জামাতা হরপাল দেব বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত স্বরাজ্য-রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের উদ্যম নিষ্ফল হইলেও মহারাষ্ট্রীয় সামন্তেরা বহুদিবস পর্য্যন্ত আপনাদিগের স্বাতন্ত্র্যে জলাঞ্জলি দেন নাই। কিন্তু ইহার পর মোসলমানের প্রবর্দ্ধমান শক্তির গতিরোধ করা ক্রমশঃ তাঁহাদিগের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। মোসলমানেরা অসাধারণ অধ্যবসায় ও দুর্ব্বার রাজ্যলিপ্সা-বশে স্বল্পদিবসের মধ্যেই সমগ্র দক্ষিণ ভারত পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠন করিয়া ছারখার করিয়া ফেলিলেন। ইতিহাসলেখক ফেরিস্তা বলেন, ১৩১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা এক কর্ণাটক প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়াই তিন শতাধিক হস্তী, বিংশতি সহস্র অশ্ব ও ৯৬ সহস্র মণ সুবর্ণ লাভ করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহাদিগের অনুগ্রহে কর্ণাটক প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে রজতশূন্য হইয়াছিল।

এইরূপ কার্য্য-পরম্পরার দ্বারা দক্ষিণভারতে মোসলমানদিগের অপ্রতিহত আধিপত্যের নিদর্শনস্বরূপ ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে "বাহামনি" রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এই রাজবংশ ১৭৫ বৎসর কাল অক্ষুণ্ণ প্রতাপে মহারাষ্ট্র দেশ শাসন

করে। অতঃপর সর্দ্দারগণের কলহ ও বিদ্রোহের ফলে বাহামনি রাজ্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এই রাজ্য-পঞ্চকের অধীশ্বর সুলতানেরাও প্রায় এক শত বৎসর কাল প্রচণ্ডতেজে দক্ষিণাপথ শাসন করেন। মোসলমানদিগের এই সার্দ্ধদ্বিশত-বর্ষব্যাপী কঠোরশাসন-চক্রের পেষণে জর্জ্জ-রিত হইয়া মহারাষ্ট্রবাসী "ত্রাহি" "ত্রাহি" করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রদেশ হইতে আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যবিদ্যা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। অধিকাংশ প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে দেব মন্দিরাদির স্থানে মস্‌জেদ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এইরূপে হিন্দুস্থান "যবনস্থানে" পরিণত হইতেছিল দেখিয়া ধর্ম্মপ্রাণ মহারাষ্ট্রবাসী ভয়াকুল হইয়া উঠিলেন। কল্পনাবিহারী দাক্ষিণাত্য কবি সুখময় কল্পনাসাম্রাজ্য পরি-ত্যাগপূর্ব্বক দেশের দুরবস্থা-বর্ণনায় মনোযোগী হইলেন।—

অবনাবতীত-পবনাশ্বশোভিনো,
ভব-নাগশায়ি-ভবনাবমর্দ্দিনঃ।
সবনাদি-কর্ম্মলবনায় দীক্ষিতাঃ,
যবনাশ্চরন্তি ভুবনাতিভীষণাঃ॥

বিশ্বগুণাদর্শ—১৬২ শ্লোক।

"হিন্দুদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ করিবার জন্য যবনদিগের দুর্জ্জয় তুরঙ্গসেনা ভৈরববেশে দেশে দেশে দেবমন্দিরাদি

ভগ্ন করিয়া বেড়াইতেছে”—ইত্যাদি শ্লোক তাঁহাদিগের লেখনীর মুখে নিঃসৃত হইতে লাগিল। রামদাস স্বামীর ন্যায় যোগাসক্তচিত্ত ব্যক্তিও দেশের দুঃখকাহিনী বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিখিলেন,—

“যবনগণ বহুদিবস হইতে অত্যাচার করিতেছে, তাহাদিগকে শাস্তি দিতে পারে, হিন্দুগণের মধ্যে এমন চণ্ড পুরুষ কেহ নাই। দুষ্টগণের অত্যাচারে দেব-ব্রাহ্মণের উচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম ভ্রষ্ট হইতেছে, নামসংকীর্ত্তনও লোপ পাইয়াছে। তীর্থক্ষেত্র সকল বিধ্বস্ত, ব্রাহ্মণগণের আবাসস্থানসমূহ অপবিত্রীকৃত ও সমস্ত পৃথিবী (ভারতবর্ষ) বিপ্লবপূর্ণ হইয়াছে। ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছেন। পাপিগণের বলবৃদ্ধি হওয়ায় ধার্ম্মিকগণ দুর্ব্বল ও দেবতাগণ অত্যাচার-ভয়ে লুক্কায়িত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ তিলকমালা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া যবনদিগের অনুকারী হইয়াছে। সকলের সুখসম্মান লোপ পাইয়াছে। যবনগণ দুর্ব্বল প্রজাকুলের প্রতি বিবিধ কটুভাষা প্রয়োগ করে ও তাহাদিগকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দেয়।”

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে যে দেশের অবস্থা এইরূপ শোচনীয় ছিল, মদোদ্ধত মোগল সেনা প্রভঞ্জনবেগে যে দেশের গ্রাম নগরাদির উৎসাদন করিয়া বেড়াইত, সেই দেশে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কালে একজন যবন-সাম্রাজ্য-বিলোপকারী অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহা সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে। এই মহাপুরুষ সহ্যাদ্রির অঙ্কদেশস্থিত কোঙ্কণ প্রদেশের

একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে সাধারণ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়া স্বীয় অলৌকিকশক্তি-প্রভাবে মহারাষ্ট্র-বাসীর অধিনায়কত্ব লাভ করেন। সমুদ্র-বলয়াঙ্কিতা ভারত-ভূমিকে বিধর্ম্মী যবনদিগের দাসত্ব-পাশ হইতে বিমুক্ত করিয়া হিন্দুস্থানে অখণ্ড হিন্দু-সাম্রাজ্য-স্থাপন ও উচ্ছিন্ন-প্রায় হিন্দু-ধর্ম্মের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা—এই মহাপুরুষের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তাঁহার সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় নাই। তথাপি তিনি তাঁহার স্বল্প আয়ুষ্কালের মধ্যে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন মোসলমান শক্তিকে দমিত করিয়া দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা-তীর হইতে উত্তরে যমুনা-তীর পর্য্যন্ত একটি বিশাল হিন্দু-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন। ভারতের বিগত সহস্র বৎসরের ইতিহাসে, এমন কি, দুর্দ্ধর্ষ শিখ ও রাজপুতদিগের ইতিবৃত্তেও এরূপ মহতী চেষ্টার উদাহরণ—এরূপ অসাধ্যসাধনের দৃষ্টান্ত আর পাওয়া যায় না। যে মহাপুরুষ যবনশাসিত ভারতে এই দুষ্কর কার্য্য সাধনপূর্ব্বক চির-প্রণষ্ট হিন্দু-গৌরবের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম **বাজী রাও**।

যে নীতি অবলম্বন করিয়া বাজী রাও এই দুষ্কর কার্য্য-সাধনে যত্নশীল হইয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে এই পূর্ব্বভাষে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজী

এই নীতির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী মহারাষ্ট্রীয় বীরেরা উহার অনুসরণ করিয়া দক্ষিণাপথে আপনাদিগের প্রাধান্য রক্ষা করেন। কিন্তু বাজী রাওয়ের বুদ্ধিকৌশলে ও শৌর্য্য-বলেই ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র ঐ নীতির বৈদ্যুতিক ক্রিয়া আরব্ধ হয় এবং তাহার ফলে ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশ মোসলমানদিগের শাসন-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজচ্ছত্রতলে আশ্রয় লাভ করে। বাজী রাওয়ের পূর্ব্বে এরূপ ভাবে কেহ এই নীতির পরিচালন করেন নাই—করিবার অবসরও পান নাই। তাঁহার স্ব-সম-সময়ের সহযোগী রাজপুরুষগণের মধ্যেও তিনি ভিন্ন আর কেহই এই নীতির ঈদৃশ পরিচালনে সাহসী হন নাই। ইহাই বাজীরাওয়ের চরিত্রের একটি প্রধান বিশেষত্ব। এ বিশেষত্ব ভারতবর্ষের ইতিহাসে তৎপূর্ব্বে অপরিজ্ঞাত ছিল। বাজী রাওয়ের প্রায় এক শতাব্দী পরে ইংরাজেরা এই নীতির সময়োচিত সংস্কারপূর্ব্বক অনুসরণ করিয়া সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইতে সমর্থ হন। ইংরাজী ইতিহাসে ইহা The system of subsidiary alliance নামে পরিচিত। ইহার মহারাষ্ট্রীয় নাম "চৌথাই" বা চৌথ পদ্ধতি।

মোগলদিগের আমলে দেশের শান্তিরক্ষা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্য-রক্ষার আয়োজনে সাধারণতঃ রাজ-

স্বের চতুর্থাংশ ব্যয়িত হইত। মহাত্মা শিবাজীর চেষ্টায় মহারাষ্ট্র শক্তি যখন দেশ মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিল, তখন মহারাষ্ট্র-নরপতিগণ দুর্ব্বল প্রতিবেশী রাজ্যের শান্তি-রক্ষার ও শত্রুর আক্রমণ-নিবারণের ভার গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কাজেই সেই আশ্রিত রাজ্যের রাজস্বের চতুর্থাংশ বা চৌথ তাঁহাদিগের প্রাপ্য হইল। ফলতঃ "চৌথ" অপরের রাজ্য-রক্ষার্থ সৈন্যপোষণের বেতন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এইরূপ বেতন লাভ করিয়া স্বকীয় সৈন্য-পোষণের ব্যয়-ভার লাঘব করিবার কল্পনা প্রথমে শিবাজীই উদ্ভাবিত করেন। তিনি বহু দিন হইতে বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার সুলতানদিগের এবং মোগল বাদশাহের নিকট তাঁহাদিগের রাজ্য বা রাজ্যাংশ রক্ষার ভার-গ্রহণ ও তাহার বেতনস্বরূপ "চৌথ" স্বত্বের প্রার্থনা করিতেছিলেন। পরিশেষে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে মোগলদিগের আক্রমণের ভয়ে বিপন্ন হইয়া দক্ষিণা-পথের সুলতানেরা শিবজীকে চৌথ-স্বরূপ বার্ষিক আট লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হন ও তাঁহার সৈন্যসাহায্য লাভ করেন। সে সময়ে কেবল শিবাজীর সহায়তার ফলেই বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা রাজ্য মোগল সম্রাটের সর্ব্বনাশকর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। এইরূপে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সর্ব্বপ্রথম দক্ষিণ ভারতে 'চৌথ' প্রথার প্রবর্ত্তন হয়।

বলা বাহুল্য, আত্ম-রক্ষিণী নীতির বশবর্ত্তী হইয়াই রাজনীতিবিৎ শিবাজী এই চৌথ-পদ্ধতির উদ্ভাবন ও অনুসরণ করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, পর রাজ্য-রক্ষার দায়িত্ব লইয়া তদ্বিনিময়ে তত্রত্য রাজস্বের চতুর্থাংশ লাভ করিতে না পারিলে ভারতে মহারাষ্ট্র শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না। কারণ, ইহার দ্বারা প্রথমতঃ পররাষ্ট্রের ব্যয়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সৈন্য-সংখ্যা ও সামরিক বলের বৃদ্ধি সম্পাদিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল রাজ্য মহারাষ্ট্র-সৈন্য কর্ত্তৃক রক্ষিত হইবে, সে সকল রাজ্য হইতে মহারাষ্ট্র-রাজশক্তির বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিবে না। তৃতীয়তঃ, "চৌথ", নামে শান্তিরক্ষার বেতন হইলেও কার্য্যতঃ উহা সামন্তের নিকট প্রধান রাজশক্তির প্রাপ্য করেরই নামান্তর। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের অবিদিত নাই যে, খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে মার্কুইস অব ওয়েলেস্‌লি মহোদয়ের প্রবর্ত্তিত "সব্‌সিডিয়ারি সিষ্টেম"ও এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর ইহলোক পরিত্যাগের পূর্ব্বেই দক্ষিণ ভারতের যাবতীয় হিন্দু ও মোসলমান রাজশক্তির সম্মতিক্রমেই তাঁহাদিগের রক্ষার ভারগ্রহণ ও তাহার বিনিময়ে চৌথ আদায় করিবার প্রথা মহারাষ্ট্র-সমাজে বদ্ধমূল হইয়াছিল।

শিবাজীর মৃত্যুর পর সম্রাট্ অওরঙ্গজেব মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বাধীনতা-হরণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের শক্তি চূর্ণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় মহারাষ্ট্রীয় বীরগণের অসাধারণ শৌর্য্যগুণে তাঁহার সমস্ত যত্নই বিফল হয়। বিংশতি বৎসর যুদ্ধের পর খৃষ্টীয় ১৭০৫ অব্দে সম্রাট্ তাঁহাদিগের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে এক সনন্দপত্র দান করেন। অধিকন্তু দেশের অশান্তি নিবারণের মানসে তিনি তাঁহাদিগকে দক্ষিণ ভারতস্থিত মোগল শাসিত প্রদেশের 'সরদেশমুখী' স্বত্ব বা সমগ্র রাজস্বের দশমাংশ—বার্ষিক এক কোটী অশীতি লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিতে স্বীকৃত হন। এজন্য অবশ্য সরদেশমুখের ন্যায় স্বকীয় সৈন্যের দ্বারা দক্ষিণাপথের বাদশাহী প্রদেশের শান্তিরক্ষার ভার তাঁহাদিগকে লইতে বলা হইল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা ইহাতে সম্মত ও সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা বাদশাহের নিকট সরদেশমুখীর সহিত শিবাজীর উদ্ভাবিত চৌথ পদ্ধতির প্রবর্ত্তনাধিকারও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কারণ, সে সময়ে দেশে যেরূপ অসংখ্য রাজ্যের ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় রাজ-পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাতে পররাষ্ট্রে যথোপযুক্ত পরিমাণে সৈন্য-রক্ষার ব্যবস্থা না করিলে দেশে শান্তিস্থাপনের ও মহারাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার সম্ভবনা ছিল না। কিন্তু

সম্রাট্ সে স্বত্বদানে অসম্মত হওয়ায় পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হয়। পরিশেষে ১৭১০ খৃষ্টাব্দে অওরেঙ্গজেবের পুত্র ফরুখশিয়র আংশিকভাবে ও তৎপরবর্ত্তী সম্রাট্ মহম্মদশাহ ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণভাবে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে সরদেশমুখী স্বত্বের ও চৌথ পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের সনন্দ প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। বাজী রাওয়ের পিতা বালাজী বিশ্বনাথ স্বয়ং দিল্লী গমন করিয়া শেষোক্ত সনন্দ পত্র লইয়া আসেন।

সনন্দ লাভ করিয়াও মহারাষ্ট্রীয়েরা সর্ব্বত্র চৌথ পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। দিল্লীশ্বরের সুভেদারেরা ও অপর স্বতন্ত্র-প্রায় রাজন্যবর্গ বিনা যুদ্ধে মহারাষ্ট্র-শক্তির রক্ষণাধীন হইতে অসম্মত হইলেন। নিজাম-উল্-মুল্ক এ বিষয়ে প্রধান প্রতিবাদী হইয়াছিলেন। এজন্য মহারাষ্ট্রীয়-দিগকে ২০ বৎসর তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। বাজী রাও এই যুদ্ধের নেতৃত্বগ্রহণ করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ পর্য্যুদস্ত হইয়া নিজামকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের রক্ষণাধীনতা স্বীকার ও তাঁহা-দিগকে চৌথ দান করিতে হয়। দক্ষিণাপথের অপর ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজারাও ক্রমে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ফলতঃ বালাজী বিশ্বনাথ মোগল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে তাঁহার স্বদেশবাসীর জন্য যে

স্বত্বের সনন্দ আনয়ন করেন, বাজী রাওয়ের জীবনব্যাপী চেষ্টাতেই মহারাষ্ট্রবাসিগণ তাহার প্রকৃত ফলভোগের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন।

কেবল তাহাই নহে। বাদশাহী সনন্দ অনুসারে উত্তর ভারতে চৌথ আদায়ের অধিকার মহারাষ্ট্রীয় জাতির ছিল না। এই কারণে আর্য্যাবর্ত্তে আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তারপূর্ব্বক চৌথ পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিবার কল্পনা বাজী রাওয়ের পূর্ব্বে কাহারও মস্তিষ্কে স্থান পায় নাই। বীরশ্রেষ্ঠ বাজীরাওয়ের বিশাল চিন্তক্ষেত্রেই সর্ব্বপ্রথম সমগ্র ভারতবর্ষকে চৌথ পদ্ধতি-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া কুমারিকা অন্তরীপ হইতে হিমাচলের শিখরদেশস্থিত "আটক" নগর পর্য্যন্ত বিশাল প্রদেশের শান্তিরক্ষার বা শাসন ও পালনের ভার গ্রহণ করিবার মহনীয় আকাঙ্ক্ষা সমুদিত হয়। মহারাজ শাহুর মন্ত্রিসমাজ ও সেনানীগণ বাজী রাওয়ের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে হিন্দুশক্তির ও হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও বিধর্ম্মীর শাসনপাশ হইতে সমগ্র ভারতবাসীর উদ্ধার সাধন প্রত্যেক মহারাষ্ট্র-সুসন্তানের কর্ত্তব্য—এই কথা বলিয়া বাজী রাও সকলের উৎসাহানল প্রজ্জ্বলিত করেন। এই প্রসঙ্গে মহারাজ

শাহুর দরবারে তিনি ওজস্বিনী ভাষায় যে বক্তৃতা করেন, তাহা শ্রবণে সমস্ত মহারাষ্ট্র সর্দ্দারেরা একমত হইয়া ভারতে হিন্দু প্রাধান্য-স্থাপনে অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। শিবাজীর প্রবর্ত্তিত চৌথ পদ্ধতির সাহায্যে ভারতবর্ষে হিন্দুসাম্রাজ্য-স্থাপনের জন্য অগ্রগমন-নীতির (Forward policy) প্রচারই বাজী রাওয়ের চরিত্রের বিশেষত্ব। ঐ নীতির অনুসরণে সমস্ত মহারাষ্ট্রীয়কে সমবেত-ভাবে নিয়োজিত করাই তাঁহার চরিত্রের প্রধান মহত্ত্ব। সেই মহত্ত্বের প্রভাবে হিন্দুস্থানে শতবর্ষপর্যান্ত হিন্দুর প্রাধান্য পরিরক্ষিত হইয়াছিল। এই কারণে সেই মহত্ত্বের ইতিহাস আমাদের সকলেরই আলোচনীয়।

বাজী রাও।

প্রথম অধ্যায়।

জন্মভূমি—পিতৃপরিচয়—জন্ম—শৈশবে বিপত্তি।

মহারাষ্ট্র।

দক্ষিণ ভারতের যে অংশ মহারাষ্ট্র দেশ নামে পরিচিত, তাহার উত্তর দিকে সুরত (সুরাট) প্রদেশ ও সাতপুড়া (সাতপুরা) নামক শৈলশ্রেণী, পশ্চিম দিকে আরব সমুদ্র, দক্ষিণ দিকে কৃষ্ণা ও মলপ্রভা নদী এবং পূর্ব্ব দিকে গোণ্ডবন (গণ্ডওয়ানা) ও তেলঙ্গণ (তেলিঙ্গানা) প্রদেশ অবস্থিত। মহারাষ্ট্র দেশের পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ পঞ্চবিংশতি সহস্র বর্গ-মাইল। ইহা আয়তনে ইংলণ্ড দেশের দ্বিগুণ অপেক্ষাও বৃহত্তর। এই দেশের বর্ত্তমান লোকসংখ্যা প্রায় দুই কোটী। মহারাষ্ট্রদেশ সাধারণতঃ পর্ব্বতবহুল ও অপেক্ষাকৃত

অনুর্ব্বর। এই কারণে এই দেশের লোকেরা দৃঢ়কায়, কষ্টসহিষ্ণু ও বলশালী। মহারাষ্ট্র দেশের জলবায়ু ভারতবর্ষের অনেক স্থানের জলবায়ু অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর।

কোঙ্কণ।

সহ্য পর্ব্বত বা পশ্চিমঘাট নামক গিরি-শ্রেণীর উত্তরাংশ মহারাষ্ট্র দেশকে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। সহ্য পর্ব্বতের পূর্ব্বাংশ কোঙ্কণ (দেশীয় ভাষায় কোঁকণ) নামে প্রসিদ্ধ। এই প্রদেশের এক দিকে নিয়ত গর্জ্জনশীল, ঝটিকাবর্ত্তময় আরব সমুদ্র প্রসারিত ও অপর দিকে দিগন্ত-বিস্তীর্ণ সহ্যাদ্রির শ্বাপদ-সঙ্কুল, সহস্র শীর্ষ বিশাল দেহ বিরাজমান। কোঙ্কণ প্রদেশের দৈর্ঘ্য প্রায় চারিশত মাইল; কিন্তু উহার সর্ব্বাপেক্ষা আয়ত অংশের বিস্তার ৫০ মাইলেরও অধিক নহে। এই সঙ্কীর্ণ ভূমিখণ্ড অধিকাংশ স্থলেই শৈলময় অরণ্য-শ্রেণীতে সমাবৃত। এখানকার অধিবাসীরা প্রকৃতিগুণে আত্মরক্ষায় কুশল, শ্রমশীল, সরলস্বভাব ও স্বল্প-সন্তুষ্ট।

জঞ্জীরা।

কোঙ্কণ প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে “জঞ্জীরা” নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ঐ দ্বীপটি এক্ষণে কুলাবা (কোলাবা) জিলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইংরাজদের এদেশে রাজ্য-স্থাপনের পূর্ব্বে জঞ্জীরা দ্বীপ ও তৎচতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ আবিসীনীয় বা হাবসীদের

অধিকারভুক্ত ছিল। হাব্সীগণ দক্ষিণাপথে "সিদ্দি" নামে ও তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-অধিকৃত ভূমি-ভাগ অদ্যাপি "হাব্সান" নামে পরিচিত। হাব্সান প্রদেশের পরিমাণ ৩২৫ বর্গ মাইল ও উহার বর্ত্তমান রাজস্বসংক্রান্ত আয় বৎসরে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। আবিসীনীয়দিগের তদানীন্তন রাজধানী জঞ্জীরা দ্বীপে এক্ষণে ইংরাজের এক জন আসিষ্ট্যাণ্ট পোলিটিক্যাল এজেণ্ট বাস করেন।

শ্রীবর্দ্ধন।

জঞ্জীরা দ্বীপের ১২ মাইল দক্ষিণে, বাণকোট নামক সাগর-প্রণালীর উত্তর তীরে, সাবিত্রী নদীর মোহানার নিকট "শ্রীবর্দ্ধন" নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই গ্রামের লোকসংখ্যা তিন সহস্রের অধিক নহে; তন্মধ্যে প্রায় এক সহস্র ব্রাহ্মণ। কোঙ্কণের অন্তর্গত অন্যান্য স্থানের ন্যায়, এই গ্রামেও আম, কাঁঠাল, নারিকেল, কদলী ও সুপারি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানকার সুপারি অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া মহারাষ্ট্র দেশের সর্ব্বত্র বিশেষ আদৃত। প্রাচীনকালে এই গ্রাম বাণিজ্য-ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

শ্রীবর্দ্ধন গ্রামে প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে (খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে) একজন সদ্বংশজাত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার নাম বিশ্বনাথ ভট্ট। তিনি

গার্গ্যগোত্রোৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম জনার্দ্দন ভট্ট। তিনি জঞ্জীরার সিদ্দিদিগের অধীনতায় শ্রীবর্দ্ধন পরগণার দেশমুখ ও গ্রাম লেখকের কার্য্য করিতেন। মহালের জমাবন্দীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও পরগণার রাজস্ব আদায় প্রভৃতি কার্য্যের ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত ছিল। সেকালে রাজায় রাজায় বিবাদ ঘটিলে এই দেশমুখেরা যাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতেন, তাঁহার পক্ষে দেশ জয় করা সহজসাধ্য হইত। দেশমুখেরা বিরোধী হইলে রাজার পক্ষে খাজনা আদায় বা দেশ-শাসন অসম্ভব হইয়া উঠিত। শ্রীবর্দ্ধনের ভট্টবংশের হস্তে দেশমুখের কার্য্য ন্যস্ত থাকায় দেশে তাঁহাদের বিশেষ প্রতিপত্তি ও মহারাষ্ট্রের রাজনীতিক ব্যাপারের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে সম্বন্ধ ছিল।

আদি পুরুষ।

বিশ্বনাথ ভট্ট চারি পুত্র রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার প্রথম দুই পুত্রের কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহার তৃতীয় পুত্র জানোজী বা জনার্দ্দন ভট্ট পৈত্রিক পদের উত্তরাধিকারিরূপে শ্রীবর্দ্ধনে থাকিয়া দেশমুখের কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। কনিষ্ঠ বালাজী (বল্লালজী) বিশেষ উদ্যমশীল ছিলেন। তিনি পৈত্রিক সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল ও ভ্রাতার

বালাজী বিশ্বনাথ।

গলগ্রহ না হইয়া অর্থোপার্জ্জনের স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে তিনি সিদ্দিদিগের অধীনতায় নিকটবর্ত্তী চিপ্লুণ তালুকের কর-সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন "মীঠ বন্দর" নামক স্থানের লবণের কারখানাগুলিও তাঁহার ইজারা ছিল। এজন্য তাঁহাকে প্রায়ই চিপ্লুণে থাকিতে হইত। এই বালাজী পরিশেষে "পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথ" নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মহারাষ্ট্র-দেশে আত্ম-নামের সহিত পিতৃ-নাম সংযুক্ত করিবার প্রথা প্রচলিত থাকায় বালাজীর নামের সঙ্গে তাঁহার পিতার "বিশ্বনাথ" নাম সাধারণতঃ একত্র লিখিত হইয়া থাকে। বালাজী বিশ্বনাথ স্বজন-সমাজে "বালাজী পন্ত" (১) নামে পরিচিত ছিলেন। বালাজীপন্তের

বাজী রাও।

ঔরসে, তদীয় গুণবতী ভার্য্যা রাধা বাঈর গর্ভে সম্ভবতঃ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে বর্ণিতব্য ইতিহাসের নায়ক মহাবীর বাজী রাও বল্লালের জন্ম হয়।

বাল্যজীবনে বিপত্তি অনেকেরই ভবিষ্য-জীবনের মহত্ত্ব সূচিত করিয়া থাকে। বাজী রাওয়ের জীবনেও এ নিয়মের

(১) এই 'পন্ত' শব্দ পণ্ডিত শব্দের অপভ্রংশ-জাত। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের নামের শেষে যেরূপ "ঠাকুর" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, মহারাষ্ট্রে সেইরূপ "পন্ত" শব্দের প্রয়োগ সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়।

ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বাল্যদশায় তাঁহাকে বহুবার বিষম সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছিল। তিনি চতুর্থ বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিতে না করিতে তাঁহাকে বিপন্ন হইয়া পিতার সহিত স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে হয়। কেবল তাহাই নহে, তদুপলক্ষে তাঁহার কারাবাসও ঘটিয়াছিল।

বিপৎ-পাত।

এই সময়ে সিদ্দি কাশিম খাঁ জঞ্জীরা দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার শৌর্য্যে প্রীত হইয়া সম্রাট অওরঙ্গজেব তাঁহাকে মোগল নৌসেনার অধিনায়ক করিয়াছিলেন। ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর সময় হইতেই সিদ্দি কাশিম মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতাপ খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই কারণে মারাঠা সেনানায়কগণের সহিত তাঁহার প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিত; হিন্দু প্রজাদিগের উপর অত্যাচারও নিতান্ত অল্প হইত না। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানসমূহের অধিকার লইয়া তদানীন্তন মহারাষ্ট্রীয় নৌসেনার অধিপতি কাহ্নোজী আংগ্রের সহিত সিদ্দিগণের শত্রুতা চলিতেছিল। বাজী রাও যখন অর্দ্ধস্ফুট বাক্যে প্রতিবেশী বালকগণের সহিত শৈশব-ক্রীড়ার আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, সেই সময়ে কাহ্নোজী আংগ্রে ও সিদ্দি কাসিমের বিবাদানল অতিশয় প্রজ্বলিত

হইয়া উঠে। কাহ্নোজী সিদ্দির কর্ম্মচারীদিগকে বশীভূত করিয়া স্বদলভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইত্যবসরে, বালাজী বিশ্বনাথ গোপনে আংগ্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, এইরূপ সংবাদ সিদ্দি কাসিমের কর্ণগোচর হয়। এ রটনা যতদূর সত্য হউক, কাশিম তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শ্রীবর্দ্ধনের ভট্ট পরিবারকে ধৃত করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। প্রথমে বালাজীর অগ্রজ জানোজী ধৃত হন। সিদ্দি বিনা বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা করেন। হতভাগ্য জানোজীকে একটা বস্তার মধ্যে পূরিয়া সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত করা হয়। (১৭০১ খৃষ্টাব্দ)

স্বদেশ-ত্যাগ।

এই দুর্ঘটনায় অতিমাত্র ভীত হইয়া বাজী রাওয়ের পিতা আত্ম-রক্ষার জন্য সপরিবারে সিদ্দির অধিকার ত্যাগ-পূর্ব্বক বাণকোট-প্রণালীর দক্ষিণতীর-স্থিত 'ওয়েলাস' গ্রামে উপস্থিত হইলেন। ঐ গ্রামে হরি মহাদেব ভানু নামক এক সজ্জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বালাজীর সহিত তাঁহার পূর্ব্বপরিচয় ছিল। বালাজী ভবিষ্য-কর্ত্তব্যতা-সম্বন্ধে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, কোঙ্কণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সহ্যাদ্রির পূর্ব্বাঞ্চলস্থিত কোনও স্থানে গিয়া নূতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়াই তাঁহার পক্ষে যুক্তিসিদ্ধ। ভানু-পরিবারের অবস্থা

সচ্ছল ছিল না। বিশেষতঃ অত্যাচারী সিদ্দির রাজ্যে বাস করিতে তাঁহাদিগেরও অনিচ্ছা ছিল। এই কারণে তাঁহারা বালাজী পন্তের অনুবর্ত্তী হইলেন।

পথে বিপত্তি।

অতঃপর ভট্ট ও ভানু কিয়ৎ দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই সিদ্দির অনুচরগণ কর্ত্তৃক বালাজী ধৃত ও "অঞ্জনবেল" দুর্গে বন্দিভাবে প্রেরিত হন। অঞ্জনবেল দুর্গ প্রসিদ্ধ সুবর্ণ দুর্গের ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। সিদ্দির আদেশে তাঁহাকে ঐ দুর্গে সপরিবারে ২৫ দিন বাস করিতে হয়। এই বিপৎকালে হরি মহাদেব ভানু ও তাঁহার উভয় সহোদর বহু যত্ন করিয়া অঞ্জনবেলের দুর্গপতিকে বশীভূত করেন। ফলে বালাজীর মুক্তিলাভ ঘটে। তখন সহ্যাদ্রি উত্তীর্ণ হইয়া ভট্ট ও ভানু পুণার নিকটস্থিত 'সাসবড়' গ্রামের অম্বাজী ত্র্যম্বক পুরন্দরে (গ্রাণ্ট ডফের আবাজীপন্ত পুরন্দরে) নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অম্বাজী পন্ত তাঁহাদিগকে মহারাষ্ট্র দেশের তদানীন্তন রাজধানী সাতারা নগরীতে লইয়া গেলেন।

এই সময়ে পূর্ব্ব-মহারাষ্ট্রে ঘোর বিপ্লব চলিতেছিল। শিবাজীর মৃত্যুর পর সম্রাট্ অওরঙ্গজেব ১২ লক্ষ মোগল সেনা লইয়া মহারাষ্ট্র দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তদীয়

জ্যেষ্ঠ পুত্র সাম্ভাজী মোগল আক্রমণে বাধা দিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু বুদ্ধিদোষে তাঁহাকে মোগলদিগের হস্তে প্রাণত্যাগ করিতে হয়। তাঁহার স্ত্রী 'এসু বাঈ' (যশোদা বাঈ) ও পুত্র শাহু দিল্লীশ্বরের বন্দী হন। তখন শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারাম সিংহাসনারোহণ করিয়া মোগলদিগের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৭০০ খৃঃ মহারাজ রাজারামের দেহাত্যয় ঘটিলে, তদীয় মহিষী তারা বাঈ মহারাষ্ট্র রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। মোগলেরা ভাবিয়াছিলেন, রাজারামের মৃত্যুতে মহারাষ্ট্রীয়েরা হতাশ হইয়া শান্তভাব ধারণ করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। তারা বাঈর উত্তেজনায় মহারাষ্ট্রীয়েরা মোগলদিগকে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ চালাইলেন। যে ব্যক্তি কোনরূপে একটী ঘোড়া ও একখানি বল্লম সংগ্রহ করিতে পারিল, সে-ই মোগলদিগের পশ্চাদ্ধাবনে প্রবৃত্ত হইল।

দেশের অবস্থা।

বালাজী যখন "সাসবড়ে" পদার্পণ করেন, তখন তারা বাঈর অমাত্য রামচন্দ্র পন্ত, প্রতিনিধি পরশুরাম ত্র্যম্বক, সচিব শঙ্করজী নারায়ণ ও সেনাপতি ধনাজী যাদব প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণের বীর্য্যবিক্রমে সমগ্র দক্ষিণাপথ কম্পিত হইতেছিল। মোগলেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের রুদ্রমূর্ত্তিদর্শনে ভীত

হইয়া পলায়নপর হইয়াছিলেন। মোগল-শাসিত প্রদেশে মহারাষ্ট্র আধিপত্য বিস্তৃত হইতেছিল। সুতরাং কার্য্যক্ষম ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পক্ষে এসময়ে মহারাষ্ট্রদেশে কার্য্যক্ষেত্রের অভাব ছিল না। বালাজীও উদ্যমশীল ও কার্য্যকুশল ব্যক্তি ছিলেন। এই কারণে রাজধানী সাতারায় পদার্পণ করিবার অল্পদিবসের মধ্যেই তাঁহার রাজকার্য্যে প্রবেশ-লাভ ঘটিয়াছিল।

কার্য্যলাভ।

সাতারায় মহাদেব কৃষ্ণ জোশী নামক একব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার সহিত ভানুদিগের পরিচয় ছিল। এই জোশী মহোদয়ের চেষ্টায় বালাজী ও তাঁহার সহচরেরা তারা বাঈর প্রতিনিধি পরশুরাম ত্র্যম্বকের নিকট হইতে একটা তালুকের রাজস্ব আদায় করিবার ইজারা প্রাপ্ত হইলেন। সে কার্য্যে তাঁহাদিগের দক্ষতা দেখিয়া রাজপ্রতিনিধি মহাশয় বালাজী ও অম্বাজীকে সেনাপতি ধনাজী (ধনঞ্জয়জী) যাদব রাওয়ের অধীনতায় রাজস্ব-বিভাগে কারকুনের পদে বার্ষিক শতমুদ্রা বেতনে নিযুক্ত করিয়া দিলেন (১৭০৬ খৃষ্টাব্দ)। ভানুত্রিতয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ রামাজী-মহাদেব সচিব শঙ্করজী নারায়ণের অধীনতায় কর্ম্ম পাইলেন। অবশিষ্ট দুইজন বালাজীর আশ্রয়েই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

———০✻✻০———

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাল্যশিক্ষা—নানা অভিযানে পিতার সাহচর্য্য—দিল্লীগমন—পিতৃবিয়োগ।

বাল্য-শিক্ষা।

রাজধানী সাতারায় বাজী রাওয়ের শিক্ষারম্ভ হয়। কারকুনের পুত্র তৎকাল প্রচলিত লেখা পড়ায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে বর্ত্তমান কালের ন্যায় সেকালে লেখা পড়া শিক্ষাই বাল্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। বালকগণের মানসিক শক্তির বিকাশের দিকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেরূপ দৃষ্টি রাখিতেন, তাহাদের শারীরিক শক্তিসমূহের পরিস্ফূর্ত্তির দিকেও তাঁহাদিগের সেইরূপ যত্ন থাকিত। বরং পুস্তকগত বিদ্যা কণ্ঠস্থ করিয়া পণ্ডিত উপাধিলাভ অপেক্ষা পুরুষোচিত গুণগ্রাম লাভ করিবার দিকে তাঁহারা সমধিক মনোযোগ করিতেন। বিশেষতঃ বাজী রাও যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে এদেশে বীরত্বের বড় গোবব ছিল। এই কারণে বালাজী বিশ্বনাথ স্বীয় পুত্রকে পুস্তক-লেখনী-গতা বিদ্যার

সহিত অশ্বারোহণ ও অসি-ভল্ল-সঞ্চালনাদির কৌশলেও অভিজ্ঞ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাতারার রাজকর্ম্মে প্রবেশ করিয়া বালাজী বিশ্বনাথকে প্রায় সমস্ত জীবনই যুদ্ধাভিযানে অতিবাহিত করিতে হয়। পুত্রকে সর্ব্বপ্রকার পৌরুষ গুণে অলঙ্কৃত করিবার জন্য তিনি সকল অভিযানেই বাজী রাওকে আপনার সঙ্গে রাখিতেন। সুতরাং অল্প বয়সেই বাজী রাও শৌর্য্য সাহসের আধার হইয়া উঠিয়াছিলেন। পিতার সহিত সর্ব্বদা রাজসভায় গমন ও নানা দেশ ভ্রমণ করিবার সুযোগ পাওয়ায় রাষ্ট্রসম্পর্কীয় সকল কার্য্যই তিনি অনায়াসে শিক্ষা করিতে সমর্থ হন। বালাজী বিশ্বনাথের অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপের সহিত এই শিক্ষার ও বাজী রাওয়ের ভবিষ্যজীবনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। এই কারণে আমাদিগকে তদ্বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল।

পদোন্নতি।

যে সময়ে বালাজী বিশ্বনাথ ধনাজী যাদবের অধীনতায় কর্ম্মলাভ করেন, সেই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া মোগলেরা সাম্ভাজীর পুত্র শাহুকে মুক্তিদান করিলেন। কেবল তাহাই নহে, মহারাষ্ট্রীয়দিগকে শান্ত করিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাকে দক্ষিণাপথের সরদেশমুখী (সমগ্র রাজস্বের দশমাংশ) স্বত্বের সনন্দও প্রদান করেন।

শাহু স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হওয়ায় রাজ্যাংশ লইয়া তারা বাঈর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। শাহুকে রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী জানিয়া প্রধান সেনাপতি ধনাজী যাদব তাঁহার শত্রুতাচরণে বিরত হন। সুতরাং তারা বাঈর সহজেই পরাজয় ঘটিল (১৭০৮ খৃঃ)। এত দিন মহারাষ্ট্র রাজ্যে যে বিপ্লব চলিতেছিল, শাহু সিংহাসনে আরোহণ করিলে, তাহার কিয়ৎপরিমাণে লাঘব হইল। সুতরাং বালাজী বিশ্বনাথ রাজস্ববিভাগের কার্য্যে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিবার অবকাশ পাইলেন। তাঁহার কার্য্যকুশলতা গুণে অল্প দিনের মধ্যেই রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্য্যের বিশেষ সুব্যবস্থা সম্পাদিত হইল। তিনি কৃষিকার্য্যে উৎসাহদানপূর্ব্বক কৃষকদিগের উন্নতির পথ উন্মুক্ত ও রাজ্যের আয়-বৃদ্ধি করিলেন। তাঁহার এইরূপ কার্য্য-দক্ষতার পরিচয় পাইয়া সেনাপতি যাদবরাও তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী হইলেন। মহারাজ শাহুর নিকটেও বালাজী বিশ্বনাথের কার্য্যতৎপরতার কথা অবিদিত রহিল না। ১৭১০ খৃঃ জুনমাসে ধনাজী যাদবের মৃত্যু হইলে মহারাজ শাহু রাজস্ববিভাগের সমস্ত ভার বালাজী বিশ্বনাথের উপর অর্পণ করিলেন। যাদবরাওয়ের পুত্র চন্দ্রসেনের হস্তে কেবল সামরিক বিভাগের ভার রহিল। পরন্তু বালাজীর উপর সেনাপতি চন্দ্রসেনের আর কর্ত্তৃত্বও রহিল না। এই

ঘটনায় বালাজীর প্রতি চন্দ্রসেনের বিদ্বেষের সঞ্চার হয়। তদবধি তিনি এই অবমাননার প্রতিশোধ লইবার অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

সেনাপতির বৈরিতা।

১৭১১ খৃঃ একদিন মৃগয়া প্রসঙ্গে বালাজীর অধীন কোনও অশ্বারোহীর হস্তে দৈবক্রমে চন্দ্রসেনের জনৈক ভৃত্য আহত হয়। এতদুপলক্ষে বালাজী বিশ্বনাথকে বিপন্ন করিবার উপযুক্ত অবসর পাইয়া সেনাপতি স্বীয় সৈন্যদলসহ সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করেন। বালাজীর সঙ্গে জ্যেষ্ঠপুত্র বাজীরাও, কনিষ্ঠ পুত্র চিমণাজী আপ্পা, বন্ধু অম্বাজী পন্ত পুরন্দরে এবং অতি স্বল্পসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। তাঁহাদিগের সহিত পলায়নপূর্ব্বক তিনি প্রথমে সাসবড় গ্রামে ও পরে তথা হইতে পুরন্দর-দুর্গে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তত্রত্য প্রধান কর্ম্মচারী ইচ্ছা সত্ত্বেও সেনাপতির ভয়ে বালাজীকে আশ্রয়দান করিতে পারিলেন না। সুতরাং সেনাপতির সৈন্যদল কর্ত্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া বালাজী বিশ্বনাথ "পাণ্ডবগড়" নামক একটি নিকটবর্ত্তী গিরিদুর্গের অভিমুখে আশ্রয়ার্থ অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদিগের বহু চেষ্টায় পথিমধ্যে পাঁচ ছয় শত সমরকুশল ব্যক্তি সংগৃহীত হয়। তাহাদিগের সাহায্যে বালাজী সাহসপূর্ব্বক নীরা নদীর তীরে চন্দ্রসেনের

সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু সৈন্যসংখ্যার অল্পতাপ্রযুক্ত তাঁহাকে পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পলায়ন করিতে হইল। চন্দ্রসেনও তাঁহার অনুসরণে ক্ষান্ত হইলেন না।

বিপদুদ্ধার।

বহুকষ্টে বালাজী পাণ্ডবগড়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেনাপতির সৈন্যদল কর্ত্তৃক ঐ দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। এদিকে মহারাজ শাহু স্বীয় কার্য্যদক্ষ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর এই বিপদ্‌বার্ত্তা অবগত হইয়া তাঁহাকে অভয়পত্র প্রেরণপূর্ব্বক সেনাপতিকে সাতারায় আহ্বান করিলেন। বালাজীর প্রতি মহারাজের বিশেষ প্রীতিদর্শনে চন্দ্রসেন অতীব অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি আর সে বিরাগ গোপন করিতে না পারিয়া মহারাজ শাহুকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "বালাজীকে আমার হস্তে অর্পণ না করিলে আমি শত্রুপক্ষের সহিত মিলিত হইব।" সেনাপতির এইরূপ ঔদ্ধত্যদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া শাহু তাঁহার দমনের জন্য সরলস্কর হয়বৎ রাও নিম্বালকরকে প্রেরণ করিলেন। নিম্বালকরের সহিত যুদ্ধে চন্দ্রসেনের পরাজয় ঘটে। পরাস্ত সেনাপতি প্রথমে তারা বাঈর ও পরে মোগল সুভেদার নিজাম উলমুল্কের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বালাজী বিশ্বনাথ সেই ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া পুত্রদ্বয়সহ সাতারায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

সেনাকর্ত্তা।

এদিকে প্রধান সেনাপতি শত্রুপক্ষ অবলম্বন করায় শাহুর সৈন্যসংখ্যা কমিয়া গেল। সুযোগ বুঝিয়া তারাবাঈ চন্দ্রসেনের সাহায্যে নানা উপায়ে শাহুর অপর সর্দ্দারগণকে স্বপক্ষভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বালাজী বিশ্বনাথ স্বীয় অপূর্ব্ব প্রতিভার বিকাশ না করিলে শাহুকে বিপন্ন হইতে হইত। বালাজীর বুদ্ধি-কৌশলে শাহুর সর্দ্দারগণ তারাবাঈর দলে মিলিত হইতে পারিলেন না। পক্ষান্তরে তিনি বহু সংখ্যক নূতন সৈন্যসংগ্রহ করিয়া শাহুর সৈন্যাভাব দূর করিলেন। এই কারণে মহারাজ শাহু তাঁহাকে ১৭১১ খৃষ্টাব্দের ২০এ আগষ্ট "সেনাকর্ত্তা" এই গৌরবসূচক উপাধি প্রদান করিলেন (১)।

বালাজী ইতঃপূর্ব্বে দেশের কৃষকগণের অবস্থার উন্নতি সাধনের উপায় অবলম্বন ও রাজস্ব বিভাগে সুব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এক্ষণে দেশের মঙ্গলের জন্য রাজ্যের

---

(১) গ্রাণ্ট ডফ "সেনাকর্ত্তা" শব্দের অর্থ Agent in charge of the army করিয়াছেন, তাহা আমাদের সঙ্গত বোধ হয় না। "সেনাকর্ত্তা" অর্থে "সৈন্যদলের সৃষ্টি-কর্ত্তা" হওয়াই উচিত। ডফ মহোদয় এই ঘটনাকে ১৭১৩ খৃঃ অব্দের ঘটনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

অপরাপর বিশৃঙ্খলার নিবারণে তিনি মনোযোগী হইলেন।

অরাজকতা

এই সময়ে মহারাষ্ট্র-রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শাহুর সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া তারাবাঈ স্বীয় পুত্রকে ছত্রপতি বলিয়া ঘোষণাপূর্ব্বক কোহ্লাপুরে এক নূতন রাজধানীর স্থাপন করেন। কাজেই মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণের মধ্যে কেহ শাহুর পক্ষ, কেহ বা কোহ্লাপুরাধিপতি সাম্ভাজীর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কেহ বা মোগলগণের দলেও মিলিত হইয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ কোনও পক্ষাবলম্বী না হইয়া স্ব-প্রধান ও স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর সর্দ্দারগণের মধ্যে দামাজী (দামোদরজী) থোরাত ও উদয়জী চৌহানই প্রধান ছিলেন। উদয়জীর উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া শাহু তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যের একাংশের চৌথ আদায়ের স্বত্ব প্রদান করিতে বাধ্য হন। কাহ্নোজী আংগ্রে কোহ্লাপুরপতি সাম্ভাজীর পক্ষাবলম্বন করিয়া শাহুর অধিকৃত কল্যাণ-প্রদেশ জয় করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। অপর দিকে কৃষ্ণরাও খটাও-কর নামক রাজা উপাধিধারী এক ব্রাহ্মণ বিদ্রোহী হইয়া রাজ্যমধ্যে উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ মরাঠা-সামন্ত শাহুর অধীনতা স্বীকার করিতেন না।

কৃষ্ণরাওয়ের দমন।

এই সকল অরাজকতার দমন ভিন্ন স্বদেশবাসী প্রজাপুঞ্জের সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধান সম্ভবপর ছিল না। কাজেই মহারাজ শাহুর অনুমতি লইয়া বালাজী বিশ্বনাথ প্রথমে কৃষ্ণরাও খটাওকরের দমন করিতে যাত্রা করিলেন। সেই সময়ে সচিব নারায়ণশঙ্কর দামাজী থোরাতের বিরুদ্ধে এবং পেশওয়ে ভৈরব পন্ত পিঙ্গলে কাহ্নোজী আংগ্রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। ইঁহাদিগের মধ্যে বালাজী বিশ্বনাথই এ যাত্রায় সফলতালাভ করিয়াছিলেন। আউন্ধ নামক স্থানের নিকটে তিনি বিদ্রোহী খটাওকরকে সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধে পরাভূত করেন। থোরাতের সহিত যুদ্ধে নারায়ণশঙ্কর ও আংগ্রের সহিত যুদ্ধে ভৈরবপন্ত পরাজিত হইয়া বন্দী হন। আংগ্রে কেবল ভৈরবপন্তকে বন্দী করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি লোহগড় ও রাজমাচী প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া শাহুর রাজধানী সাতারা নগরী আক্রমণেরও উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

আংগ্রের সহিত সন্ধি।

তখন বালাজী-বিশ্বনাথকে আংগ্রের দমনের ভার গ্রহণ করিতে হইল। তিনি বিংশতি সহস্র সৈন্যসহ আংগ্রের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া লোহগড় প্রভৃতি দুর্গ অধিকার ও শত্রু-সৈন্যের পরাজয়সাধন করিলেন। অতঃপর তিনি কাহ্নোজীকে, সন্ধি করিয়া

মহারাষ্ট্র-রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী শাহুর শরণাপন্ন হইবার জন্য বিবিধযুক্তিপূর্ণ একখানি পত্র লিখিলেন। বালাজীর এই সামনীতি সুফলপ্রদ হইল। আংগ্রে কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শাহুর পক্ষাবলম্বন করিলেন। তখন বালাজীর মধ্যস্থতায় যে সন্ধি স্থাপিত হইল, তাহার ফলে পেশওয়ে ভৈরবপন্ত কারামুক্ত হইলেন, আংগ্রে শাহুর যে সমস্ত দুর্গ বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিলেন, "রাজমাচী" ব্যতীত তৎসমস্তই তিনি প্রত্যর্পণ করিলেন। এই সন্ধির বিনিময়ে আংগ্রেও শাহুর নিকট দশটী সুদৃঢ় দুর্গ, ১৬টী সামান্য দুর্গ এবং শাহুর পক্ষে মহারাষ্ট্র-রণতরি-সমূহের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হইলেন। এতদ্ব্যতীত কাহ্নোজীকে "সর্খেল উপাধিও প্রদত্ত হইল।

পেশওয়ে পদলাভ।

এইরূপে পেশওয়ে ভৈরব পন্তের উদ্ধারসাধন ও আংগ্রের সহিত সন্ধিস্থাপন প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বালাজী পন্ত ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মহারাষ্ট্র-রাজধানী সাতারায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মহারাজ শাহু তাঁহার এই সকল কার্য্যপরম্পরায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিলেন। ভৈরবপন্ত পিঙ্গলে আংগ্রের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন বলিয়া ও তাঁহার কার্য্যদক্ষতার অভাবদর্শনে মহারাজ শাহু তাঁহাকে

পদচ্যুত করেন। বালাজী বি[illegible]নাথ তাঁহার কার্য্যকুশলতার পুরস্কারস্বরূপ ১৭১৩ খৃঃ ১৬ই নবেম্বর তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। "শ্রীমন্ত" উপাধি এই সময়েই পেশওয়েগণের নামের সহিত প্রথম সংযুক্ত হইল। তদনুসারে বালাজী সরকারী কাগজপত্রে "শ্রীমন্ত বালাজী বিশ্বনাথ পন্ত (পণ্ডিত) প্রধান" এই নামে উল্লিখিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার রাজমুদ্রা এইরূপ ছিল,—

"শাহু নরপতি হর্ষ-নিধান।
বালাজী বিশ্বনাথ মুখ্য প্রধা৮!" (১)

বালাজী বিশ্বনাথকে পেশওয়ে-পদ প্রদানকালে তদীয় বন্ধু অম্বাজীপন্ত পুরন্দরেকে তাঁহার মুতালিক বা উপমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। বালাজীর অনুরোধে মহারাজ শাহু হরি

(১) পেশওয়েদিগের রাজমুদ্রায় এইরূপ উল্টা "৮" লিখিবার কারণ এই,—পূর্ব্বে শিবাজীর সময় হইতে পিঙ্গলে-বংশের পুরুষেরা পেশওয়ে-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাজ শাহু পিঙ্গলে-বংশের হস্ত হইতে পেশওয়ে পদের অধিকার "ভট্ট" বংশের হস্তে অর্পণ করিলেন। এই বংশান্তরের চিহ্নরূপে "প্রধান" শব্দের নকার বিপরীত ভাবে লিখিবার প্রথা শাহু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়

অনেকে বালাজী বিশ্বনাথকেই প্রথম পেশওয়ে বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ তাহা নহে, বালাজী মহারাষ্ট্র-রাজ্যের প্রথম পেশওয়ে নহেন। তিনি ভট্টবংশীয় পেশওয়েগণেরই প্রথম।

মহাদেব ভানুকে পেশওয়ের অধীন ফড়নবীশের (Audit) কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এইরূপে যে বালাজী বিশ্বনাথ দশ বৎসর পূর্ব্বে সিদ্দিদিগের ভয়ে স্বদেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ও সাতারায় আসিয়া বার্ষিক ১ শত মুদ্রা বেতনে সামান্য কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদলাভ করিয়া স্বীয় বন্ধুদিগকেও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন।

সিদ্দির পরাজয়।

শাহুর সহিত সন্ধির বলে আংগ্রে যে সকল দুর্গ পাইয়াছিলেন, শ্রীবর্দ্ধন প্রভৃতি কতিপয় স্থান তাহার অন্তর্গত ছিল। সিদ্দিগণের নিকট হইতে তাহাদের উদ্ধার সাধনের জন্য কাহ্নোজী পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। বালাজীর সহায়তায় কাহ্নোজীর হস্তে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সিদ্দিগণের পরাজয় ঘটে।

খোরাতের হস্তে বন্দী।

এক্ষণে দামাজী থোরাতের দমন আবশ্যক হইয়া উঠিল। কারণ, তিনি কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া শাহুর রাজ্যে লুণ্ঠনাদি করিতেন। তিনি পুণার ৪০ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত "হিঙ্গন" গ্রামের সুদৃঢ় ক্ষুদ্র দুর্গের অধিপতি ছিলেন। হিঙ্গনদুর্গের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় ২০ ক্রোশ-

ব্যাপী প্রদেশ থোরাতের শাসনে ছিল। বালাজীর সমরায়োজন দেখিয়া দামাজী কপটতাপূর্ব্বক সন্ধিপ্রার্থী হইলেন এবং বিল্বপত্র ও হরিদ্রাস্পর্শপূর্ব্বক বশ্যতা-স্বীকারের শপথ করিয়া তাঁহাকে দুর্গ সমর্পণ করিলেন। কিন্তু বালাজী সদলে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র দুষ্ট তাঁহাদিগকে বন্দী করিল (১৭১৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর)। অন্যান্য অভিযানের ন্যায় এই অভিযানেও কিশোরবয়স্ক বাজী রাও ও তৎকনিষ্ঠ চিমণাজী আপ্পা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। বিশ্বাসঘাতক থোরাত তাঁহাদিগের নিষ্ক্রয়স্বরূপ বহু অর্থ প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাঁহারা ক্ষুধায় কাতর হইলে পাপিষ্ঠ তাঁহাদিগের প্রত্যেকের সম্মুখে একটি করিয়া উত্তপ্ত ভস্মপূর্ণ কবলপাত্র (তোবরা) রাখিয়া দিল। মহারাষ্ট্রপতি শাহু বালাজী বিশ্বনাথের মুক্তির জন্য থোরাতের প্রার্থিত অর্থ দান করিতে বাধ্য হইলেন।

থোরাতের দমন।

সাতারায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বালাজী সেনাপতি মানসিংহ মোরে ও সর-লস্কর হয়বৎ রাও নিম্বালকরের সহযোগে দামাজীর বিরুদ্ধে পুনর্ব্বার অভিযান করিলেন। সচিব নারায়ণ-শঙ্কর থোরাতের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। অতএব দামাজীর বিরুদ্ধে সহসা যুদ্ধযাত্রা করিলে পাছে সেই দুর্বৃত্ত সচিবকে

নিহত করে, এই ভয়ে বালাজী বিশ্বনাথ প্রথমে তাহার শক্রতাচরণে প্রবৃত্ত না হইয়া নিষ্ক্রয়প্রদানপূর্ব্বক সচিবকে মুক্ত করিলেন। সচিব অক্ষত শরীরে প্রত্যাবৃত্ত হইলে থোরাতের গড় আক্রান্ত হইল। বালাজীর তোপে গড় ভূমিসাৎ ও দামাজী বন্দী হইয়া ১৭১৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সাতারায় নীত হইল। এইরূপ কার্য্য-দক্ষতাগুণে মহারাজ শাহুর দরবারে বালাজী বিশ্বনাথই সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অনুমোদন ব্যতীত রাজ্যের প্রায় কোনও কার্য্যই সংসাধিত হইত না।

দিল্লীর সংবাদ।

এই সময়ে উত্তর-ভারতে দিল্লীর দরবারে এক ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। অওরঙ্গ-জেবের প্রপৌত্র ফরুখ্‌শিয়র দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। সৈয়দ আব্দুল্লা খাঁ ও সেয়দ হুসেন আলী খাঁ নামক দুই জন সর্দ্দারের হস্তে তাঁহাকে অনেকটা ক্রীড়াকন্দুকবৎ থাকিতে হইত। এই কারণে তিনি ও তাঁহার বন্ধুবর্গ সৈয়দযুগলের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছিলেন। এদিকে দক্ষিণ ভারতের সমস্ত বাদশাহী প্রদেশে চৌথ পদ্ধতি-প্রবর্ত্তনের অধিকার পাইবার জন্য মহারাষ্ট্রীয়েরা ভয়ঙ্কর বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ বালাজী বিশ্বনাথ

যখন অন্তর্ব্বিগ্রহের নিবারণের সময়ক্ষেপ করিতেছিলেন, সেই সময়ে খণ্ডে রাও দাভাড়ে প্রভৃতি সেনানায়কের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে সুভেদার সৈয়দ হুসেন আলী জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এইরূপ উভয় সঙ্কটে পতিত হওয়ায় সৈয়দেরা মহারাজ শাহুর সহিত সন্ধি করিয়া দক্ষিণাপথে শান্তিস্থাপন ও আপনাদের বল বৃদ্ধি করিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু বাদশাহ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে চৌথ ও সরদেশমুখীর স্বত্ব দিতে সম্মত হইলেন না। এইমত ভেদ উপলক্ষে পরিশেষে ১৭১৭খৃষ্টাব্দে সৈয়দের সহিত বাদশাহের প্রকাশ্য যুদ্ধের সূচনা হইল। তখন সৈয়দ হুসেন আলী মহারাজ শাহুর নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, মহারাষ্ট্রপতি যদি এই সময়ে তাঁহাকে ১৫ সহস্র সৈন্যসহ সহায়তা করেন, তাহা হইলে তিনি বাদশাহের দ্বারা তাঁহাকে নর্ম্মদার দক্ষিণস্থিত সমস্ত মোগলরাজ্যে চৌথ ও সরদেশমুখী প্রবর্ত্তন করিবার সনন্দ প্রদান করাইবেন। তদ্ভিন্ন ঐ সৈন্যের ব্যয়ভার মাসিক ১৫ লক্ষ টাকা বহন করিতেও তিনি প্রস্তুত হইলেন।

এ সময়ে বালাজী বিশ্বনাথের চেষ্টায় মহারাষ্ট্ররাজ্যে অন্তর্ব্বিগ্রহের পরিসমাপ্তি হইয়া সর্ব্বত্র শাহুর একাধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। কাজেই সৈয়দযুগলকে সৈন্য-সাহায্য

করা এ সময়ে মহারাষ্ট্রপতির পক্ষে দুঃসাধ্য হইল না;

সন্ধির সর্ত্ত।

তখন বালাজী বিশ্বনাথ এই সহায়তার পুরস্কার-স্বরূপ মহারাজ শাহুর পক্ষ হইতে দিল্লীশ্বরের মন্ত্রীর নিকট নিম্নলিখিত স্বত্বগুলি প্রার্থনা করিলেন,—

১। ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর উপার্জ্জিত স্বরাজ্যের সম্পূর্ণ উপস্বত্ব যাহাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা নির্ব্বিরোধে ভোগ করিতে পারেন, তাহার সনন্দ। (এই সনন্দ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী সমরে পরাস্ত হইয়া শাহুকে মুক্তিদানের সময়ে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট্ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণাপথের সুভেদার নিজাম-উল-মুক্ তাহাতে উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বরাজ্যের অনেক স্থান পুনঃপুনঃ অধিকার করিবার চেষ্টা করায় শাহুকে নূতন বাদশাহের নিকট হইতে নূতন সনন্দ গ্রহণের প্রস্তাব করিতে হয়।)

২। দক্ষিণাপথের অন্তর্গত বিজাপুর, হায়দরাবাদ, কর্ণাটক, তঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী ও মহীসুর এই ছয়টী বাদশাহী প্রদেশে চৌথ পদ্ধতি প্রবর্ত্তন ও সরদেশমুখী (রাজ্যের মোট আয়ের দশমাংশ) আদায় করিবার স্বত্ব প্রদান।

৩। মহাত্মা শিবাজীর জন্মস্থান শিবনেরী দুর্গ ও ত্রিম্বক-দুর্গ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রত্যর্পণ।

৪। শাহুর মহারাষ্ট্রে আগমনকালে তাঁহার জননী ও অপর আত্মীয়গণ তদীয় প্রতিভূরূপে দিল্লীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাগমনের অনুমতিপ্রদান।

৫। গোণ্ডবন ও বেরারের যে সকল প্রদেশ "সেনা সাহেব স্থভে" কাহ্নোজী ভোঁস্লে কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, সেগুলি মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বরাজ্যভুক্ত করিবার আদেশ দান।

৬। মহাত্মা শিবাজী ও তাঁহার পিতা শাহজীর চেষ্টায় কর্ণাটকের যে সকল অংশ অধিকৃত হইয়াছিল, তাহা মরাঠাদিগকে প্রত্যর্পণ।

৭। খান্দেশে যে সকল স্থানে শিবাজীর অধিকার ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে মহারাষ্ট্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চলস্থিত পণ্ঢরপুর প্রভৃতি প্রদেশ-দান।

বাদশাহ এই সকল স্বত্ব প্রদান করিলে মহারাষ্ট্রপতি শাহু নিম্নলিখিত সর্ত্ত পালনে স্বীকৃত হইবেন বলিয়া বালাজী অঙ্গীকার করেন:—

১। ছত্রপতি মহারাজ শাহু দিল্লীশ্বরের সম্মান রক্ষার জন্য দশলক্ষ টাকা উপঢৌকন প্রদান করিবেন।

২। সরদেশমুখী স্বত্বলাভের প্রতিদানে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দেশের শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী হইতে হইবে। যে সকল প্রদেশ হইতে তাঁহারা সরদেশমুখী আদায় করিবেন, সেই সকল প্রদেশে দস্যু তস্করের উপদ্রব ঘটিলে তাঁহাদিগকে তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইবে।

৩। চৌথ আদায়ের স্বত্বের বিনিময়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে ১৫ সহস্র সৈন্যসহ বাদশাহের সহায়তা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে; যখন যে কোনও স্থানে প্রয়োজন হইবে, তখন সেই স্থানে বাদশাহী স্থভেদারকে ১৫ সহস্র সৈন্য সাহায্য প্রদান করিতে হইবে।

৪। কোহ্লাপুরের সাম্ভাজী ও তাঁহার পক্ষীয় সর্দ্দারগণ কর্ণাটক, বিজাপুর ও হায়দরাবাদ প্রভৃতি বাদশাহী প্রদেশে উপদ্রব অত্যাচার

করিলে মহারাজ শাহুকে তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। এমন কি, সান্তাজীর অত্যাচারে বাদশাহী প্রজার ক্ষতি ঘটিলে মহারাজ শাহু তাহারও পরিপুরণ করিয়া দিতে বাধ্য হইবেন।

দিল্লী-যাত্রা।

হুসেনআলি এই সকল স্বত্বের প্রায় সকলগুলিই দান করিতে স্বীকৃত হইলে মহারাজ শাহু সেনাপতি মানসিংহ মোরে, পরসোজী ভোঁসলে, সান্তাজী ভোঁসলে, বিশ্বাস রাও পবার প্রভৃতি সেনানীদিগকে ১৫ সহস্র সেনা লইয়া সৈয়দের সাহায্যার্থ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিবার আদেশ করিলেন। বালাজী বিশ্বনাথের উপর এই সমস্ত সেনানীর তত্বাবধানের ভার অর্পিত হইল। বালাজী বিশ্বনাথের দিল্লী-গমনকালে মহারাজ শাহু তাঁহাকে বাদশাহের নিকট হইতে দৌলতাবাদ ও চাঁদা দুর্গ এবং গুজরাথ ও মালব-প্রদেশে চৌথ পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিবার স্বত্বগ্রহণের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই মহারাষ্ট্র সেনা ১৭১৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সাতরা ত্যাগ করিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিল। যুবক বাজী রাও-ও পিতার সহিত মোগল রাজধানী দর্শনার্থ গমন করিলেন।

মহারাষ্ট্রসেনা দিল্লীতে উপস্থিত হইলে দিল্লীর গোলযোগ বাড়িয়া উঠিল। সেই বিপ্লবে ফরুখ্‌শিয়র নিহত হইয়া

মহম্মদ শাহ সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন। সৈয়দেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে চৌথের সনন্দ দান করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় দিল্লীবাসীরা তাঁহাদিগের প্রতি নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ছিলেন। মরাঠাদিগের উপরও তাঁহাদের জাতক্রোধ হইয়াছিল। একদিন বালাজী বিশ্বনাথ সৈয়দগণের সহিত বাদশাহের দরবারে গমন করিলে দিল্লীবাসীরা বিদ্রোহী হইয়া মরাঠাদিগকে আক্রমণ করে। এই দুর্ঘটনায় সন্তাজী ভোঁসলে, বালাজীমহাদেব ভানু ও প্রায় ১৫ শত মারাঠার জীবন বিনষ্ট হয়। কিন্তু সৈয়দ অর্থদানে যথাসাধ্য তাঁহাদিগের ক্ষতিপূরণ করিলেন। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ হুসেন আলি নূতন বাদশাহের মুদ্রাঙ্কিত একটী সনন্দ দ্বারা মারাঠাগণকে তাঁহাদিগের স্ব-রাজ্যের(১) সম্পূর্ণ স্বত্ব, দক্ষিণাপথে চৌথ প্রবর্ত্তন ও সরদেশমুখী স্বত্ব আদায় করিবার অধিকার প্রদান করিলেন। মহারাজ শাহুর জননী ও অপর আত্মীয়গণও এই সময়ে মুক্তিলাভ

সনন্দ লাভ।

---

(১) স্বরাজ্য—ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর অধিকৃত প্রদেশগুলি মহারাষ্ট্র দেশে "স্বরাজ্য" নামে পরিচিত। স্ব-রাজ্য বলিলে প্রধানতঃ পুণা, সুপা, ইন্দাপুর, ওয়াই, তারলে, সাতারা, কহ্লাড়, খটাও, মাণ, ফলটন, মলকাপুর তারলে, পহ্লালা, অঝেরা, জুন্নর, কোহ্লাপুর, গোক্ষণ ও তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তরস্থিত কোপল, গদক এবং হল্যাল পরগণা—এই সমস্ত ভূভাগ বুঝায়।

করেন। দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে চৌথ, সরদেশমুখী ও স্বরাজ্যের সনন্দ লাভ করায় তদানীন্তন ভারবাসীর নিকট মহারাষ্ট্র শক্তি ন্যায়সঙ্গত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিবেচিত হইল (২)।

শাহুর পক্ষ হইতে বালাজী বিশ্বনাথের প্রার্থিত যে সমস্ত অধিকার সৈয়দেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রদান করিলেন না, তাহারও এস্থলে উল্লেখ আবশ্যক। সেগুলি এই,—

(১) খান্দেশের মধ্যে যে সকল দুর্গে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকার ছিল, তাহা।

(২) ত্রিম্বক দুর্গ ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ।

(৩) তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণস্থিত যে সকল প্রদেশ মারাঠারা জয় করিয়াছিলেন, তাহা।

(৪) তদ্ভিন্ন সেনাসাহেব সুভে কাহ্নোজী ভোঁসলে বেবার অঞ্চলে যে সকল প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া দিতেও সৈয়দ হুসেন আলী অসম্মতি প্রকাশ করিলেন।

(৫) গুজরাথ ও মালব প্রদেশে চৌথ প্রবর্ত্তনের

(২) This acquisition gained to the Maratha power that legitimacy, in the absence of which it is not possible to distinguish power from force.
Justice M. G. Ranade's "*Rise of the Maratha Power.*"

অধিকার তাঁহারা মারাঠাগণকে সময়ান্তরে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বালাজী বিশ্বনাথ সে সনন্দ আদায় করিবার জন্য দেব রাও হিঙ্গণে নামক জনৈক সুচতুর ব্রাহ্মণকে দিল্লীতে দূতস্বরূপ রাখিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পথিমধ্যে জয়পুর যোধপুর, উদয়পুর, প্রভৃতি স্থানের রাজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বালাজী শাহুর সহিত তাঁহাদিগের সহিত মিত্রতাসূচক সন্ধি স্থাপন করিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়েরা (১৭১৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি) দুই মাস দিল্লীতে ছিলেন। যমুনার দক্ষিণ তীরে তাঁহাদিগের শিবির ছিল। তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের ক্ষেত্রস্থ শস্য যাহাতে সৈনিকেরা বিনষ্ট না করে, সে বিষয়ে যথোচিত উপায় অবলম্বন করিবার জন্য বালাজী বিশ্বনাথ সামরিক কর্ম্মচারীদিগের প্রতি আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ সর্দ্দার মহ্লাররাও হোলকর তাহাতে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া একদা স্ব-দলস্থ অশ্বাদির জন্য কোনও কৃষকের ক্ষেত্র হইতে বলপূর্ব্বক শস্য সংগ্রহ করেন। অল্প ক্ষণের মধ্যেই, মহারাষ্ট্র-সেনা ক্ষেত্র-স্থিত শস্য বিলুণ্ঠন করিয়াছে, এই মর্ম্মে পেশওয়ের নিকট অভিযোগ উপস্থিত

বাজী রাওয়ের অবজ্ঞা।

হইল। তখন বাজীরাও প্রকৃত অপরাধীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শিবিরস্থিত প্রত্যেক অশ্বশালার পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে, মহ্লার রাওয়ের অশ্বদলের সম্মুখে সদ্যশ্ছেদিত শস্যরাশি দেখিতে পাইয়া, অশ্বরক্ষক অনুচরকে অপরাধী জ্ঞানে হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা প্রহার করেন। অদূরবর্ত্তী মহ্লার রাও তদ্দর্শনে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বাজী রাওয়ের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপে তাঁহাকে অবজ্ঞাত করিলেন। বলা বাহুল্য, মহ্লার রাও তখনও পেশওয়ের বেতনভোগী সর্দ্দারের শ্রেণীভুক্ত হন নাই। তিনি কেবল তাঁহার সহকারিরূপে সদলে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অনুশাসনে অনুরাগ

সে সময়ে বাজীরাও সাধারণ যুবজনের ন্যায় ধৈর্য্যচ্যুত হইলে মহ্লাররাওয়ের সহিত তৎক্ষণাৎ তাঁহার দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত হইত। কিন্তু তিনি ক্ষমাপ্রকাশপূর্ব্বক নীরবে আপনার শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, এবং, বিদেশে—মিত্র-রাজ্যে মহারাষ্ট্রীয় সেনা সামরিক অনুশাসনে উপেক্ষা করত এইরূপ যথেচ্ছাচার করিলে তাহার পরিণাম কিরূপ অনিষ্টকর হইতে পারে, পিতাকে তদ্বিষয়ে চিন্তাপূর্ব্বক ইতি-কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তৎশ্রবণে বালাজী বিশ্বনাথ প্রথমতঃ মহ্লার রাওয়ের সর্ব্বস্ব-হরণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে

আদর্শদণ্ডে দণ্ডিত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে অপর কয়েকজন সামরিক কর্ম্মচারীর অনুরোধে মহ্লার রাওয়ের অপরাধের মার্জ্জনা হইল।

প্রাণসঙ্কটে মৈত্রী।

এই ঘটনায় বাজীরাওয়ের প্রতি মহ্লার রাও জাতক্রোধ হইলেন এবং তাঁহাকে বিপন্ন করিবার অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি এক দিন পথিমধ্যে বাজীরাওকে একাকী ও নিরস্ত্র দেখিতে পান। তৎ-ক্ষণাৎ তাঁহার জিঘাংসা উদ্দীপিত হইয়া উঠে। তিনি সহসা বাজী রাওকে আক্রমণ ও তাঁহার বক্ষঃস্থলে স্বীয় ভীষণ ভল্ল স্থাপন করত বলিলেন, "এক্ষণে আমি তোমার প্রাণহরণ করিলে, কে তোমাকে রক্ষা করিতে পারে?" এই আকস্মিক বিপৎপাতে বাজীরাও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক বলিলেন, "আমার হস্তে তরবারি থাকিলে আমি একথার উপযুক্ত উত্তর দিতে পারিতাম। যাহা হউক, অভি-যানকালে আমি তোমার সাহস ও সমরকৌশল দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি আক্রোশ ত্যাগ করিয়া আমার সহিত মিত্রতা স্থাপন কর।" এই কথায় মহ্লার রাও শান্তভাব ধারণ করিলেন। তদবধি এই উভয় বীরের মধ্যে যে অকৃত্রিম প্রণয়ের সঞ্চার হইল, তাহা আজীবন ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

দিল্লী হইতে সনন্দ লইয়া বালাজী বিশ্বনাথ ১৭১৯ খৃঃ ৪ঠা জুলাই সাতারায় উপস্থিত হইলেন। মহারাজ শাহু তাঁহার বিজয়ী পেশওয়ের সম্মানার্থ মহাসমারোহ সহকারে স্বয়ং প্রত্যুদ্‌গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। এই সনন্দ লাভ করায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বরাজ্যের মধ্যে যে সকল মোগল থানা ছিল, তাহার সকলগুলি উঠিয়া গেল। "স্বরাজ্য" মধ্যে আর কোনও স্থানে মোসলমান অধিকার রহিল না। তদ্ভিন্ন শাহুর প্রতিপত্তি সর্ব্বত্র বিশেষরূপ বর্দ্ধিত হইল। মহারাজ শাহু এই সকল কার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ বালাজী বিশ্বনাথকে পুণা জেলার অন্তর্গত পাঁচটী মহালের সরদেশমুখী স্বত্ব ও কয়েকটী গ্রামের সমস্ত উপস্বত্ব-ভোগের অধিকার দান করিলেন। খান্দেশ ও বালেঘাট অঞ্চলের শাসন-ভার তাঁহার প্রতি পূর্ব্বাবধি অর্পিত ছিল।

রাজসম্মান।

বালাজী বিশ্বনাথ রাজ্যের বহিঃশত্রুগণের পরাক্রম খর্ব্ব করিয়া এক্ষণে কিয়ৎ পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থার সংস্কার সাধনে মনোযোগী হইবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন। এতদিন পর্য্যন্ত রাজ্যের আয় ব্যয়েরও সম্বন্ধে সর্দ্দারগণের প্রাপ্য অংশের কোনও নির্দ্ধারিত নিয়ম না থাকায় প্রায়ই অংশীদারগণের

মধ্যে কলহ ঘটিত। বালাজী বিশ্বনাথ তাহা নিবারণের জন্য জমাবন্দীর সূক্ষ্ম হিসাবপত্র দেখিয়া আয় ব্যয়ের সম্বন্ধে কতিপয় বিশেষ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিলেন। এই অভিনব নির্দ্ধারণের ফলে রাজকার্য্যের অনেক গোলযোগ নিবৃত্ত হইল এবং রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের দিকে সকলের স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মিল। তদ্ভিন্ন মোসলমানদিগের হস্ত হইতে নিত্য নূতন প্রদেশ গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষাও মহারাষ্ট্রীয়দিগের হৃদয়ে বলবতী হইল। সর্দ্দারদিগের মধ্যে একজনের ক্ষতিবৃদ্ধির সহিত অপর সর্দ্দারের স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ করিয়া মারাঠাগণের মধ্যে একতা-সংস্থাপনের পথ প্রসারিত করেন। এই জন্য অল্প দিনের মধ্যেই মহারাষ্ট্রীয়-দিগের সাম্রাজ্য সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাঁহার চেষ্টায় মোসলমান বিপ্লবে জর্জ্জরিত কৃষক-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত ও দেশের চৌরভয় সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। *

---

* Of course there were seeds of dissolution and decey in the arrangment of Balaji, but they were fairly held in check for nearly a century We have the testimoney of Mr. M. Elphinstone and his coadjutor that though the system was theoretically full of defects, it practically ensured peace and prosperity and succeeded in making the Maratha power respected and feared by all its neighbours. Rise of Maratha Power. pp. 217.

পুণা লাভ।

ইতঃপূর্ব্বে দামাজীর হস্ত হইতে সচিবকে রক্ষা করায় তাঁহার জননী কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ বালাজী বিশ্বনাথকে স্বীয় অধিকারস্থিত পুরন্দর দুর্গ ও পুণাপ্রদেশ দান করিয়াছিলেন। বালাজী শাহু মহারাজের অনুমতি ও সনন্দপত্র লইয়া তাহা গ্রহণ করেন। এই সময়ে পুণাপ্রদেশ মোগল পক্ষীয় সর্দ্দার বাজী কদম নামক এক ব্যক্তির অধিকারভুক্ত ছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা কেবল তাহার "চৌথ" পাইতেন। পুণার "চৌথ" সচিব মহোদয়ের প্রাপ্য ছিল। সচিব তাহারই স্বত্ব বালাজীকে দান করিয়াছিলেন। বালাজী মোগল সর্দ্দারকে বশীভুত করিয়া পুণায় স্বীয় সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিলেন (১৭১৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর)। এত দিন সাসবড় গ্রামে বালাজীর পরিবারবর্গ বাস করিতেন। এক্ষণে পুরন্দর দুর্গের আশ্রয়ে পুণায় তিনি স্বীয় বাসস্থান নির্দ্দেশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তদ্বিষয়ে মহারাজের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শাহু তাঁহার কার্য্যকলাপে প্রীত হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি পুণা প্রদেশ বালাজীকে ইনাম (পুরস্কার) স্বরূপ দান করিতে বিলম্ব করিলেন না। স্বল্প দিবসের মধ্যেই বালাজীর চেষ্টায় পুণার চৌরভয় নিবারিত হইয়া কৃষককুলের অবস্থার উৎকর্ষ ঘটিল।

বালাজীর মৃত্যু।

মহারাষ্ট্র-রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার প্রণয়নে ও স্বজাতির শ্রীবৃদ্ধিসাধনে কিছুদিন অনবরত পরিশ্রম করিয়া বালাজী বিশ্বনাথের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। এই অবস্থাতেও তাঁহাকে দুই একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহার পর তিনি জলবায়ুর পরিবর্ত্তন ও কিছুদিন বিশ্রামলাভের বাসনায় মহারাজ শাহুর অনুমতি লইয়া "সাসবড়" গ্রামে গিয়া বাস করেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার স্বাস্থ্য আর পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিতে পারিল না। ঐ স্থানে অবস্থানকালেই ১৭২০ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল (গ্রাণ্ট ডফের মতে অক্টোবর মাসে) তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন। বালাজীর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে শাহু অতীব দুঃখিত হইয়াছিলেন।

চরিত্র-সমালোচনা।

বালাজী বিশ্বনাথ সমরকুশল বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিতে না পারিলেও সাহসী যোদ্ধা ও রাজনীতি-বিশারদ বলিয়া বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন। তিনি অতিশয় সরল-প্রকৃতি ও অসাধারণপ্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। মহারাজ শাহু বাল্যকালে মোগল-রাজ-পরিবারে থাকিয়া প্রতিপালিত হওয়ায় বহু পরিমাণে বিলাসিতার দাস হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বালাজী বিশ্বনাথের ন্যায় কার্য্যদক্ষ পেশওয়ের সহায়তা না পাইলে তিনি কখনও মহারাষ্ট্রদেশে এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন কি না, সন্দেহ। বালাজীর প্রতিভা মহারাষ্ট্র-সমাজকে যে নূতন শক্তি দান করিয়াছিল, তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া পরলোকগত বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে মহোদয় মহারাষ্ট্র ইতিহাসে তাঁহাকে মহাত্মা শিবাজীর পরবর্ত্তী স্থান দান করিয়াছেন।

বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুকালে তাঁহার স্ত্রী রাধাবাঈ, পুত্র বাজীরাও ও চিমণাজী আপ্পা তাঁহার নিকটেই ছিলেন। ইহার পর ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে রাধাবাঈর মৃত্যু হয়। পুত্রদ্বয় ভিন্ন বালাজীর দুইটী কন্যাও ছিল।

—o✻✻o—

তৃতীয় অধ্যায়।

পেশওয়ে পদলাভ—দেশের অবস্থা—নিজাম-উল্‌মুল্‌ক—পুণা—সন্ততি।

যোগ্যতা।

পিতার মৃত্যুকালে বাজীরাওয়ের বয়স প্রায় একবিংশ বৎসর ছিল। নবম বর্ষ বয়স হইতে পিতার সহিত প্রায় সকল অভিযানেই উপস্থিত থাকিয়া তিনি সমর-বিদ্যায় যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, সর্ব্বদা রাজকার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি সেইরূপ রাজনীতিবিশারদ ও কার্য্য-কুশল হইতে পারিয়াছিলেন। এই কারণে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর মহারাজ শাহু বাজীরাওকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য বলিয়া মনে করিলেন। প্রতিনিধি শ্রীপতি রাও * এবিষয়ে শাহুকে অন্য প্রকার পরামর্শ

---

* ইনি প্রতিনিধি পরশুরাম ত্র্যম্বকের পুত্র। ছত্রপতি শিবাজীর সময়ে পেশওয়ের পদই মন্ত্রিসমাজের সর্ব্বোচ্চ পদ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তৎপুত্র রাজারামের শাসনকালে রাজকার্য্য নির্ব্বাহের সৌকর্য্যার্থ প্রতিনিধির পদ সৃষ্ট হয়। ঐ পদের বেতন বার্ষিক ১৫ হাজার হোণ বা কিঞ্চিদধিক ৫৬ হাজার টাকা ছিল।

দিয়াছিলেন। কিন্তু বালাজী বিশ্বনাথের মহৎ কার্য্যাবলীর বিষয় স্মরণ করিয়া এবং যুবক বাজী রাওকে মেধাবী ও রাজকার্য্যে উৎসাহসম্পন্ন দেখিয়া মহারাজ প্রতিনিধির কথায় সংকল্পচ্যুত হইলেন না।

পেশওয়ে পদ লাভ।

বালাজীর মৃত্যুর পূর্ব্বে, তদীয় নির্দ্দেশক্রমেই, বাজীরাও সৈয়দগণের প্রতিনিধি আলম আলীর সহায়তা করিবার জন্য একদল সৈন্যসহ খানদেশে গমন করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুকালে তাঁহাকে সাসবড়ে উপস্থিত হইতে হয়। তথায় বালাজীর শ্রাদ্ধ কর্ম্মাদি শেষ হইতে না হইতে মহারাজ শাহু বাজীরাওকে পিতৃপদের ভার গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করেন। মহারাজের পত্র পাইয়া বাজীরাও, অম্বাজী পন্ত পুরন্দরে, রামচন্দ্র পন্ত ভানু ও চিমণাজী আপ্পা প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া রাজধানী সাতারায় উপস্থিত হন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল বাজীরাওকে পেশওয়ে পদে বরিত করিবার দিন স্থির হয়। এতদুপলক্ষে মহারাজের আদেশে রাজ্যের সমস্ত সর্দ্দার ও সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণ আহুত হন। যথাসময়ে সেনাপতি ও অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মহারাজ শাহু দরবার গৃহে সিংহাসনে সমাসীন হইলেন। তাঁহার আদেশানুসারে প্রতিনিধি শ্রীপতি রাও শুভ্রবেশধারী বাজী-

রাওকে যথাবিধানে পেশওয়ে পদে বরণ করিলেন। সে সময়ে সর্ব্বজন সমক্ষে তাঁহাকে রাজসম্মানের ও নূতনপদ-লাভের চিহ্ন-স্বরূপ সনন্দ সহ, (১) চাদর, (২) স্বুবর্ণ-স্থত্র-খচিত পাগড়ি, (৩) জামেওয়ার নামক পরিচ্ছদ, (৪ কটিবন্ধনী, (৫) স্বুবর্ণাঙ্কিত উত্তরীয় বস্ত্র, (৬) কিংখাব, (৭) রাজমুদ্রা ও ছুরিকা, (৮) অসি-চর্ম্ম, (৯) জরী পট্কা নামক জাতীয় পতাকা, (১০) চৌঘড়া নামক রাজসম্ভ্রম-সূচক বাদ্যভাণ্ড, (১১) তিনটী হস্তী, (১২) একটী অশ্ব, (১৩) শিরপেঁচ, (১৪) মুক্তার মালা, (১৫) [illegible]া, (১৬) মুক্তাযুক্ত কর্ণভূষণ, (১৭) মুক্তাগুচ্ছময় শিরোভূষণ ও (১৮) সোনার কলমদান প্রদত্ত হইল।

পেশওয়ে শব্দবিচার।

এই স্থলে "পেশওয়ে" শব্দের ইতিহাস ও উক্ত পদের কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলে তাহা নিতান্ত অপ্রীতিকর বা নিরর্থক হইবে না। পেশওয়ে শব্দ পারসীক "পেশওয়া" শব্দেরই রূপান্তরজাত। ছত্রপতি শিবাজীর আদেশে রচিত "রাজ-ব্যবহার-কোষ" নামক সংস্কৃত-পারসীক অভিধানে লিখিত আছে,—"প্রধানঃ পেশবা তথা।"

প্রধান কাহাকে বলে ও তাঁহার কার্য্য কি কি, তৎ-সম্বন্ধে শুক্রনীতিগ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়—

"পুরোধাশ্চ প্রতিনিধিঃ প্রধানঃ সচিবস্তথা।
মন্ত্রী চ প্রাড্‌বিবাকশ্চ পণ্ডিতশ্চ সুমন্ত্রকঃ।
অমাত্য দূত ইত্যেতা রাজ্ঞঃ প্রকৃতয়ো দশ॥"

রাজার এই দশ প্রকৃতির মধ্যে—

"সর্ব্বদর্শী প্রধানস্তু সেনাবিৎ সচিবস্তথা॥" ৮৪॥
"সত্যং বা যদি বাসত্যং কার্য্যজাতঞ্চ যৎ কিল।
সর্ব্বেষাং রাজকৃত্যেষু প্রধানস্তদবিচিন্তয়েৎ॥" ৮৯॥

ফলতঃ সমস্ত রাজপুরুষদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর ও সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যের যিনি পরিদর্শক, সেই সর্ব্বদর্শী রাজপুরুষ পুরাকালে 'প্রধান' নামে পরিচিত ছিলেন।

মোসলমান নৃপতিগণের, বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্য সুলতান-দিগের, প্রধান মন্ত্রিগণ পেশৰা নামেই অভিহিত হইতেন। মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজীর প্রধান মন্ত্রীও প্রথমে পেশৰা উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। মহারাজ শিবাজী স্বীয় রাজ্যাভিষেক-কালে সে উপাধির পরিবর্ত্তে প্রাচীন হিন্দু নীতিশাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া "পণ্ডিত প্রধান" উপাধির প্রবর্ত্তন করেন। তদবধি সমস্ত মহারাষ্ট্ররাজ-মন্ত্রী "পণ্ডিত প্রধান" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন*। তথাপি পারসীক পেশওয়া শব্দের প্রচার হ্রাস পায় নাই। বরং শিবাজীর পৌত্র মহারাজ শাহুর রাজত্বকালে দেশে পারসীক

* এতদন্তর্গত "পণ্ডিত" শব্দ ব্রাহ্মণত্বের সূচকরূপে ব্যবহৃত হইত।

শব্দের সমধিক প্রচারের সহিত "পেশওয়ে" শব্দ আবার রাজ-দরবারে পূর্ব্বস্থান অধিকার করিল। কিন্তু তখনও ইতিহাসে উক্ত শব্দের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মহাবীর বাজীরাও ও তৎপুত্র বালাজী বাজীরাওয়ের অসাধারণ বিক্রমে ভারতের শাসনচক্র সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হওয়ায় "পেশওয়ে" নাম ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করে।

পেশওয়ের কর্ত্তব্যাদি।

পেশওয়ে পদের কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে মহাত্মা শিবাজীর সময়ে যাহা নির্দ্ধারিত হয়, তাহা এই,—(১) রাজকার্য্যবিষয়ক মন্ত্রণা, (২) সকল কর্ম্মচারীর মতৈক্যসাধন করিয়া রাজকার্য্যনির্ব্বাহ ও সকলের প্রতি সমদর্শিতা (৩) অনলসভাবে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে রাজ্যের হিতসাধনে মনোযোগ, (৪) সৈন্যবলের সাহায্যে নব দেশ-বিজয়; (৫) শত্রুপক্ষের ও পররাষ্ট্র-সংক্রান্ত সমস্ত সংবাদসংগ্রহ, (৬) রাজকার্য্যবিষয়ক পত্রাদি রাজমুদ্রাঙ্কিত ও স্বনামাঙ্কিত করা। প্রধানের পদের বেতন বার্ষিক ১৩ সহস্র হোণবা প্রায় ৪৯ হাজার টাকা ছিল।

বাজী রাওয়ের মুদ্রা।

বাজী রাও পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার উপর এই সকল কার্য্যেরই ভার অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি দিগ্বিজয় ও সন্ধি-বিগ্রহাদি-ব্যাপারে অধিকাংশ সময় যাপন করিতেন বলিয়া তদীয়

ভ্রাতা চিমণাজী মহারাজের নিকট থাকিয়া সকল রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এই কারণে মহারাজ শাহু তাঁহাকে "নায়েব পেশওয়ে"র পদ ও উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজ শাহুর রাজত্বকালে "পেশওয়ে" নাম সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও সরকারি কাগজপত্রে "মুখ্যপ্রধান" ও "পণ্ডিত প্রধান" প্রভৃতি সংস্কৃত উপাধিরই ব্যবহার হইত। তদনুসারে বাজী রাওকে রাজসরকার হইতে "সমস্ত-রাজকার্য্য ধুরন্ধর শ্রীমন্ত রাজমান্য রাজশ্রী বাজীরাও বল্লাল পণ্ডিত প্রধান" এইরূপ পাঠযুক্ত পত্রাদি লিখিত হইত। বাজীরাওয়ের রাজমুদ্রায় নিম্নলিখিত শ্লোকটি উৎকীর্ণ ছিল।—

"শাহু নরপতি হর্ষনিধান।
বাজীরাও বল্লাল মুখ্য প্রধান॥"

দেশের অবস্থা।

বাজী রাও যখন পেশওয়ের পদলাভ করেন, তখন ভারতবর্ষের রাজনীতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক। তাহা হইলে পাঠক বাজী রাওয়ের কার্য্যপ্রণালীর মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

স্বদেশ।

এই সময়ে মারাঠা-সর্দ্দারগণের আত্মবিগ্রহ বহুল পরিমাণে শান্ত হইয়াছিল। তবে রাজবংশের কলহে কতিপয় সর্দ্দার শাহুর

পক্ষ ও অপরে কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তথাপি বালাজী বিশ্বনাথের চেষ্টায় মহারাজ শাহুর পক্ষই প্রবলতালাভ করিয়াছিল এবং দেশের দস্যুদল সম্পূর্ণ দমিত হইয়াছিল। দিল্লীর রাজ-পরিবর্ত্তন-ব্যাপারে মহারাষ্ট্রীয়গণ সহায়তা করায় তাঁহা-দিগের প্রতিপত্তি উত্তরভারতে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পর্ত্তুগীজ শক্তি।

ভারতবর্ষ মণিকাঞ্চনের জন্মভূমি, এই সংবাদ অবগত হইয়া পাশ্চাত্য-বণিকগণ ইহার পূর্ব্বেই এদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। প্রথমে পর্ত্তুগীজ-বণিকেরাই মহারাষ্ট্রে আগমন করেন। কিন্তু দেশের অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা স্বল্পদিনের মধ্যে বাণিজ্য-বৃত্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রাজকীয় ব্যাপারে প্রবেশলাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে এদেশীয় রাজন্যবর্গের ছিদ্রান্বেষণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত শক্তিপরীক্ষার বাসনাও তাঁহাদিগের হৃদয়ে বলবতী হইল। পশ্চিমসমুদ্রের তীরবর্ত্তী বহুসংখ্যক বন্দর তাঁহারা অধিকার করিয়াছিলেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে বাজী রাও রাজ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে, পর্ত্তুগীজগণ মহারাষ্ট্রীয়দিগের বলিষ্ঠ শত্রুর শ্রেণীতে পরিগণিত হইতে পারেন।

ফরাসী ও ইংরাজ।

পর্ত্তুগীজদিগের সমৃদ্ধি দেখিয়া ফরাসী, ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিকেরাও এ দেশের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠনের জন্য পশ্চিমভারতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। গোয়া, দমন, দীউ, বোম্বাই, খম্বায়ৎ, সাষ্টী (Satsette) সুরাট, চৌল, বসই, (Bassin) রাজাপুর, বেঙ্গুর্লে. প্রভৃতি স্থানে এই সকল বৈদেশিক বণিকের পণ্য-শালা স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু তখনও ফরাসী অথবা ইংরাজেরা এ দেশের রাজ্য-শাসন-ব্যাপারের সংস্রবে আসিতে পারেন নাই।

দিল্লীর অরাজকতা।

উত্তর ভারতবর্ষে মোগল বাদশাহের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতেছিল। সৈয়দগণের চেষ্টায় মহম্মদ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি নিজে অতীব বিলাসপ্রিয় ও ব্যসনাসক্ত ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গেরও অকর্ম্মণ্যতা সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। সুতরাং রাজদরবার যথেচ্ছা-চার ও বিলাসব্যসনের লীলাভূমি হইবে, বিচিত্র কি? ফলতঃ প্রজার উপর ঘোর অত্যাচার হইতে লাগিল। অথচ ব্যবস্থা-দোষে বাদশাহের দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহের উপ-যুক্ত রাজস্বও আদায় হইত না। সুতরাং বাদশাহ ঋণ করিতে লাগিলেন। ঋণশোধের জন্য প্রজার উপর নিত্য

নূতন কর বসিতে লাগিল। দুর্ব্বল প্রজার আর্ত্তনাদ শ্রবণ করে, উত্তর ভারতে এরূপ কেহ রহিল না।

নিজাম-উল্-মুল্ক।

এই সময়ে অওরঙ্গজেবের আমলের একজন সুদক্ষ রাজনীতিবিশারদ সর্দ্দার স্বীয় বাহুবলে ও বুদ্ধিকৌশলে ভারতে মোসলমানদিগের প্রণষ্টপ্রায় গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবর্দ্ধমান মহারাষ্ট্রশক্তির গতিরোধের জন্য তিনি যে চেষ্টা করেন, তাহা বহু পরিমাণে সফল হয়। তাঁহার আবির্ভাব না হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র হিন্দুশাসন প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইতেন। এই প্রসিদ্ধ সর্দ্দারের নাম মীর কমরুদ্দীন। খৃষ্টীয় ১৬৪০ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। সম্রাট্ অওরঙ্গজেবের সময়ে তিনি "চিন কিলিচ খাঁ" ও ফরুখ্-শিয়ারের আমলে "নিজাম-উল্-মুল্ক" অর্থাৎ রাজ্যের সুব্যবস্থাকারী" উপাধি লাভ করেন। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে সৈয়দেরা তাঁহাকে মালবের সুভেদাররূপে দক্ষিণাপথে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাদশাহকে করতলগত করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী ছিল। কিন্তু দিল্লীর দরবারে সৈয়দগণের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে নিজাম-উল্ মুল্ক দক্ষিণ ভারতে ক্ষমতা-বিস্তার-পূর্ব্বক আপনার বলবৃদ্ধির সঙ্কল্প করিলেন।

সৈয়দদিগের সর্ব্বনাশ।

নিজাম প্রথমতঃ 'আসিফজা' উপাধি গ্রহণ করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা এবং মালব হইতে নর্ম্মদা-তীর পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ আক্রমণ করেন। তিনি আশীরগড় দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হওয়ায় অধিকাংশ মোগলসর্দ্দার তাঁহার পক্ষভুক্ত হন। সৈয়দেরা এই সংবাদ পাইয়া দিলাৰর খাঁ নামক জনৈক সেনানীকে নিজাম-উল্-মুল্কের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন। অওরঙ্গাবাদ হইতে হুসেন আলীর ভ্রাতুষ্পুত্র আলম্-আলীও তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। আলম্-আলীর সাহায্যার্থ খণ্ডে রাও দাভাড়ে, দমাজী গায়ক-ওয়াড় ও বাজীরাও প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় সেনানীগণ গমন করিয়াছিলেন। বাজীরাও এই যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন কি না, তাহা জানা যায় না। এই যুদ্ধে নিজামের হস্তে আলম আলী ও দিলাৰর খাঁকে পরাস্ত হইতে হয়। তাঁহাদিগের পরাভববার্ত্তা-শ্রবণে হুসেন-আলী দিল্লী হইতে বাদশাহকে লইয়া নিজামের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে, বোধ হয় বাদশাহের ইঙ্গিতক্রমেই, তাঁহাকে গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাইতে হয় (খৃঃ ১৭২০ অক্টোবর)। অতঃপর তাঁহার ভ্রাতা আবদুলও বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

এইরূপে বিনা আয়াসে নিজাম উল্‌মুল্‌কের উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইল। বাদশাহ মহম্মদ শাহ তাঁহাকে স্বীয় প্রধান মন্ত্রীর পদে বরিত করিয়া রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। কিন্তু বাজী রাওয়ের প্ররোচনায় বিজাপুর অঞ্চলে একটা বিদ্রোহের সূচনা হওয়ায় ১৭২২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নিজাম দিল্লী গমনের অবকাশ পান নাই। সে যাহা হউক, এইরূপে বাজী রাওয়ের পেশওয়ে পদ লাভ কালে মোসলমানদিগের মধ্যে নিজাম উল্-মুল্‌কই তাঁহার একমাত্র প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দক্ষিণ ভারতে বিরাজ করিতেছিলেন।

নিজাম ও বাজীরাও।

পেশওয়ে-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাজী রাও পুণার উন্নতি-বিধানে মনোযোগী হইলেন। বাপুজী শ্রীপতি নামক এক ব্যক্তি পুরন্দর দুর্গের অধিপতি ছিলেন। বাজীরাও তাঁহাকে পুণার সুভেদারপদে নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর তিনি রম্ভাজী যাদব নামক এক জন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে বাপুজীর অধীনতায় থাকিয়া পুণাগ্রামকে সহরে পরিণত করিবার ভারার্পণ করেন। রম্ভাজী যাদবের চেষ্টায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই পুণা বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী ও কারিকরের বসতি স্থান হওয়ায় উহা ক্রমে সহরে পরিণত হইল।

পুণার উন্নতি।

শনিবার বাড়া।

১৭২৯ খৃঃ বাজী রাওয়ের আদেশে তদীয় বাসের জন্য পুণায় একটি সৌধনির্ম্মাণ-কার্য্য আরব্ধ হয়। উহার কিয়দংশ নির্ম্মিত হইলে তিনি ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে তথায় সপরিবারে বাস করিতে গমন করেন। তৎপূর্ব্বে সাসবড় গ্রামে তাঁহাদিগের বাসস্থান ছিল। এই সৌধনিম্মাণের কার্য্য ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে পরিসমাপ্ত হয়। প্রায় পাঁচ বিঘা পরিমিত স্থানের উপর উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তদানীন্তন রীতিক্রমে উহার চতুর্দ্দিক্ সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হয়। তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ নয়টি বুরুজ ও পাঁচটি বড় বড় দ্বার ছিল। তন্মধ্যে প্রধান দ্বার দিল্লী দরজা নামে খ্যাত। কথিত আছে, উত্তর মুখে এই দ্বার নির্ম্মিত হইতেছে শুনিয়া মহারাজ শাহু অসন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক বলেন যে, "দিল্লীশ্বর আমার প্রভু; অতএব দিল্লীর দিকে প্রধান দ্বার থাকিলে, ও যুদ্ধবেশে সেই দ্বারপথে নিষ্ক্রান্ত হইলে দিল্লীর অবজ্ঞা করা হইবে।' বাল্যে অওরঙ্গজেবের দরবারে লালিত পালিত হওয়ায় শাহুর হৃদয়ে দিল্লীশ্বরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। এই কারণে বাজীরাওয়ের ইচ্ছা-সত্ত্বেও শাহুর জীবনকালে ঐ উত্তর দিকের দ্বার-নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হয় নাই। মহারাজের মৃত্যুর পর বাজী রাওয়ের পুত্র বালাজী বাজী রাও উহার শেষ করেন। বাজী রাওয়ের

সময়ে এই সৌধ চিত্রাদি বিবিধ উপকরণে সুসজ্জিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে পেশওয়েদিগের বৈভববৃদ্ধির সহিত এই অট্টালিকা রাজপ্রাসাদের শোভা ধারণ করে। সহরের যে অংশে এই অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়, তাহা "শনিবার পেঠ' নামে পরিচিত। তদনুসারে এই বাটী "শনিবার-বাড়া" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বর্ত্তমান রাজপুরুষেরা উহার অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তথায় এক্ষণে ফৌজদারী আদালত স্থাপন করিয়াছেন।

পুণার সমৃদ্ধি।

বাজী রাওয়ের মৃত্যুর পূর্ব্বে পুণা সহর কত দূর সমৃদ্ধ হইয়াছিল, তাহা "গর্ডন" নামক তদানীন্তন জনৈক শ্বেতাঙ্গ ভ্রমণকারীর বর্ণনা পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গত হইবে। শ্বেতাঙ্গদিগের মধ্যে গর্ডন সাহেবই প্রথমে পুণায় পদার্পণ করেন। সুতরাং তাঁহার অদ্ভুত বর্ণ ও বেশবিন্যাস দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র নাগরিক সমবেত হইয়াছিল। তিনি ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পুণার অবস্থা দেখিয়া নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন,—"পুণার ন্যায় সুন্দর নগরী ভারতবর্ষে অতি অল্পই আছে; আমার চক্ষে এই সহর অতীব সমৃদ্ধিশালী বলিয়া বোধ হইল। বাজারে শাকশব্জীর স্তূপ দেখিলে বিস্ময় জন্মে। লোহার ও কামান প্রস্তুত করিবার কারখানা সহরের অনেক

স্থানেই আমার দৃষ্টিগোচর হয়। তন্তুবায়, মালাকার ও শিল্পী-দিগের হস্ত-কৌশল দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। পুণার বাজারে পৃথিবীর যাবতীয় মালের আমদানি দেখিলাম। নগরবাসীদিগকে সুখ-সম্পদের ক্রোড়ে লালিত বলিয়া মনে হয়। এখানে ধনবানের সংখ্যাই অধিক। নাগরিকগণের সুন্দর বপু প্রচুর সুবর্ণরত্নাদিতে অলঙ্কৃত। এখানকার বাণিজ্য ব্যাপার-অতি বিস্তৃত। পুণা হইতে প্রত্যহ সহস্র সহস্র বিবিধপণ্যবাহী শকট দেশের সর্ব্বত্র গমন করিয়া থাকে। দিন দিন পেশওয়ের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সহিত পুণার বাণিজ্য-বৈভবেরও বৃদ্ধি হইতেছে।"

পুত্র-লাভ।

পেশওয়ে পদে অধিষ্ঠিত হইবার স্বল্পদিন পরে, ১৭২১ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বাজী রাও প্রথম পুত্র লাভ করেন। তাঁহার নবজাত কুমারকে বাল্যকালে সকলে 'নানা সাহেব' বলিত। মহারাষ্ট্রীয় রীতিক্রমে বাজীরাও স্বীয় পিতার নামে তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন। এই বালক ভবিষ্যতে বালাজী বাজী রাও নামে প্রসিদ্ধ হয়। বাজীরাও যে মহৎ উদ্দেশ্যসাধনে জীবন-পাত করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র বালাজী বাজী রাওয়ের চেষ্টায় তাহা বহুল পরিমাণে সুসিদ্ধ হয়। তাঁহার শাসন-সময়ে ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশে হিন্দু সাম্রাজ্য বিস্তৃত

হইয়াছিল। আবার তাঁহারই শাসনকালে মহারাষ্ট্রশক্তি পানিপথে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কিছু দিনের জন্য বিনম্র হইয়া পড়ে।

রঘুনাথ রাও।

সুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথরাও বা রাঘোবা বাজী রাওয়ের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি বিক্রমে বহুলাংশে পিতার সমকক্ষ হইয়াছিলেন। বাজীরাও যে "আটক" নগরে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহা রঘুনাথ রাও নিজ শৌর্য্যবলে সত্য ঘটনায় পরিণত করেন। কিন্তু রাজ-নীতিক দূর দৃষ্টির অভাবে ও স্ত্রীর বশীভূত হওয়ায় রঘুনাথের শেষ জীবন কলুষময় ও বিড়ম্বনার আধার হইয়া উঠে। সেই সঙ্গে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যেরও বহুল ক্ষতি সাধিত হয়। সে যাহা হউক, এতদ্ভিন্ন বাজীরাও আরও দুইটি অপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম রামচন্দ্র ও জনার্দ্দন পন্ত। তাঁহারা উভয়েই অল্পবয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বাজীরাও স্বীয় পুত্রগণকে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। বালাজী ও রঘুনাথরাওকে যুদ্ধবিদ্যার সহিত রঘুবংশ প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যও আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল।

———:০:———

চতুর্থ অধ্যায়।

মালবে অভিযান—দরবারে বক্তৃতা—চরিত্র ও চিত্র—নূতন সৈন্য—কর্ণাট যাত্রা।

মালবে বাজী রাও।

নিজাম উল্‌-মুল্কের বিদ্রোহের জন্য ১৭২০ খৃঃ খানদেশ হইতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাপ্য চৌথ ও সরদেশমুখী সংক্রান্ত রাজস্ব আদায়ে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। বাজীরাও পেশওয়ে হইয়াই শুনিলেন যে, খানদেশের মোগলেরা মহারাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীদিগের আদায় কার্য্যে বাধা দিতেছেন। এই কারণে তিনি রামচন্দ্র গণেশ নামক জনৈক মহারাষ্ট্রীয় সেনানীকে খানদেশে চৌথ ও সরদেশমুখীসংক্রান্ত প্রাপ্য আদায়ের জন্য প্রেরণ করিলেন। মোগলেরা রামচন্দ্র গণেশকে প্রাণপণে বাধা দিতে ক্রটী করিলেন না। তথাপি সর্দ্দার রামচন্দ্র বাহুবলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সমস্ত প্রাপ্য আদায় করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পরবর্ত্তী বৎসরেও আদায়ে গোলযোগ ঘটায় বাজী

রাও উদয়জী পওয়ারকে (প্রমারকে) সসৈন্যে গুজরাথে ও খানদেশে প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। সেই সময়ে তিনি তাঁহাকে মালব দেশ আক্রমণ করিতেও আদেশ করেন। খৃঃ ১৬৯৮ অব্দ হইতেই মহারাষ্ট্রীয়েরা মালব দেশে চৌথ পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৭১৯ খৃঃ বালাজী বিশ্বনাথকে দিল্লী দরবার হইতে মালবে চৌথ প্রবর্ত্তনাধিকার-দানের আশ্বাস প্রদত্ত হয়। বাজী রাও বাহুবলে এই স্বত্ব লাভের চেষ্টা করেন। খানদেশে গমন কালে উদয়জী, বাজী রাওয়ের নিকট হইতে মালবের প্রত্যেক পরগণার রাজপুরুষের নামে, নির্ব্বিবাদে চৌথদান সম্বন্ধে মহারাজ শাহুর নামযুক্ত আদেশপত্র পাইয়াছিলেন। তিনি ১৭২২ ও ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে মালব হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী সংক্রান্ত সমস্ত প্রাপ্য আদায় করিয়া লইয়া আসেন। ১৭২৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে উদয়জী পবারের সহিত স্বয়ং বাজীরাও ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিমণাজী আপ্পা মালবে উপস্থিত হন। রাজা গিরিধর নামক কোনও নাগর ব্রাহ্মণ তথাকার সুভেদার ছিলেন। তিনি মোগল পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক সমরলিপ্সু হইয়া তাঁহাদিগের গতিরোধে যত্ন প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করিতে হয়।

বাজী রাওয়ের নীতি।

সে কালে মহারাষ্ট্রদেশের পক্ষে মালব প্রদেশ উত্তর ভারতে প্রবেশের দ্বার-স্বরূপ ছিল। এই কারণে বাজীরাও উহা সম্পূর্ণরূপে স্ব-করতলগত করিয়া ক্রমে ক্রমে মোগল শাসিত উত্তর ভারতে মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্য-বিস্তারের সংকল্প করিয়াছিলেন। তিনি শৌর্য্যসাহস ও উৎসাহের অবতার ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই কারণে তিনি রাজপ্রতিনিধি শ্রীপতিরাওয়ের বিশেষ ঈর্ষ্যার ভাজন হইয়াছিলেন। বাজী রাও যাহাতে স্বীয় বিক্রম ও কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ করিয়া মহারাজ শাহুর অধিকতর প্রিয়পাত্র হইতে না পারেন, প্রতিনিধি মহাশয় সে বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন করিতেন। বাজী রাও মহারাজ শাহুর নিকট উত্তর-ভারতবর্ষে অভিযান করিবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই শ্রীপতিরাও নানাবিধ যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া তাহার অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হইতেন। বাজী রাওয়ের ন্যায় মহারাজ শাহুরও উত্তর ভারতে আধিপত্য-বিস্তারের বিশেষ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রতিনিধি শ্রীপতি রাও কয়েকবার এইরূপ প্রতিবাদ করায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে এ বিষয়ের শেষ সিদ্ধান্ত করিবার জন্য মহারাজ একদিন সভা আহ্বান করিলেন। দরবারে সকল সর্দ্দার ও সামন্তগণ উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ প্রতি-

নিধি মহাশয় বাজীরাওয়ের প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতিবাদে নানা কথার অবতারণা করেন। তিনি বলেন,—

"পেশওয়ে স্বপক্ষীয় বলাবলের বিচার না করিয়া কেবল আগ্রহাতিশয্য-বশতঃ উত্তর ভারতবর্ষ-বিজয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে একটী সামান্য বিদ্রোহ-দমনেরও আমাদিগের সামর্থ্য নাই। নিজামের মহাবল-পরাক্রম সৈন্যসমূহ আমাদিগের দ্বারদেশে আসিয়া যুদ্ধ-প্রার্থনা করিতেছে। তাহাদিগের রণকণ্ডুতি নিবৃত্ত করিতে আমরা অসমর্থ। অধিক কি, আমাদিগের প্রাপ্য চৌথ ও সরদেশমুখীর স্বত্বই আমরা সর্ব্বত্র নির্ব্বিরোধে আদায় করিতে পারিতেছি না। এ অবস্থায় বিদেশ-জয়ে প্রবৃত্ত না হইয়া অগ্রে স্বরাজ্যের দৃঢ়তা-সম্পাদনে যত্নশীল হওয়াই কর্ত্তব্য। কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীর সহিত আমাদিগের যে বিরোধ আছে, তাহার মীমাংসা ও কর্ণাটক অঞ্চলে মহাত্মা শিবাজী যে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার পুনরুদ্ধার না করিয়া উত্তর ভারতে অভিযান করা আমি কিছুতেই রাজ্যের পক্ষে হিতকর বলিয়া মনে করি না। পেশওয়ের ন্যায় আমারও শৌর্য্য-সাহস আছে। কিন্তু বিদেশে গিয়া শৌর্য্য-প্রকাশের ইহা উপযুক্ত সময় নহে।"

প্রতিনিধির বক্তৃতা।

বাজী রাও একজন সুবক্তা ছিলেন। তিনি প্রতিনিধির এইরূপ প্রতিবাদের উত্তরে ওজস্বিনী ভাষায় যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ,—"প্রতিনিধির উপদেশ অতীব বিস্ময়কর। দেশের বর্ত্তমান প্রকৃত অবস্থা তাঁহার আদৌ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। বাস্তব পক্ষে মোগল-সাম্রাজ্য-রূপ মহাতরু এক্ষণে জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার মূলে কুঠারাঘাত করিবার এতদপেক্ষা উপযুক্ত অবসর আর হইতে পারে না। কারণ, মোগল বাদশাহেরাও এখন মারাঠাগণের মুখাপেক্ষী হইয়াছেন। বীরশ্রেষ্ঠ মারাঠাগণেরই সাহায্যে এখন মোগলগণ আপনাদের অধিকার রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এ অবস্থায় মারাঠাগণ যথোচিত বিক্রম প্রকাশ করিলে সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে—মোগল বাদশাহীর পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষে হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপিত হইবে। নিজাম-উল্‌-মুল্‌কের ভয়ে মোগলরাজ্য-বিনাশের এ সুযোগ ত্যাগ করা আমি কখনই সুবুদ্ধির কার্য্য বলিয়া মনে করি না। এরূপ ভীত হইলে রাজ্যবৃদ্ধি হইবে কিরূপে? পরলোকগত মহারাজ শিবাজী, দৌলতবাদে অওরঙ্গজেবের ন্যায় প্রবল শত্রুর অবস্থিতি-কালেও, বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার সুলতানের বিরুদ্ধে অভি-

রাও বাজীর বক্তৃতা।

যান করিতে বিরত হন নাই এবং উক্ত সুলতানদিগকে সম্পূর্ণ দমিত করিবার পূর্ব্বে কর্ণাটক অধিকারের সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। মহারাজ সাম্ভাজীর মৃত্যুর পর মহারাজ রাজারামকেও বহুবার এরূপ সাহসিকতা প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। স্বয়ং মহারাজ (শাহু) তখন মোগল হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন, সমগ্র মহারাষ্ট্র দিল্লীশ্বরের হস্তগত হইয়াছিল। তথাপি, সুদূর জিঞ্জি দুর্গে অবস্থিতি করিয়াও মহারাজ রাজারাম মোগল শাসন উচ্ছেদের চেষ্টা করেন—স্বদেশে এইরূপ ঘোর বিপত্তি-সত্ত্বেও তাঁহার সর্দ্দারেরা অওরঙ্গাবাদ প্রভৃতি মোগল প্রদেশ আক্রমণ করেন। প্রতিনিধির ন্যায় ভীরুতা প্রকাশ করিলে তাঁহারা কোনও কার্য্যই সাধন করিতে পারিতেন না। ফলতঃ নিজাম উল্-মুল্‌ককে ভয় করিবার কোনও কারণ নাই। কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীর সহিত যখন ইচ্ছা সন্ধি স্থাপন করিয়া কর্ণাটকের সুব্যবস্থা করিতে বিলম্ব হইবে না। ঈশ্বরের কৃপায় যখন আমরা মোগলদিগের হস্ত হইতে মহারাজের মুক্তি ও প্রণষ্টপ্রায় স্ব-রাজ্যের উদ্ধার সাধন করিতে পারিয়াছি, বাদশাহের সহায়তা ও প্রতিষ্ঠা করিয়া যখন অলৌকিক যশোলাভ করিয়াছি, তখন মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের বীর্য্য-বলে আমরা হিমালয়ের শিখরদেশস্থিত "আটকে" ছত্রপতির বিজয়-

পতাকা রোপণ করিতে পারিব—হিন্দুদিগের জন্মভূমি হিন্দুস্থান হইতে বৈদেশিকদিগকে বিতাড়িত করিতে পারিব। উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যদি মহৎকার্য্য সাধন করিতেই না পারিলাম, তাহা হইলে রাজ্যের উচ্চ পদলাভ করিয়া ফল কি* ? মহারাজ আমাকে কেবল সনন্দ পত্রদান করুন, আমি নূতন সৈন্যদল গঠন করিয়া মোগল-সাম্রাজ্য অধিকার করিতেছি। নিজাম-উল্ মুল্কের দমন করিবার ভারও আমার উপর থাকিল। সমগ্র যবন-রাজ্যের উচ্ছেদপূর্ব্বক ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র হিন্দুসাম্রাজ্য-স্থাপন করিবার জন্য ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর বিশেষ ইচ্ছা ছিল। অকাল মৃত্যুর জন্য তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। মহা-রাজের (শাহুর) পুণ্যবলে আমি সে কার্য্য সাধন করিতেছি। বিশেষতঃ পিতৃদেবের সহিত উত্তর-ভারতে গিয়া আমি সেখানকার অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি। হিন্দুস্থানের দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত এ বিষয়ে পূর্ব্বেই আমাদিগের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে। এখন কেবল মহা-রাজের আদেশ পাইলেই আমি কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারি।

* বাজী রাওয়ের এই বাক্যে প্রতিনিধির অন্তরে বোধ হয় বিষম আঘাত লাগিয়াছিল।

কর্ণাটকের ও কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীর ব্যাপার যদি প্রতিনিধি মহাশয়ের নিকট বিশেষ গুরুতর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সম্প্রতি যে সৈন্য সজ্জিত আছে, তাহা লইয়া কতিপয় বড় বড় সর্দ্দারের সহিত তিনি সেদিকে গমন করুন। উত্তর-ভারত-বিজয়ের ভার মহারাজের আদেশ পাইলে আমি গ্রহণ করিতেছি।”

মহারাজের প্রশংসাবাদ।

বাজীরাওয়ের এই উৎসাহ ও উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মহারাজ শাহু অতীব প্রীত হইলেন এবং তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—“বালাজী পন্তের ঔরসে আপনার ন্যায় শৌর্য্যশালী ও কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিরই জন্মগ্রহণ সম্ভবপর। আপনার ন্যায় কর্ম্মচারী যাহার অধীনতায় থাকেন, তাঁহার পক্ষে হিমালয়ের অপর পারস্থিত ‘কিন্নরখণ্ডে’ বিজয়পতকা রোপণ কিছুমাত্র আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে—হিন্দুস্থান বিজয় ত অতি তুচ্ছ কথা! অতএব আপনি উত্তর-ভারতে গমন করুন; নিজাম-উল্-মুল্‌ক্ ও কর্ণাটক-বিজয়ের ভার আমাদিগের উপর রহিল।” এই বলিয়া মহারাজ শাহু সুবর্ণ ছত্র-দণ্ড-ভূষণ-পরিচ্ছদাদি দানে তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। সেদিনকার দরবারে বাজীরাওয়ের বক্তৃতার ফলে মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার-সমাজে তাঁহার প্রশংসার

সীমা রহিল না। সাতরার দরবারে প্রতিনিধি শ্রীপতি রাওয়ের যে গৌরব ও প্রভুত্ব ছিল, এই ঘটনায় তাহা বিলক্ষণ হ্রাস পাইল। মহারাজ শাহুও বাজী রাওয়ের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে উত্তর ভারত-বিজয়ের জন্য সনন্দপত্র প্রদান করিলেন। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে এই স্মরণীয় ঘটনা ঘটে।

বাজীরাওয়ের স্বভাব।

রাজসভায় বাজীরাও যেরূপ বীররসপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহার শৌর্য্য ও সাহসও তদনুরূপ ছিল। তিনি এরূপ সুস্থকায় ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন যে, যুদ্ধাভিযান-কালে সময়ে সময়ে ৮।১০ দিন পর্য্যন্ত অশ্ব-পৃষ্ঠে, কাঁচা ছোলা ও ভুট্টা হস্ত-সংঘর্ষে চূর্ণ করিয়া ভক্ষণ-পূর্ব্বক কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার বুদ্ধিও অতীব বিশাল ছিল। রাজকার্য্যে তাঁহার ন্যায় ধুরন্ধর ব্যক্তি সে সময়ে মহারাষ্ট্রে আর কেহ ছিলেন না। তিনি অমায়িক ও ঋজু-স্বভাব ছিলেন, এবং কোনও প্রকার আড়ম্বর ভাল ভাসিতেন না।

তাঁহার চিত্র।

উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও অভিযানাদির সময়ে তিনি সামান্য সৈনিকের ন্যায় একাকী অশ্বারোহণে ধাবিত হইতেন। এই কারণে কেহ তাঁহাকে সহজে সেনানী বলিয়া চিনিতে পারিত

না। নিজামের সহিত তাঁহার বহু বার সংগ্রাম ঘটিলেও ১৭২৮ খৃঃ পর্য্যন্ত নিজাম তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন নাই। একদা তিনি বাজীরাওয়ের চিত্রদর্শনেচ্ছু হইয়া একজন সুদক্ষ চিত্রকরকে তাঁহার চিত্রাঙ্কনের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। বাজীরাও মালববিজয়ে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময়ে চিত্রকর তাঁহার সমীপবর্ত্তী হয় এবং তাঁহার তদবস্থার চিত্র অঙ্কিত করে। বাজীরাও তখন একটী ৭।৮ বিঘত উচ্চ বীর্য্যবান্ অশ্বে আরূঢ় হইয়া, স্কন্ধদেশে ভীমাকৃতি ভল্লস্থাপন-পূর্ব্বক ভুট্টা ও কাঁচা ছোলার দানা হস্তে মর্দ্দন ও ভক্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার মস্তকে বস্ত্রাচ্ছাদিত শিরস্ত্রাণ, অঙ্গে লৌহময় কবচ, তদুপরি তুলা-ভরা কুর্ত্তা, কটিদেশে উলঙ্গ অসি ও তীক্ষ্ণধার ছুরিকা, পদে পাদবন্ধ, গলদেশে গ্রীবা-বন্ধ, সঙ্গে অশ্বের কবল-পাত্র ও তন্মধ্যে অশ্ববন্ধনের শঙ্কুনিচয়। কথিত আছে, বাজীরাওয়ের এইরূপ অপূর্ব্ব বীরমূর্ত্তি দেখিয়া নিজাম স্তম্ভিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"আল্লা পানাঃ ইয়ে ইন্সান্ হ্যায়, লেকিন্ মানিন্দ শয়তানকে হ্যায়; লাজিম্ হ্যায় কি ইস্‌সে সাথ হোষিয়ারি ঔর হিফাজৎসে রহনা চাহিয়ে!" অর্থাৎ এই ব্যক্তি মনুষ্য হইলেও শয়তানের সহচরবৎ অপ্রতিহত-শক্তিবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহার সহিত বিশেষ সাবধানতা-সহকারে

চলা আবশ্যক। বলা বাহুল্য, যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও নিজামকে বহুবার এই অসাধারণ বীরের হস্তে বিড়ম্বিত হইতে হয়।

সেনাদল গঠন।

মহারাজ শাহুর অনুমতি পাইয়া বাজীরাও দুই লক্ষ মুদ্রা ঋণ পূর্ব্বক নূতন সৈন্য-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। এতদিন সৈনিকদিগকে লুণ্ঠনের ভাগ দিবার অঙ্গীকার করিয়া অস্থায়ি-ভাবে নিযুক্ত করা হইত। কিন্তু বাজীরাও সে প্রথা বহুল পরিমাণে রহিত করিয়া পর্য্যাপ্ত বেতন দান-পূর্ব্বক স্থায়ী সৈন্য-পোষণের ব্যবস্থা করেন। উত্তর-ভারতে মহারাষ্ট্র-ক্ষমতা-বিস্তারের জন্য তিনি যে সৈন্যদল গঠন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অনেকে ভবিষ্যতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হন। মহ্লার রাও হোলকর, রাণোজী শিন্দে (সিন্দিয়া), গোবিন্দ রাও বুন্দেলা ও উদয়জী পবার প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য (১)। উদয়জী পবার ভিন্ন ইঁহারা সকলেই

(১) মহ্লার রাওয়ের পিতা পুণা জিলার অন্তর্গত নীরা নদীর তীরবর্ত্তী হোল নামক গ্রামের চৌগুলা বা গ্রাম-রক্ষকের অধীন কর্ম্মচারী ছিলেন। মেষ-পালন তাঁহার পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায় ছিল। মহ্লাররাও বাল্যকালে মেষচারণ করিতেন। যৌবনে তিনি মহারাষ্ট্রীয় সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন। বাজীরাও তাঁহার বুদ্ধিমত্তার ও শৌর্য্যের পরিচয়

পূর্ব্বে অতি সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন। কিন্তু পরে মহাবীর বাজী রাওয়ের সঙ্গ-লাভ করিয়া ইতিহাসে অমরত্ব পাইবার যোগ্য হন।

মালবে অভিযান।

উত্তর ভারতবর্ষ-বিজয়ের সনন্দ লাভ করিয়া বাজী রাও বল্লাল প্রথমতঃ মালব-প্রদেশে দুইবার অভিযান করেন। উভয় বারই সেখানকার রাজা গিরিধরের পরাজয়-সাধনপূর্ব্বক তিনি

পাইয়া তাঁহাকে স্বীয় সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। ইহার পর ক্রমশঃ তাঁহার উন্নতি হইয়া তিনি বিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বর হইলেন।

রাণোজী শিন্দে—গোয়ালিয়ারের সিন্ধিয়া বংশের আদিপুরুষ। তিনি প্রথমে মোগলদিগের অধীনতায় কার্য্য করিতেন। মোগলদিগের অবনতির সূত্রপাত ও স্বজাতির অভ্যুদয়-দর্শনে তিনি পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথের নিকট বারগীর বা অশ্বসাদীর কার্য্য গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহাকে প্রথমে সামান্য ভৃত্যভাবেই বহুদিন অতিবাহিত করিতে হয়। রাণোজীর কর্ত্তব্য-পরায়ণতা দেখিয়া বাজী রাও তাহার পদোন্নতি করেন। মহ্লার রাওয়ের সহিত ইঁহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল।

গোবিন্দরাও বুন্দেলা রত্নাগিরি-জেলার অন্তর্গত নেওরে গ্রামের কুল-করণী বা গ্রাম-লেখকের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইনি অন্নকষ্টে পীড়িত হইয়া বাজী রাওয়ের সেবকত্ব গ্রহণ করেন। কার্য্যতৎপরতাগুণে ইনি ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডের সুভেদার পদে নিযুক্ত হন। পানিপতের যুদ্ধে ইঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহাকে করদানে বাধ্য করেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর যে লুণ্ঠন-ক্রিয়া আরব্ধ হয়, তাহাতে বহু সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। মহ্লার রাও হোলকর, রাণোজী শিন্দে ও উদয়জী পৰার এই যুদ্ধে বিশেষ শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া বাজীরাও তাঁহাদিগকে মালবের চৌথ ও সরদেশমুখীর টাকা আদায় করিবার বংশপরম্পরানুগামী স্বত্ব দান এবং সৈন্য-পোষণের জন্য "মোকাসা" (১) নামক আয়ের প্রায় অর্দ্ধাংশ (তন্মধ্যে হোলকরকে শতকরা ২২॥০, শিন্দেকে ২২॥০ ও পৰারকে ১০৲ হিসাবে) গ্রহণ করিবার আদেশ করিলেন। (১৭২৫ খৃঃ) ঐতিহাসিক মালকম সাহেব বলেন,—বাজী রাওয়ের আমলে মহারাষ্ট্রীয় সেনানীদিগের সদ্ব্যবহার-গুণে মোগল শাসনে উৎপীড়িত মালববাসী তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিল। এই কারণে অল্প দিনের মধ্যেই ঐ প্রদেশ বিনা আয়াসে মহারাষ্ট্রীয়গণের সম্পূর্ণ হস্তগত হয়।

কর্ণাটকে অভিযান।

মহাত্মা শিবাজীর চেষ্টায় কর্ণাটক মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকৃত হইয়াছিল। নিজাম দক্ষিণ ভারতের সুভেদারী লাভের পর ঐ প্রদেশ আপনার করতলগত করিয়াছিলেন। তাহা পুনরধি-

(১) যে কোনও প্রকার রাজস্বের ত্রি-চতুর্থাংশকে মোকাসা বলে।

কার করিবার জন্য প্রতিনিধির বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল। ১৭২০ খৃষ্টাব্দ হইতে মহারাষ্ট্র সেনানীগণ বহুবার নিজামকে আক্রমণ করিয়া কর্ণাট উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনও ফললাভ হয় নাই। পরিশেষে ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিনিধির পরামর্শক্রমে,সমস্ত সেনানীদিগের সমবেত ভাবে চারিদিক্ হইতে নিজামকে আক্রমণ করিবার প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইল। তদনুসারে বাজী রাও মালব-বিজয়পূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইলে প্রতিনিধি মহাশয়ের অনুরোধ-ক্রমে মহারাজ শাহু তাঁহাকেও কর্ণাটক প্রদেশ-জয়ার্থ গমন করিতে আদেশ করিলেন। সেই সময় কর্ণাট-দেশে অভিযান করিবার উপযুক্ত অবসর বলিয়া বাজী রাওয়ের নিকট বিবেচিত না হওয়ায় তিনি স্বীয় অভিপ্রায় মহারাজ শাহুর গোচর করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে প্রতিনিধির তুষ্টিসাধনোদ্দেশে তাঁহাকে সেই সময়েই যুদ্ধযাত্রা করিতে হইল। ফলে কর্ণাট হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী সংক্রান্ত সমস্ত প্রাপ্য আদায় এবং ঐ প্রদেশের বহুল অংশের পুনরুদ্ধার সাধিত হইল বটে; কিন্তু সেখানকার অস্বাস্থ্য-কর জলবায়ুর দোষে মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকদিগের অনেকেই রোগে প্রাণত্যাগ করিল। (১৭২৬ খৃঃ অঃ)।

——:০:——

পঞ্চম অধ্যায়।

নিজাম-উল্‌-মুল্কের কুটিলতা—পালখেড়ের যুদ্ধ—নিজামের পরাজয়।

কর্ণাটের যুদ্ধব্যাপারের পর হইতে বাজী রাও নিজাম-উল্‌-মুল্কের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। এতদিন দুই একটা সামান্য খণ্ডযুদ্ধে নিজামের কোন কোনও সেনানী বাজী রাওয়ের হস্তে পরাভূত হইলেও তিনি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু কর্ণাটের যুদ্ধে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রচণ্ড শক্তির প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের অভ্যুদয়-নিবারণ তাঁহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। প্রকৃত পক্ষে মহারাষ্ট্রীয়েরাই এই সময়ে নিজাম-উল্‌-মুল্কের একমাত্র ভীতির স্থল ছিলেন। দিল্লীর দরবারে প্রাধান্য লাভ করা এতদিন নিজামের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল; কিন্তু এক্ষণে সে লক্ষ্য পরিবর্ত্তিত হইল। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লীতে গিয়া বাদ-

নিজামের লক্ষ্য।

৬

শাহী দরবারের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা সন্দর্শন করিলেন, তাহাতে বাদশাহের প্রধান মন্ত্রীর পদলাভ তাঁহার নিকট গৌরবকর বলিয়া বোধ হইল না। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দিল্লীর পদত্যাগ-পূর্ব্বক দক্ষিণাপথে আসিয়া স্বীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্তির স্বতন্ত্র ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি প্রথমেই দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ঘোষণা করিয়া আপনাকে দক্ষিণাপথের স্বাধীন নরপতি বলিয়া প্রচার করেন। দিল্লীর বাদশাহের জন্য তাঁহার কোনও ভয় ছিল না। দাক্ষিণাত্যে অক্ষুণ্ণ আধিপত্য-স্থাপন-বিষয়ে মহারাষ্ট্রীয়েরাই তাঁহার নিকট বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইলেন। এই কারণে তাঁহাদিগের অধঃপাত-সাধনই এখন হইতে তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইল।

নিজামের সন্তোষ।

মহারাষ্ট্রীয়েরা মালব বিজয়-পূর্ব্বক গুজরাথ ও উত্তর ভারতে আপনাদের অধিকার-বিস্তারে মনোযোগী হইয়াছেন দেখিয়া নিজাম প্রথমতঃ মনে মনে কিয়ৎ পরিমাণে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রীয়দিগের দৃষ্টি উত্তর-ভারতের দিকে নিবদ্ধ থাকিলে তিনি বলসঞ্চয়ের অবকাশ পাইবেন। তদ্ভিন্ন বাদশাহের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের যুদ্ধ-বাধিলে উভয় পক্ষেরই দৌর্ব্বল্য ঘটিবার সম্ভাবনা—অন্ততঃ

বাদশাহের শক্তি তাহাতে ক্ষয়িত হইবে। কিন্তু কর্ণাটকের যুদ্ধে মহারাষ্ট্র-শক্তির সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তখন তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইলেন।

নিজামের কৌশল।

মোগল বাদশাহের প্রদত্ত সনন্দের বলে মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রতি বৎসর নিজামের রাজ্য হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী-বিষয়ক কর আদায় করিতেন। তদুপলক্ষে তাঁহার রাজ্যে প্রতি বৎসর মহারাষ্ট্রীয়দিগের গতিবিধি হইত। তাহা বন্ধ করিবার জন্য তিনি শাহুর নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, মহারাজ যদি নিজাম রাজ্যের চৌথ ও সরদেশমুখীর স্বত্ব ত্যাগ করেন, তাহা হইলে নিজাম তাঁহাকে একেবারে কয়েক কোটী টাকা নগদ ও তাঁহার শাসনাধীন ইন্দাপুরের নিকটস্থ কয়েকটী পরগণা নিষ্কর জায়গীর-স্বরূপ প্রদান করিবেন। বাজী রাও এই প্রস্তাবে কখনই সম্মত হইবেন না, ইহা নিজামের অবিদিত ছিল না। এই কারণে বাজী রাওয়ের রাজধানীতে অনুপস্থিতি কালে তিনি মহারাজ শাহুর নিকট এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। রাজসভায় তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থন করিবার জন্য তিনি প্রতিনিধি শ্রীপতিরাও মহাশয়কে বেরার অঞ্চলে জায়গীর দিবার লোভ দেখাইয়া বশীভূত

করিয়াছিলেন। লঘুমতি প্রতিনিধি মহারাজ শাহুকে বুঝাইয়া দিলেন যে, নিজামের প্রস্তাবমত কার্য্য করিলে মহারাষ্ট্রীয়-দিগের বিশেষ লাভ হইবে। কাজেই সরলমতি শাহু ঐ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন।

কৌশল-ভেদ।

এমন সময়ে অওরঙ্গাবাদ অঞ্চল হইতে (১) বাজী রাও সহসা সাতারায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি এই ঘটনার বিষয় শ্রবণমাত্র নিজামের কৌশল বুঝিতে পারিলেন। তিনি মহারাজ শাহুকে বুঝাইলেন যে, "কোনও কারণে নিজাম-রাজ্যে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের স্বত্ব পরিত্যাগ করিলে উক্ত রাজ্যে আমাদিগের সার্ব্বভৌম প্রতিপত্তির হানি হইবে এবং নিজামের মহারাষ্ট্র-ভীতি কমিয়া গিয়া তিনি আমাদিগের বিরুদ্ধে গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিবার সুবিধা পাইবেন।" মহারাজ শাহু পেশওয়ের যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া পূর্ব্বোক্ত

(১) বাজী রাও কর্ণাট প্রদেশে যাত্রা করিলে নিজাম আপনার কতিপয় সর্দ্দারের প্রতি ঐ অঞ্চলের রক্ষার ভার অর্পিত করিয়া স্বয়ং মহারাষ্ট্রদেশের উত্তরাঞ্চল আক্রমণের আয়োজন করেন। এই কারণে বাজী রাওকে কর্ণাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর নিজামের অওরঙ্গা-বাদ-স্থিত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে হয়। সেই অবকাশে নিজাম উল্লিখিত প্রস্তাব শাহুর নিকট উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

প্রস্তাবে স্বীয় অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। এই ঘটনায় প্রতিনিধির উপর মহারাজের অসন্তোষ জন্মিল এবং বাজী রাওয়ের প্রতি শ্রীপতি রাও বদ্ধবৈর হইলেন।

নিজামের কুটিলতা।

এই চাতুরী-জাল ছিন্ন হওয়ায় নিজাম আর এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া মহারাষ্ট্র-সমাজে গৃহ-বিবাদানল প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বর্ষশেষে শাহুর কর্ম্মচারিবর্গ চৌথ ও সুরদেশমুখীর প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার জন্য নিজামরাজ্যে উপস্থিত হইলে নিজাম বলিলেন, "মহারাজ শাহু ও মহারাজ সাম্ভাজী উভয়েই আমার নিকট মহারাষ্ট্রীয়-গণের প্রাপ্য চৌথ প্রার্থনা করিতেছেন। এ অবস্থায় মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রকৃত অধিপতি কে, তাহা নির্ণীত না হইলে আমি চৌথ ও সরদেশমুখীর টাকা কাহাকেও প্রদান করিতে পারি না।" এই কথা বলিয়া তিনি মহারাজ শাহুর কর্ম্মচারী-দিগকে স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। নিজামের এ কৌশলও বাজী রাওয়ের নিকট অপরিজ্ঞাত রহিল না। তিনি বলিলেন, "চৌথ আদায় করিবার বাদসাহী সনন্দ যাঁহার নামে আছে, নিজাম তাঁহাকেই চৌথ দিতে বাধ্য। মহারাষ্ট্র রাজ্যের অধিকারী নির্ণয় করিবার তিনি কে?

ফলতঃ মহারাজ সাম্ভাজীর সহিত আমাদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া উভয়ের বিনাশসাধনই নিজামের উদ্দেশ্য।" বাজী রাওয়ের এই কথায় শাহু নিজামের কার্য্য গর্হিত বলিয়া স্থির করিলেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করিবার হুকুম দিলেন। তদনুসারে ১৭২৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বাজী রাও রাজ্যের যাবতীয় যোদ্ধৃপুরুষদিগকে লইয়া অভিযানের আয়োজন করিলেন। নিজামও অওরঙ্গাবাদে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বলা বাহুল্য, তিনি কোহ্লাপুরের মহারাজ সাম্ভাজীকে ইতঃপূর্ব্বেই হস্তগত করিয়া তাঁহাকে শিখণ্ডীর ন্যায় স্বীয় সেনাদলের পুরোভাগে স্থাপন করিয়াছিলেন।

পেশওয়ের কৌশল।

এই সময়ে নিজামের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে বাজী রাওয়ের অসাধারণ রণ-নৈপুণ্য প্রকাশ পায়। তিনি প্রথমে নিজামের শাসনাধীন জাল্না প্রদেশে প্রবেশ করিয়া মোগলদিগকে লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য ইওয়াজ খান নামক নিজামের একজন সর্দ্দার সসৈন্যে অগ্রসর হইলে তাঁহার সহিত কিয়ৎকাল সামান্যভাবে যুদ্ধ করিয়া, বাজী রাও প্রথমে মাহুর নগরের দিকে ও পরে একেবারে অওরঙ্গাবাদের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অতঃপর তিনি

বুহ্রানপুর লুণ্ঠন ও ভস্মসাৎ করিবার ভয় দেখাইয়া খানদেশে প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে নিজাম স্বীয় দলবল সহ বুহ্রান-পুর-রক্ষার আয়োজন করিতে লাগিলেন। নিজামের সমস্ত সৈন্য বুহ্রানপুর অঞ্চলে সমবেত হইয়াছে দেখিয়া বাজীরাও স্বল্পসংখ্যক সৈন্য ঐ প্রদেশে প্রেরণপূর্ব্বক প্রধান প্রধান সেনানী সহ সহসা গুজরাথে প্রবেশ ও তথাকার সুভেদার সরবুলন্দ খানকে যুদ্ধে জর্জ্জরিত করিয়া গুজরাথের বহু স্থান লুণ্ঠন করিলেন।

অবরোধে নিজাম।

এ দিকে নিজাম তাঁহার অপেক্ষায় বুহ্রানপুরে বহুদিন যাপন করিলেন। অতঃপর, বাজীরাওয়ের গুজরাথ আক্রমণের সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। যুবকের হস্তে এইরূপে প্রতারিত হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি পুণা দগ্ধ করিবার উদ্দেশে দক্ষিণমুখে যাত্রা করিলেন। বাজী রাও এই সংবাদ-প্রাপ্তি-মাত্র শ্যেনবৎ বেগে গুজরাথ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং মোগল শাসিত প্রদেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে আহম্মদনগরের নিকটে আসিয়া নিজামের পৃষ্ঠদেশ আক্রমণ করিলেন। বাজী রাওকে পৃষ্ঠোপরি সমাগত দেখিয়া নিজামকে পুণার আভিমুখ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। সুচতুর বাজী রাও তাঁহার সহিত বিবিধ খণ্ডযুদ্ধে ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হইয়া

গোদাবরী-তীরবর্ত্তী পালখেড় নামক এক অতি বিকট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, নিজাম তখনও স্বীয় বিপদ আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। এদিকে বাজী রাও শত্রুপক্ষীয় সৈন্যের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্য দগ্ধ করিয়া তাহাদিগের আশ্রয়-গ্রহণের স্থান বিনষ্ট করিলেন। ইহার পর মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকেরা চতুর্দ্দিক্ হইতে বেষ্টন-পূর্ব্বক সসৈন্য নিজামকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল। তখন নিজাম বাহাদুর স্বীয় অবস্থা বুঝিতে পারিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। নিজামের তোপখানা মহারাষ্ট্রীয়দিগের তোপখানা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। সুতরাং সে যুদ্ধে বহুসংখ্যক মহারাষ্ট্র-সৈন্য বিনষ্ট হইল। তথাপি বাজী রাও বিচলিত হইয়া স্থানত্যাগ করিলেন না, এবং নিজামের সৈন্যদল যাহাতে নিকটবর্ত্তী প্রদেশ হইতে কোনরূপে খাদ্যাদির সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলেন।

নিজামের দুর্দ্দশা।

নিজামের সঙ্গে কোহ্লাপুরের মহারাজ সাম্ভাজী ও চন্দ্রসেন যাদব, রাও রম্ভা নিম্বালকর প্রভৃতি মারাঠা সেনানী ছিলেন। নিজাম তাঁহাদিগের সাহায্যে বাজী রাওয়ের পরাভবসাধনের জন্য মহারাজ সাম্ভাজীকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু

তাঁহাদিগের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ ঘটায় নিজামের দলে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। চন্দ্রসেন বলিলেন,—"আমার সৈন্যদলে মোগল সৈনিকের সংখ্যাই অধিক, তাহারা মারাঠাদিগের ন্যায় সমরকুশল ও কষ্টসহিষ্ণু নহে। এরূপ অবস্থায় আমি একাকী কি করিব"? সান্তাজী বলিলেন, আমার সৈন্যসংখ্যা নিতান্ত সামান্য ; পরন্তু আমার কর্ম্মচারীরা গোপনে বাজীরাওয়ের পক্ষাবলম্বন করিয়াছে বলিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে। অতএব তাহাদিগের হস্তে আমার প্রাপ্য অর্থ প্রদান করিবেন না।" তাঁহার কর্ম্মচারীরা বলিতে লাগিল, "সান্তাজীর হস্তে অর্থদান করিলে তিনি বিলাস-ব্যসনে তাহা ব্যয় করিয়া ফেলিবেন এবং আমাদিগকে অনশন-কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, সৈন্যেরাও বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে"। নিজাম বলিতে লাগিলেন, "তোমরাও মহারাষ্ট্রীয়, বাজী রাও-ও মহারাষ্ট্রীয়। তথাপি তোমরা তাহার কৌশল বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং বিপন্ন হইলে এবং আমাকেও বিপন্ন করিলে। তোমাদের উপর নির্ভর করিয়াই আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিল!" এইরূপ বৃথা কলহে কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। কিন্তু কেহই আসন্ন বিপদ হইতে অব্যাহতি-লাভের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। এদিকে খাদ্যাভাবে সকলেই দীনভাব ধারণ

করিল। বাজী রাওয়ের সৈন্যদল হইতে শন্ শন্ শব্দে গুলি আসিয়া অনেকের ইহলীলা সাঙ্গ করিতে লাগিল। তখন নিরুপায় হইয়া নিজাম-উল্-মুল্ক সন্ধিপ্রার্থী হইলেন ও তাঁহার অনশন-ক্লিষ্ট অনুচরগণের জন্য বাজী রাওয়ের নিকট খাদ্য দ্রব্যাদির প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

মহত্ত্ব ও সন্ধি।

এই সময়ে অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় সেনানীগণ নিজামের সম্পূর্ণ বিনাশসাধনের জন্য বাজী রাওকে কঠোরতা অবলম্বনপূর্ব্বক যুদ্ধ চালাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহানুভাব বাজী রাও তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিলেন, "বিপন্ন শত্রুকে পীড়িত করা বীরধর্ম্মের অনুমোদিত কার্য্য নহে। এই অবস্থায় নিজামকে রসদ দিয়া ও সাহায্য করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করাই কর্ত্তব্য।" তদনুসারে উভয় পক্ষের কথাবার্ত্তায় স্থির হইল,—

(১) নিজাম-উল্-মুল্ক কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীর পক্ষ পরিত্যাগ করিবেন।

(২) নিজাম রাজ্যে যে সকল মহারাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারী প্রতি বৎসর চৌথ প্রভৃতি আদায় করিতে গমন করেন, তাঁহাদিগের রক্ষার জন্য নিজাম স্বরাজ্যস্থ কতিপয় দুর্গ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দান করিবেন।

(৩) এবং চৌথ ও সরদেশমুখী সংক্রান্ত সমস্ত প্রাপ্য অবিলম্বে পরিশোধ করিবেন।

১৭২৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ এই সন্ধি স্থাপিত হয়।

অতঃপর নিজাম বাজী রাওকে অভ্যর্থিত করিবার জন্য স্বীয় শিবিরে আহ্বান করিলেন।

পেশওয়ের সাহস।

অসাধারণ সাহসসম্পন্ন বাজী রাও দুই তিন জন মাত্র ভৃত্যসহ একাকী শত্রুশিবিরে গমনপূর্ব্বক নিজামের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিলেন। কথিত আছে, বাজী রাও নিজামের শিবিরে প্রবেশ করিলে মোগল সুভেদার তাঁহার সাহস পরীক্ষার জন্য একদল অস্ত্রধারী প্রহরীকে আহ্বান করেন। তাঁহার ইঙ্গিতক্রমে প্রহরিগণ বাজী রাওকে হত্যা করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়া সহসা তাঁহার বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলিত করে। তখন নিজাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন, বাজী রাও! এখন তোমার প্রিয় সর্দ্দার শিন্দে হোলকর কোথায়? এই প্রহরিদল তোমায় আক্রমণ করিলে এখন কে তোমার রক্ষা করিবে?" এই কথা শুনিবা মাত্র বাজী রাও অসি নিষ্কোশিত করিয়া বলিলেন,— "আমার হস্তে এই তরবারি থাকিলে আমি এরূপ সহস্র প্রহরীর ব্যূহ ভেদ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারি। কিন্তু ভবাদৃশ ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাসঘাত করিবেন বলিয়া আমার বোধ

হয় না। তবে যদি এরূপ দুর্ঘটনাই ঘটে, তবে আমার শিন্দে হোলকর আমার নিকটেই থাকিবেন।” বাজীরাও এই কথা সমাপ্ত করিতে না করিতে সামান্য ভৃত্যবেশী রাণোজী শিন্দে ও মহলার রাও হোলকর অগ্রসর হইয়া নিজামকে সেলাম করিলেন! নিজাম এই ব্যাপারে বাজীরাওয়ের অসাধারণ সাহস ও সারল্য দর্শনে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—“ইস্ মুল্কমে এক বাজী, ঔর সব পাজী!” অর্থাৎ এজগতে এক বাজীরাও ভিন্ন আর সকলেই পাজী (অধম)।”

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বুন্দেলখণ্ডে অভিযান—জেতপুরের যুদ্ধ—হিন্দুরাজ্য-রক্ষা—মস্তানী—বুন্দেলখণ্ডে রাজ্য-লাভ।

পালখেড়ের যুদ্ধ ব্যাপার শেষ করিয়া বাজী রাও ১৭২৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সাতারায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অতপর চারিমাস বর্ষাকাল তিনি বিনা যুদ্ধে অতিবাহিত করেন। শরৎ সমাগমে বিজয়া দশমীর পর তাঁহাকে উত্তর ভারতে অভিযান করিতে হয়। মধ্য ভারতের অন্তর্গত বুন্দেলখণ্ডের রাজা ছত্রসাল যবন শত্রুর আক্রমণে বিপন্ন হইয়া তাঁহাকে সাহায্যার্থ আহ্বান করেন। মোসলমানের হস্ত হইতে ভারতবর্ষের উদ্ধারসাধনই বাজী রাওয়ের জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। সুতরাং তিনি অতীব আগ্রহের সহিত ছত্রসালের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

ছত্রসালের নিমন্ত্রণ।

মহম্মদ খান বঙ্গষ

ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর সময়ে বুন্দেলখণ্ডে সর্ব্বত্র মোগল-শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। ছত্র-শাল নামক প্রমার বংশীয় জনৈক ক্ষত্রিয় বীর তাঁহার প্ররোচনায় ঐ প্রদেশ হইতে মোগল শাসন উচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করেন। শিবাজীর উপদেশ-ক্রমে পরিচালিত হওয়ায় তিনি বুন্দেলখণ্ডে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন। কিন্তু মোসলমানগণ সহজে বুন্দেলখণ্ডের আশা পরিত্যাগ করিলেন না। অবসর পাইলেই তাঁহারা ঐ প্রদেশ আক্রমণপূর্ব্বক পুনরধিকার করিবার চেষ্টা করিতেন। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ খান বঙ্গষ নামক জনৈক রোহিলা সর্দ্দার এই হিন্দুরাজ্য নষ্ট করিবার জন্য যত্নশীল হন। তিনি পূর্ব্বে এলাহাবাদের সুভেদার ছিলেন। ফরক্কাবাদ বা ফরোখাবাদ নগর ইঁহারই দ্বারা স্থাপিত হয়। রাজা ছত্রসাল বিংশতি সহস্র সাদিসৈন্য সহ পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়াও বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত মহম্মদ খানের আক্রমণ রোধ করিতে পারি-লেন না। বঙ্গষের সেনাদল বুন্দেলখণ্ড লুণ্ঠন করিয়া ছারখার করিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে নিকটবর্ত্তী হিন্দু-রাজন্যবর্গ এ সময়ে বঙ্গষেরই সহায়তা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন নিরুপায় ছত্রসাল বাজী রাওকে হিন্দু-দিগের একমাত্র বন্ধু জানিয়া, তাঁহার নিকট সৈন্য সাহায্য

প্রার্থনা পূর্ব্বক একটী পত্র লিখিলেন। ঐ পত্রের শেষে নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটি লিখিত ছিল,—

"যো গতি গ্রাহ-গজেন্দ্রকী, সো গতি ভই হ্যায় আজ।
বাজী জাত বুন্দেলনকী, রাখো বাজী লাজ॥"

অর্থাৎ "পূর্ব্বকালে নক্রকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গজরাজ যেরূপ বিপন্ন হইয়াছিল, আমরাও অদ্য সেইরূপ বিপন্ন হইয়াছি। বুন্দেলাগণ বাজী হারিতেছে, এ সময়ে, হে বাজীরাও! তুমি তাহাদিগের লজ্জা নিবারণ কর।" এই কাতরোক্তিপূর্ণ পত্র পাঠ করিয়া বাজী রাওয়ের হৃদয় মোসলমানদিগের গ্রাস হইতে বিপন্ন হিন্দুরাজ্যকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি মহারাজ শাহুর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক দ্বাদশ জন সর্দ্দার ও বিংশতি সহস্র সৈন্যসহ মহম্মদ খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

খণ্ড যুদ্ধ।

বাজী রাও যখন বুন্দেলখণ্ডে প্রবেশ করিলেন, তখন রাজা ছত্রসাল ও তাঁহার পুত্রগণ বঙ্গষের সৈন্যদল কর্ত্তৃক জেতপুর দুর্গের নিকটে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই কারণে বাজীরাও প্রথমে ঐ দুর্গেরই সমীপবর্ত্তী হইলেন। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ তাঁহার সহিত বঙ্গষের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বাজীরাও স্বীয় সৈন্যদলকে কয়েকটি ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদিগের

একদলকে প্রথমে আক্রমণের আদেশ করিলেন। এই ক্ষুদ্র-দলের সহিত যুদ্ধে বঙ্গষের জয়লাভ হয় ও তিনি স্বস্থান ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হন। তখন মহারাষ্ট্র সৈন্যের অসংখ্য খণ্ড-দলগুলি একবার করিয়া মোসলমানদিগকে আক্রমণ ও এক-বার করিয়া অন্তর্দ্ধান করিতে লাগিল। এই যুদ্ধ-প্রণালীতে মোসলমানেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ১৫ই মার্চ্চ মহম্মদ খান প্রবল বিক্রমে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিলে বাজীরাও সসৈন্যে একটা পর্ব্বতের উপত্যকার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং সন্ধ্যাকালে বিদ্যুদ্‌বেগে তথা হইতে বহির্গত হইয়া বঙ্গষের সেনাদলের উপর আপতিত হইলেন। বঙ্গষের সৈন্যগণও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা অগ্রসর হইবা মাত্র তাহাদিগের তোপখানা হইতে অজস্রধারায় অগ্নিবর্ষণ হইতে লাগিল। কিন্তু বাজীরাওয়ের অসাধারণ সমর-নৈপুণ্যে সেদিনকার নিশাযুদ্ধে চারি জনের অধিক মহারাষ্ট্র সৈনিক নিহত হইল না। মোসলমানেরা বহু চেষ্টায় মারাঠাদিগের কতিপয় উষ্ট্র ও অশ্ব হস্তগত করিলেন।

বঙ্গষের অবরোধ।

পরদিন আবার উভয় পক্ষের যুদ্ধ আরব্ধ হইল। বাজী-রাও স্বীয় খণ্ড-সেনাদলকে মোসলমান-দিগের রসদ আমদানির পথ রুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই মহম্মদ

খান বাজী রাওয়ের হস্তে সম্পূর্ণ পিঞ্জরবদ্ধবৎ হইলেন। ক্রমে তাঁহার সৈন্যদলে ঘোর দুর্ভিক্ষ ও হাহাকার উপস্থিত হইল। অতি কদর্য্য শস্যও ২০ টাকা সের দরে বিক্রীত হইতে লাগিল। তথাপি বঙ্গষ দুই মাস পর্য্যন্ত পরাজয়-স্বীকার করিলেন না। প্রত্যহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধে তাহার সৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল।

বঙ্গষের পরাভব।

ইত্যবসরে মহম্মদ খানের পুত্র কায়েম খান ত্রিংশৎ সহস্র সৈন্যসহ পিতার সহায়তার জন্য জেতপুর দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইলেন। সুতরাং বাজী রাওকে স্বীয় সেনাবল-সহ কায়েম খানের অভিমুখে যাত্রা করিতে হইল। জেতপুরের ছয় ক্রোশ দূরে ২৯এ এপ্রিল তারিখে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে। তাহাতে কায়েম খানের ছত্রভঙ্গ ঘটে এবং তাঁহার ১৩টা হস্তী, তিন সহস্র অশ্ব ও ৫০।৬০টি উষ্ট্র মারাঠাগণের হস্তগত হয়। এদিকে অবরুদ্ধ বুন্দেলারা বহির্গত হইয়া মহম্মদ খানের উপর আপতিত হওয়ায় তাঁহারও সম্পূর্ণ পরাভব ঘটিল। তিনি জেতপুরের দুর্গে আশ্রয় লইলেন। তখন মহারাষ্ট্র-সৈন্য জেতপুর অবরোধ করিল। এবার মোসলমান-দিগের মধ্যে এরূপ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল যে, তাঁহারা অশ্ব, উষ্ট্র ও গো-গর্দ্দভাদি নিহত করিয়া উদর পূরণ করিতে

লাগিলেন। শতমুদ্রার বিনিময়েও একসের গোধূম দুষ্প্রাপ্য হইল। শত্রু পক্ষীয় অনেকে অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছে শুনিয়া বাজীরাও ঘোষণা করিলেন, "যাহারা অস্ত্রত্যাগ করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিবে, তাহাদিগকে মুক্তিদান করা যাইবে।" তখন দলে দলে মোসলমান আসিয়া আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল। বাজী রাও সদ্ব্যবহারে তুষ্ট করিয়া সকলকে বিদায় করিলেন। কিন্তু মহম্মদ খান তথাপি বাজী রাওয়ের শরণাপন্ন না হইয়া স্বীয় পুত্রকে পুনর্ব্বার সসৈন্যে সাহায্যার্থ আগমন করিতে পত্র লিখিলেন। পরিশেষে তাঁহার জননীর চেষ্টায় ফয়জাবাদ হইতে ক্ষুদ্র একদল মোসলমান সৈন্য সহ ৬০ জন পাঠান সর্দ্দার তাঁহার উদ্ধারের জন্য আগমন করিলেন। কথিত আছে, তাঁহাদিগের কৌশলে মহম্মদ খান বঙ্গষ কোনরূপে অক্ষত শরীরে দুর্গ হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হন। (১)

পুরস্কার লাভ।

এইরূপে বাজী রাও স্বীয় পরাক্রম-বলে মহম্মদ খান বঙ্গষকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া হিন্দুরাজ্য বুন্দেলখণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষা করিলেন। অতঃপর তিনি ছত্রসালের সহিত সাক্ষাৎ করিলে

(১) Vide Syar-ul-Mutakherin, The Bangansh Nawabs of Farrokhabad, Pogson's Boondelas, and the History of the Nawab of Banda.

বৃদ্ধ নরপতি হর্ষাশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও সকলের সমীপে তাঁহাকে স্বীয় তৃতীয় পুত্র বলিয়া স্বীকার করিলেন। এই বিপদ্ হইতে উদ্ধারের জন্য রাজা ছত্রসাল বাজী রাওকে যমুনাতীরবর্ত্তী ঝাঁশা (ঝান্সী) নামক দুর্গ ও তচ্চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় সওয়া দুই লক্ষ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি পুরস্কার-স্বরূপ দান করিয়াছিলেন।

মস্তানী।

এই সময়ে বাজী রাও কয়েক দিন পান্না-রাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। রাজা ছত্রসাল মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারদিগকে বিবিধ বসন-ভূষণ-দানে সম্মানিত করিলেন। বলা বাহুল্য, বাজী রাওয়ের আদর-সৎকারের সীমা রহিল না। পান্না-নরেশ তাঁহাকে নানা উপঢৌকন-দানে পরিতুষ্ট করিলেন। এই সময়ে বাজী রাও মস্তানী নাম্নী একটি সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপা রমণী-রত্ন প্রাপ্ত হন। এই যুবতী ছত্রসালের কোনও যবন জাতীয়া উপপত্নীর গর্ভজাতা ছিলেন। বাজী রাওয়ের রূপ গুণের প্রতি কন্যার পক্ষপাত দেখিয়াই হউক, অথবা তাঁহাকেই উপযুক্ত পাত্র ভাবিয়া হউক, ছত্রসাল এই রত্ন-কল্পা কন্যাকে বাজী রাওয়ের হস্তে সমর্পণ করেন। "বুন্দেলখণ্ডের তওয়ারিখ" নামক উর্দ্দু ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে, জিতেন্দ্রিয় বাজী রাও বৃদ্ধ রাজার অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মস্তানীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি এই নৃত্য-গীত-বাদ্য-কুশলা যুবতীর গুণে এরূপ মুগ্ধ হন যে, তজ্জন্য রাজকার্য্যেও তাঁহার ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে দৃষ্টির অন্তরালে রাখিতে পারিতেন না। প্রায় সকল অভিযানেই মস্তানী তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। তদ্দর্শনে মহারাজ শাহু অতীব অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার ভয় প্রদর্শন করেন। কথিত আছে, এজন্য পরিশেষে তাঁহার ভ্রাতা চিমণাজী আপ্পা সন্ন্যাস-গ্রহণ-পূর্ব্বক সংসার-ত্যাগের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে বাজী রাওয়ের চৈতন্যোদয় হয়।

মস্তানীর বংশ।

পুণার "শনিবার-বাড়া" নামক প্রাসাদে বাজী রাও মস্তানীর বাসের জন্য একটি স্বতন্ত্র "মহল" নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা "মস্তানী মহল" এবং শনিবার-বাড়ার যে দ্বার দিয়া ঐ মহলে গমন করা যায়, তাহা মস্তানী-দরজা নামে খ্যাত ছিল। মস্তানীর গর্ভে ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে বাজীরাও একটি পুত্র লাভ করেন। তাহার নাম সমশের বাহাদুর। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পানিপথে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সর্ব্বনাশ-কালে সমশের বাহাদুর যথোচিত বীরত্ব প্রকাশ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি পরবর্ত্তী পেশওয়ের কার্য্য-কালে মহারাষ্ট্র

সমাজের প্রসিদ্ধ সর্দ্দার শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র আলী বাহাদুর পেশওয়ে মাধব রাও নারায়ণের সময়ে ৪০ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ-পূর্ব্বক বুন্দেলখণ্ডের পরস্পর-বিবদমান নরপতিগণের পরাজয় করিয়া বার্ষিক ৭৫ লক্ষ টাকা আয়ের প্রদেশ অধিকার করেন। পেশওয়ের আদেশে মধ্য ভারতের বান্দা নগরে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়।

বান্দার নবাব।

তিনি নবাব উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি "বান্দার নবাব" নামে পরিচিত। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র-পতি শেষ বাজী রাও যখন মার্কুইস অব ওয়েলেসলির প্রবর্ত্তিত "সবসিডিয়ারি সিষ্টেম"-সূত্রে আবদ্ধ হন, তখন বান্দার নবাবকে ইংরাজের সৈন্য-পোষণের ব্যয়-স্বরূপ বার্ষিক ৩৬ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা আয়ের রাজ্যাংশ পরিত্যাগ করিতে হয়। কাল-প্রভাবে মস্তানীর বর্ত্তমান-বংশধরেরা ইন্দোরের রাজকুমার কলেজে শিক্ষা সমাপন করিয়া এক্ষণে মধ্য ভারতবর্ষের পোলিটিক্যাল এজেণ্টের অধীনতায় বার্ষিক ৩৬ হাজার টাকা বৃত্তি লইয়া বাস করিতেছেন। সে যাহা হউক, ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রেল খানদেশে বাজী রাওয়ের মৃত্যু হইলে মস্তানী তাঁহার চিতায় আরোহণপূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন।

বুন্দেলখণ্ডে রাজ্যলাভ।

১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজা ছত্রসালের মৃত্যুকালে বাজী রাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাজা তাঁহাকে রাজ্যের তৃতীয়াংশ দান করেন। তদবধি বুন্দেলখণ্ড চৌথ পদ্ধতিসূত্রে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের আশ্রয়াধীন হয়। এইরূপে বঙ্গষকে পরাজিত করিয়া বাজী রাও বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে বার্ষিক ৩৩৷৷০ লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্যাংশ ও পান্নার হীরক খনির তৃতীয়াংশ লাভ করেন। ১৭৩৮ খৃঃ মহম্মদ খান বঙ্গষ দ্বিতীয় বার বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন। সেবারেও বাজী রাও ছত্রসালের পুত্র জগৎরাজের সহায়তায় ধাবিত হন। পুনর্ব্বার বঙ্গষের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। কথিত আছে, তিনি "নারী-বেশে" বাজী রাওয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রাণভিক্ষা ও বুন্দেলখণ্ডকে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য বলিয়া স্বীকার করেন।

গোবিন্দরাও বুন্দেলা নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-সর্দ্দারের প্রতি পূর্ব্বোক্ত ৩৩ লক্ষ ৫০ সহস্র মুদ্রা আয়বিশিষ্ট প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করা হয়। কাল্পী ও সাগর প্রভৃতি নগর গোবিন্দ রাও কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে মহারাষ্ট্র শক্তির প্রতাপ গোবিন্দ রাওয়ের বাহু-বলেই অক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। পানিপথের যুদ্ধে ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

সপ্তম অধ্যায়।

গুজরাথে চৌথ-প্রবর্ত্তন—ডভইর যুদ্ধে সেনাপতির পরাভব—সিদ্দিদিগের দমন।

গুজরাথে চৌথ।

গুজরাথের প্রতি মহারাষ্ট্রীয়দিগের অনেক দিন হইতে দৃষ্টি ছিল। নিজামের সহিত প্রথম যুদ্ধকালে বাজী রাও একবার গুজরাথ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বীয় ভ্রাতা চিমণাজীকে মালবে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং বহু সৈন্য সহ গুজরাথে উপস্থিত হইলেন, এবং তত্রত্য সুভেদার সরবুলন্দ খানকে জানাইলেন যে, তিনি যদি মহারাষ্ট্রপতি মহারাজ শাহুর সার্ব্বভৌম শাসনচ্ছত্রতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গুজরাথে চৌথ-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন ও সরদেশমুখী স্বত্ব মারাঠাদিগকে দান করেন, তাহা হইলে পেশওয়ে গুজরাথের শান্তিরক্ষার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন। ইহার পূর্ব্বে মহারাজ শাহু তদানীন্তন সেনাপতি ত্র্যম্বক রাও দাভাড়ে, পিলাজী গায়কোয়াড় ও কণ্ঠাজী কদম প্রভৃতি মারাঠা সর্দ্দারের প্রতি গুজরাথ-বিজয়ের আদেশ

প্রদান করিয়াছিলেন। তত্রত্য সুভেদার সরবুলন্দ খান প্রথমে প্রাণপণে তাঁহাদিগের গতিরোধের চেষ্টা করেন। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি দিল্লীর দরবারে সৈন্ত-সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর তখন বিলাস-সাগরে মগ্ন থাকায় সে প্রার্থনা ফলোপধায়িনী হইল না। কাজেই সরবুলন্দকে মহারাষ্ট্র সর্দ্দারগণের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিতে হইল। তিনি মহারাষ্ট্রপতিকে চৌথ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু পিলাজী গায়কোয়াড় ও কণ্ঠাজী কদম প্রভৃতি মারাঠা সর্দ্দারেরা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া সমস্ত গুজরাথ পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠন পূর্ব্বক ছারখার করিতে লাগিলেন। গুজরাথবাসীর দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। তদ্দর্শনে দুঃখিত হইয়া বাজী রাও সরবুলন্দ খানের নিকট পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করেন। বলা বাহুল্য, মোগল সুভেদার সে প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন। অতঃপর উভয়ের মধ্যে যে সন্ধি স্থাপিত হইল, তদনুসারে,—

(১) সুরত প্রদেশ ভিন্ন অবশিষ্ট সমস্ত গুজরাথের চৌথ ও সরদেশমুখীর স্বত্ব মহারাজ শাহুর প্রাপ্য হইল।

(২) গুজরাথ-বাসীকে দস্যু তস্করাদির হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত মহারাষ্ট্র-পতি সর্ব্বদা ২৫শত সাদি-সৈন্ত গুজরাথে রাখিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

(৩) গুজরাথের বিদ্রোহপ্রিয় জমিদারদিগকে কোনও মহারাষ্ট্রীয় অতঃপর কোনও প্রকারে সহায়তা করিতে পারিবেন না, স্থির হইল।

সেনাপতির বিরাগ।

এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরকালে বাজী রাও প্রধান সেনাপতি ত্র্যম্বক রাও দাভাড়েকে গুজরাথে মোকাসা ও সরদেশমুখী স্বত্বের একাংশ প্রদান করেন। কিন্তু সেনাপতি দাভাড়ে ও তাঁহার সহচর কদম, গায়কোয়াড় প্রভৃতি সর্দ্দারেরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। কারণ, এই সন্ধির ফলে তাঁহাদিগের যথেচ্ছাচারের পথ রুদ্ধ হইল। বাজী রাওয়ের সর্ব্বত্র প্রতিপত্তিদর্শনে পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদিগের মনে বিদ্বেষের সঞ্চার হইয়াছিল। বিশেষতঃ বাজী রাও এই ব্যাপারে সেনাপতি প্রভৃতির আদৌ মতামত গ্রহণ করেন নাই বলিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে অধিকতর অবজ্ঞাত বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

নিজামের কৌটিল্য।

ইতঃপূর্ব্বে নিজাম-উল্-মুল্ক বাজী রাওয়ের হস্তে পরাজিত হওয়ায় স্বীয় অবমাননার প্রতিশোধ লইবার অবসর খুঁজিতেছিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং তাঁহার সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ থাকায় প্রকাশ্যভাবে তাঁহার শত্রুতাচরণ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। এই কারণে তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দিগণকে

গোপনে সহায়তা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময়ে দাভাড়ে প্রভৃতির অসন্তোষের বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর হয়। তৎশ্রবণে অতীব আনন্দিত হইয়া তিনি এই বিদ্বেষাগ্নিতে ইন্ধনপ্রক্ষেপের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি এই গৃহ-বিবাদে সেনাপতিকে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় ত্র্যম্বক রাও সসৈন্যে বাজী রাওকে আক্রমণ করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে নিজাম তাঁহাকে সৈন্যদল বৃদ্ধির জন্য কিছু অর্থ সাহায্যও করিয়াছিলেন। পিলাজী গায়কোয়াড় প্রভৃতি কয়েকজন সেনানী পূর্ব্ববিদ্বেষবশে দাভাড়ের সহায় হইলেন। সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই সেনাপতি ৩৫ সহস্র সৈন্যসহ গুজরাথ হইতে বাজী রাওয়ের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য পুণাভিমুখে অভিযান করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন যে, বাজী রাওয়ের প্রতিপত্তি অতিমাত্র বর্দ্ধিত হওয়ায় মহারাজ শাহুর শক্তি খর্ব্ব হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ কারণে তিনি পেশওয়ের দর্প চূর্ণ করিয়া শাহুর ক্ষমতা অব্যাহত করিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন এবং দ্বাদশ জন প্রসিদ্ধ মারাঠা-সেনানী এই কার্য্যে তাঁহার সহায় হইয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা পরস্পরের প্রতি চিরকাল বদ্ধবৈর ছিলেন, তাঁহাদেরও অনেকে আপনাদিগের বিবাদ ভুলিয়া এ সময়ে

বাজী রাওয়ের বিনাশের জন্য সেনাপতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ফলতঃ অল্পবয়সে বাজী রাওয়ের অসাধারণ উন্নতি ও প্রতিপত্তি অনেকেরই চিত্তে তাঁহার প্রতি বিদ্বেষের সঞ্চার করিয়াছিল।

পেশওয়ের ঘোষণা।

বাজীরাও এই সংবাদ অবগত হইয়া প্রথমে কিছুমাত্র ভীত হন নাই। কিন্তু তিনি যখন শুনিলেন যে, নিজাম-উল্-মুল্কের প্ররোচনায় এই গৃহবিবাদের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং সেনাপতির সহায়তার জন্য স্বয়ং নিজাম সসৈন্যে আগমন করিতেছেন, তখন তিনি যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত সেনা সংগ্রহ-পূর্ব্বক সেনাপতির বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, "সেনাপতি হিন্দু হইয়াও নিজামের পরামর্শক্রমে মহারাষ্ট্র-রাজ্যে গৃহবিবাদের সূচনা করিতেছেন। তাঁহার এই কার্য্য হিন্দুধর্ম্মের ও প্রকৃষ্ট রাজনীতির বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হইতেছে। অতএব যাঁহারা স্বরাজ্যের প্রকৃত মঙ্গলকামী, যাঁহাদিগের ধমনীতে এক বিন্দুও হিন্দুশোণিত প্রবাহিত হইতেছে, এ সময়ে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই সেনাপতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্ত্তব্য।" এই ঘোষণার ফলে বাজী রাওয়ের সৈন্যদল কিয়ৎ পরিমাণে পুষ্ট হইল। বাজী রাও এইরূপে সৈন্য-সংগ্রহের পূর্ব্বে এই বিপদ্‌বার্ত্তা পত্র দ্বারা মহারাজ শাহুর

কর্ণগোচর করিয়া ছিলেন। কিন্তু দুর্ব্বল মহারাজ সেনাপতির দমনে অসমর্থ হইয়া বাজী রাওকে দাভাড়ের সহিত বিরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ধিস্থাপন করিতে অনুরোধ করিলেন।

সন্ধির প্রস্তাব।

১৭৩০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বাজী রাও ও চিমণাজী আপ্পা আত্মরক্ষার জন্য ১৮ সহস্র সৈন্য লইয়া সেনাপতি ত্র্যম্বক রাও দাভাড়ের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা গুজরাথে উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই সেনাপতির নিকট সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করিতেছিলেন। কিন্তু গৃহবিবাদ যে অনর্থের মূল, একথা না বুঝিয়া ও পেশওয়েকে ভীত ভাবিয়া সেনাপতি একেবারে যুদ্ধারম্ভ করিয়া দিলেন। বাজী রাও নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইতে না হইতে সহসা পিলাজীর পুত্র দামাজী গায়কোয়াড় তাঁহার জনৈক সর্দ্দারকে অনপেক্ষিতভাবে আক্রমণ-পূর্ব্বক পরাস্ত করায় সন্ধির আশা সুদূরপরাহত হইল। বাজীরাও এই পরাজয়ে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। নিজামের সেনা যাহাতে গুজরাথে প্রবেশ করিতে না পারে, তিনি পূর্ব্বাহ্নেই তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিজামও বাজী রাওয়ের বিক্রমের পরিচয় পাইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি এ সময়ে প্রকাশ্যভাবে বাজী রাওকে আক্রমণ পূর্ব্বক সদ্যঃকৃত সন্ধি ভঙ্গ করিতে সাহসী হইলেন না।

সেনাপতির পরাজয়।

বাজী রাও সসৈন্যে ধীরে ধীরে কুচ করিতে করিতে বড়োদা ও ডভই নামক স্থানের মধ্যবর্ত্তী বিশাল প্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৭৩১ খৃঃ ১লা এপ্রিল ঐ স্থানে উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম ঘটিল। বাজী রাওয়ের অদ্ভুত সৈনাপত্যগুণে ৩৫ সহস্র সৈন্যসহ বিপক্ষদল পরাজিত হইলেন। স্বপক্ষীয় সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছে দেখিয়া স্বয়ং ত্র্যম্বক রাও হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ হস্তে বাজী রাওয়ের সমীপবর্ত্তী হইলেন ও তাঁহার সৈন্যের বিনাশ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দুঃখিত হইয়া বাজী রাও তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন,—"শত্রুর সহিত যুদ্ধে এরূপ শৌর্য্য ও সমর-কৌশল প্রকাশ করিলে, মহারাজের সন্তোষ ও যশঃ উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে। আমার উপর এ বীরত্বপ্রকাশ কেন? আপনি যুদ্ধ স্থগিত করুন, আমি আপনার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিতেছি।" কিন্তু সেনাপতির রণোন্মাদ কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। তখন বাজী রাও স্বীয় সেনাদলে আদেশ প্রচার করিলেন,—"সেনাপতির প্রতি কেহ অস্ত্র-ত্যাগ করিও না"। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে যখন উভয় পক্ষে আবার ঘোর যুদ্ধ আরব্ধ হইল, তখন একজন সৈনিকের বন্দুকের গুলি সহসা সেনাপতির

কর্ণমূল ভেদ করায় তিনি নিহত হইলেন। পিলাজী গায়কোয়াড়ের দুই পুত্রও এই যুদ্ধে নিহত হন। স্বয়ং পিলাজী আহত হইয়া পলায়ন করেন। বাজী রাওয়ের প্রিয় সর্দ্দার হোলকর ও শিন্দে এই যুদ্ধেও বিশেষ বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৭৩১ খৃঃ।

সখ্য ও সন্ধি।

এইরূপে বিজয়ী হইয়া পেশওয়ে সাতারায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে প্রতিনিধি শ্রীপতি রাও তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক কথা মহারাজ শাহুর কর্ণগোচর করিলেন। সেনাপতির মৃত্যুতে মহারাজ অতীব দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাজী রাও সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে জ্ঞাপন করায় তাঁহার বিরাগ দূরীভূত হইল। তিনি ভূতপূর্ব্ব সেনাপতির পুত্র যশোবন্ত রাওকে সৈনাপত্য প্রদান-পূর্ব্বক বাজী রাওয়ের সহিত তাঁহার সখ্য স্থাপন করিয়া দিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে আর যাহাতে কোনও প্রকারে বিসংবাদ না ঘটে, সেজন্ত তিনি উভয়ের নিকট হইতে লিখিত প্রতিজ্ঞা-পত্র গ্রহণ করিলেন (১)। তদবধি গুজরাথের সম্পূর্ণ

(১)। মহারাজ শাহু এই প্রতিজ্ঞাপত্র গ্রহণের পর ত্র্যম্বক রাওয়ের জননী উমাবাঈয়ের হস্তে বাজী রাওকে অর্পণ এবং গতানুশোচনা ত্যাগ-পূর্ব্বক পেশওয়ের প্রতি অপত্যবৎস্নেহের প্রকাশ করিতে তাঁহাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। বাজী রাও-ও তাঁহাকে জননী বলিয়া সম্বোধন ও ক্ষমা

শাসনভার সেনাপতির উপর অর্পিত হইল। মালবে বাজী রাও সর্ব্ব-প্রধান হইলেন। পরন্তু ইহাও স্থির হইল যে, গুজরাথের রাজস্বের অর্দ্ধাংশ বাজী রাওয়ের হস্ত দিয়া রাজ-কোষে প্রেরিত হইবে, এবং সরবুলন্দ খানের নিকট হইতে প্রাপ্ত অন্যান্য প্রদেশের রাজস্ব সেনাপতি স্বয়ং রাজসরকারে প্রেরণ করিবেন। এই সময়ে মহারাজ শাহুর চেষ্টায় পিলাজী গায়কোয়াড়ের সঙ্গেও বাজী রাওয়ের সখ্য হয় এবং গায়কোয়াড় শাহুর নিকট "সেনা-খাস-খেল" উপাধি লাভ করেন (১৭৩১ খৃঃ আগষ্ট)।

দক্ষিণা।

সেনাপতি ত্র্যম্বক রাও দাভাড়ে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে দেশবিদেশের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্য অনুসারে তাঁহাদিগকে দক্ষিণাদি দানে পুরস্কৃত করিতেন।

প্রার্থনা করায় উমাবাঈয়ের ক্রোধশান্তি হইল। এই রমণী অসামান্যা তেজস্বিনী ছিলেন। পৌত্র যশোবন্ত রাও দাভাড়ের অপ্রাপ্তব্যবহার-কালে তিনি স্বয়ং শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানাদি করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তিনি একদা আহম্মদাবাদের সুভেদার জোরাবর খান বাবী-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে তিনি স্বয়ং রণরঙ্গিণী বেশে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক যেরূপ অলৌকিক শৌর্য্য সহকারে যুদ্ধ পরিচালন করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রীত হইয়া মহারাজ শাহু তাঁহাকে পুরস্কার-স্বরূপ সুবর্ণবলয় দান করেন। ১৭৪৭খৃষ্টাব্দে এই বীর রমণীর মৃত্যু ঘটে।

তাঁহার মৃত্যুর পর সেই দক্ষিণা-দান-কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। মহারাজ শাহুর অনুমতি লইয়া বাজী রাও উহা পুনরায় প্রবর্ত্তিত করেন। এই কার্য্যে তাঁহার বার্ষিক ৬০।৭০ সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হইত। তাঁহার পুত্র পেশওয়ে বালাজী বাজী রাওয়ের আমলে দক্ষিণার ব্যয় বার্ষিক ১৬ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। ইংরাজেরাও ১৮৫১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই দান-কার্য্য অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে ঐ টাকার একাংশ শাস্ত্রালোচনাপ্রিয় কতিপয় ব্রাহ্মণ-পরিবারকে প্রতি বৎসর নিয়মিতরূপে প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া অবশিষ্ট টাকা "দক্ষিণা প্রাইজ কমিটি"-র কার্য্যে ও "দক্ষিণা ফেলোশিপ" পরীক্ষায় নিয়োজিত করা হইয়াছে। "দক্ষিণা-প্রাইজ-কমিটি" হইতে অদ্যাপি মহারাষ্ট্রীয় ভাষার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ-লেখকেরা যোগ্যতানুসারে ৫০ টাকা হইতে ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

নিজামের সহিত সন্ধি।

সেনাপতির সহিত বিরোধ-শান্তির পর বাজী রাও নিজামকে এই গৃহবিবাদের মূল জানিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভীত হইয়া নিজাম সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। তিনি অতঃপর মহারাষ্ট্রীয়-দিগের কোনও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং

বাজী রাওকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দক্ষিণ-ভারতের সর্ব্বত্র আধিপত্যস্থাপন করিতে দিবেন বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় বাজী রাও তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। এই সময়ে কিছুদিন সাতারায় অবস্থান-পূর্ব্বক রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার দ্বারা বাজী রাও স্বদেশবাসীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির পথ পরিষ্কৃত করেন। পরবর্ত্তী বর্ষে মালবে গমনকালে নিজামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। তখন স্থির হয় যে, মালবে গমনাগমন-কালে বাজী রাওয়ের সৈন্য খানদেশে নিজামের অধিকারভুক্ত স্থানে উপদ্রব করিতে পারিবে না; পক্ষান্তরে নিজামও চৌথ ও সরদেশমুখীর টাকা বিনা তাগাদায় পেশওয়ের হস্তে যথানিয়মে প্রতিবৎসর প্রদান করিবেন।

সিদ্দির পরাজয়।

১৭২৬ খৃঃ হইতে জঞ্জীরার সিদ্দিদিগের সহিত মহারাষ্ট্র-পতির বিরোধ চলিতেছিল। সিদ্দিগণ কোনও ছিদ্র পাইলেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের দেবমন্দিরাদি ভূমিসাৎ ও অন্য প্রকারে তাঁহাদিগের ক্ষতি-সাধন করিতে বিরত হইতেন না। এই কারণে ১৭৩০ খৃঃ মহারাজ শাহু প্রতিনিধি শ্রীপতি রাও ও অপর কতিপয় সেনানীকে কয়েক বার তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের কেহই সিদ্দিদিগকে বশীভূত করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে সিদ্দিগণ বিজয়লাভে

উন্মত্ত হইয়া হিন্দু প্রজাদিগকে বলপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম-ত্যাগ করাইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন! কাজেই হিন্দুজাতির রক্ষক বাজী রাওকে মালব হইতে আহ্বান করিতে হইল। বাজী রাও রাণোজী শিন্দে ও মহ্লার রাও হোলকরকে মালবে রাখিয়া ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে স্বয়ং জঞ্জীরা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার সহিত যুদ্ধে সিদ্দিগণ পরাজিত হন। এই ঘটনায় ঐ অঞ্চলের ১১টী মহালের আয়ের অর্দ্ধাংশ মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রাপ্ত হইলেন। মহাত্মা শিবাজীর রাজধানী রায়গড় ও অপর চারিটী প্রসিদ্ধ দুর্গও তাঁহাদিগের হস্তগত হইল। এইরূপে বহুসংখ্যক সর্দ্দারের চেষ্টায় তিন বৎসরে যে কার্য্য সিদ্ধ হয় নাই, বাজী রাও সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবা মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ সুসম্পন্ন হইল। তাঁহার এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ শাহু বাজী রাওকে রায়গড় ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশের আধিপত্য প্রদান করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

মালব-অধিকার—বাদশাহী প্রদেশ আক্রমণ—মোগলদিগের পরাজয়।

গুজরাথের বিশৃঙ্খলা নিবারিত ও নিজামের সহিত সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় দক্ষিণ ভারতে সম্পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইত্যবসরে মালবে ও মোগল সাম্রাজ্যে যে সকল রাজনীতিক পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহাতে তৎপ্রতি বাজী রাওয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্যের প্রায় সর্ব্বত্র অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। দায়িত্ব-জ্ঞানশূন্য রাজ-পুরুষেরা প্রজার উপর স্বেচ্ছামত অত্যাচার করিতেন। মোগলদিগের দুর্ব্ব্যবহারে ও জিজিয়া করের জন্য রাজপুতনার হিন্দু রাজন্যবর্গ নিতান্ত উত্যক্ত হইয়া যবন-সাম্রাজ্যের বিলোপ-কামনা করিতেছিলেন। এই কারণে তাঁহারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রবর্দ্ধমানশক্তি এবং স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির রক্ষায় অনুরাগ সন্দর্শনে আশ্বস্ত হইয়া মোগল-দমনে তাঁহাদের সহায়তাগ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

হিন্দুস্থানে অসন্তোষ।

মালবে অরাজকতা।

এই সময়ে মালবের রাজা গিরিধরের মৃত্যু হওয়ায় তদীয় আত্মীয় দয়া বাহাদুর ঐ প্রদেশের সুভেদারী লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ক্রূরতায় ও অত্যাচারে মালববাসী নিতান্ত দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়াছিল। অতিরিক্ত করভারে ও রাজস্ব-কর্ম্মচারীদিগের নিষ্ঠুর ব্যবহারে প্রপীড়িত হইয়া তত্রত্য কৃষককুল আর্ত্তনাদ করিতেছিল। মালবের ঠাকুরেরা (জমীদারেরা) সুভেদারের অত্যাচার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া বহুবার দিল্লীর দরবারে প্রতীকার প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফললাভ হইল না। তখন তাঁহারা হতাশ হইয়া হিন্দু-জাতির আশ্রয়-স্থল বাজী রাওয়ের শরণাপন্ন হইলেন। এই সময়ে জয়পুরের অধিপতি মহারাজ সওয়াই জয়সিংহ মহোদয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনুরাগী ও হিন্দুদিগের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মোগল দরবারেও তাঁহার বিশেষ প্রতি-পত্তি ছিল। কিন্তু অত্যাচার-পরায়ণ মোগল সুভেদার-দিগের হস্ত হইতে দুর্ব্বল হিন্দু প্রজার রক্ষা করিতে পারেন, এরূপ সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। তথাপি হিন্দুদিগের দুর্দ্দশা-দর্শনে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। এই কারণে তিনি মালববাসীর ও রাজপুতনার সমস্ত রাজন্যবর্গের অনুরোধ-ক্রমে বাজী রাওকে উত্তর ভারতে অভিযান-পূর্ব্বক মোগল-

দিগের শাসন-পাশ হইতে হিন্দুদিগের উদ্ধার সাধন করিবার জন্য গোপনে আহ্বান করিলেন। বলা বাহুল্য, বাজী রাওয়ের পক্ষে এই নিমন্ত্রণের আবশ্যকতাই ছিল না। তিনি মোগল সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ও হিন্দু প্রজার বিড়ম্বনা দেখিয়া ইতঃপূর্ব্বেই উত্তর ভারতে মহারাষ্ট্র-শাসন প্রবর্ত্তিত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। সওয়াই জয়সিংহ-প্রমুখ রাজপুত নরপতিদিগের আহ্বানে তিনি অতীব উৎসাহসহকারে মোগল শাসন উচ্ছিন্ন করিতে অগ্রসর হইলেন।

মালব-বিজয়।

এই সময়ে রাজধানী সাতারায় তাঁহার উপস্থিতি আবশ্যক হওয়ায় বাজী রাও স্বীয় যশস্বী সেনানী মহলার রাওয়ের প্রতি মালবে অভিযানের ভার অর্পিত করিলেন। মহলার রাও দ্বাদশ সহস্র সেনা সহ বুহানপুরে উপস্থিত হইলে ইন্দোরের জমিদার রাও নন্দলাল মণ্ডল চৌধুরী তাঁহার প্রত্যুদ্গমনের জন্য নর্ম্মদাতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। এদিকে দয়া বাহাদুরও এই সংবাদ অবগত হইয়া স্বীয় সৈন্যদল সহ মহারাষ্ট্রীয়দিগের গতিরোধের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তিনি সমস্ত প্রসিদ্ধ পথ ঘাটে মোগল সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু রাও নন্দলাল ও অপর ঠাকুরগণের সহায়তায় মহারাষ্ট্র-বাহিনী নানা গুপ্ত পথে মালবে প্রবেশ-লাভ করিল।

তাঁহাদিগের "হর হর মহাদেব" শব্দে দয়া বাহাদুর চমকিত হইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁহার পাঠান সৈন্যের সহিত মহ্লার রাওয়ের মারাঠা সেনার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। দয়া বাহাদুর স্বয়ং হস্তি পৃষ্ঠে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সৈন্য-চালনা করিতেছিলেন। এক প্রহরকাল তুমুল যুদ্ধের পর তিনি তিন সহস্রাধিক সৈন্য সহ নিহত হইলেন। বিজয়ী মহারাষ্ট্রীয়েরা মালব হইতে মোগল আমলদারগণের নিরাকরণ ও আপনাদিগের একাধিপত্য-স্থাপন-পূর্ব্বক সুশাসনে মালববাসী প্রজাপুঞ্জকে ও স্থানীয় ঠাকুরদিগকে সুখী করিলেন। ১৭৩২ খৃঃ।

শাসনাধিকার লাভ।

এইরূপে মালব প্রদেশ হস্তচ্যুত হওয়ায় দিল্লীশ্বর মহম্মদ খান বঙ্গষের প্রতি উহার উদ্ধারের ভার অর্পণ করেন। কিন্তু বঙ্গষ বহু চেষ্টাতেও সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারায় মহারাজ সওয়াই জয়সিংহের প্রতি মালবে মোগলশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভার অর্পিত হয়। বলা বাহুল্য, দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে বালাজী বিশ্বনাথ যখন জয়পুরপতির সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, তখনই বাজী রাও ও জয় সিংহের মধ্যে বিশেষ সখ্য ঘটিয়াছিল। তদ্ভিন্ন মহারাষ্ট্রীয়দিগের মালব-বিজয়-ব্যাপারের মূলেও তিনি ছিলেন। এই দুই

কারণে তিনি বাদশাহকে বাজী রাওয়ের সহিত বিরুদ্ধতা-চরণের সংকল্পত্যাগ করিতে পরামর্শ দান করিলেন। দুর্ব্বল বাদশাহকে অগত্যা তাহাই স্বীকার করিতে হইল। মহারাজ জয়সিংহের চেষ্টায় বাজী রাও মৌখিকভাবে মালবের অস্থায়ী শাসনাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। জয়সিংহ নামে-মাত্র মালবের সুভেদার রহিলেন।

গুজরাথে বিপ্লব।

কিন্তু বাজী রাও মৌখিক অধিকার-লাভে সন্তুষ্ট হইবার লোক ছিলেন না। তিনি বাহুবলে যাহা লাভ করিয়াছিলেন, বাদশাহী সনন্দের বলে তাহা সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দিল্লীর দরবার কিছুতেই তাঁহাকে লিখিত সনন্দ দান করিতে সম্মত হইলেন না। গুজরাথে মহারাষ্ট্রীয়েরা সরবুলন্দ খানের সহিত সন্ধি করিয়া যে চৌথ ও সরদেশমুখীর স্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন, বাদশাহ তাহাও ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কেবল তাহাই নহে, সরবুলন্দ খান বাজী রাওকে ঐ স্বত্ব দান করিয়াছিলেন বলিয়া দিল্লীর দরবার হইতে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া যোধ-পুরের রাজা অভয় সিংহকে গুজরাথের সুভেদাররূপে প্রেরিত করা হয়। অভয় সিংহ অতীব ক্রূরপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি স্বীয় পিতাকে হত্যা করিয়া যোধপুরের সিংহাসন অধিকার

করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে পিলাজী গায়কোয়াড়ের পরাজয় ঘটে। অতঃপর অভয় সিংহ গুপ্তঘাতকের দ্বারা তাঁহার বধসাধন করেন! এই ঘটনায় মহারাষ্ট্রীয়েরা ভীত না হইয়া বরং অধিকতর উত্তেজিত হন। তাঁহাদিগের উগ্র মূর্ত্তি প্রকাশিত হইলে অভয় সিংহ ভয় পাইয়া স্বদেশে পলায়ন করেন। গুজরাথ পুনর্ব্বার মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হইল। কিন্তু বাজী রাও বাদশাহের নিকট প্রার্থনা করিয়াও গুজরাথ ও মালবের সম্বন্ধে লিখিত সনন্দ পাইলেন না। এই সকল কারণে ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন সিদ্দিদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, তখন তাঁহার সর্দ্দার শিন্দে ও হোলকরকে দিল্লী-আগ্রা পর্য্যন্ত মোগল প্রদেশ আক্রমণ করিবার আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন।

স্বামীজীর উপদেশ।

এতদ্ভিন্ন দিল্লী আক্রমণের আর একটী কারণ হইয়াছিল। বাজী রাওয়ের সামরিক ব্যয় অতিশয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহার অনেক ঋণ হইয়াছিল। সৈনিকগণ সময়ে বেতন না পাওয়ায় অতীব অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল, বাজী রাও বড় বিপন্ন হইলেন। মহাত্মা রামদাস স্বামী যেমন রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি-বিষয়ে ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর গুরু ছিলেন, সেইরূপ শ্রীমদ্ ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী নামে এক মহাপুরুষ বাজী রাওয়ের গুরু ও রাজ-

নীতিক পরামর্শদাতা ছিলেন। বাজী রাও নিতান্ত বিপন্ন হইয়া এই সময়ে তাঁহাকে পত্র লিখেন। উত্তরে স্বামীজী তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান যে,—"বিপদের সময় ধৈর্য্যলোপ তোমার ন্যায় ব্যক্তির অনুচিত। তুমি মালবদেশ সম্পূর্ণ অধিকারপূর্ব্বক দিল্লী আক্রমণের চেষ্টা কর। তাহা হইলেই অর্থকষ্ট-নিবারণ, ম্লেচ্ছ-দমন ও হিন্দু সাম্রাজ্যের বিস্তার—এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।" এইরূপ উপদেশ-সম্বলিত পত্র পাঠ করিয়া বাজী রাও ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইবার সংকল্প করিলেন।

সন্ধি-কামনা।

বাজী রাওয়ের আদেশে মহারাষ্ট্র-সেনা মালব হইতে চাম্বেল (চর্ম্মণ্বতী) নদীর তীরদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইল। মহ্লার রাও হোলকরের অধীনতায় এক দল সৈন্য আগ্রা অতিক্রম করিল। তাহাদিগের তাণ্ডব-নৃত্য-দর্শনে বাদশাহ শঙ্কিত হইলেন। প্রধান মন্ত্রী খান্-দৌরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। বাদশাহের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি বাজী রাওকে মালবের চৌথ ও সরদেশমুখী এবং গুজরাথের সরদেশমুখী স্বত্বের সনন্দ দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু বাদশাহের অধীন তুরাণী সর্দ্দারগণের প্রতিবন্ধকতায় সে প্রস্তাব রহিত হইল। তখন খান-দৌরা

বাজী রাওকে জানাইলেন যে, বাদশাহ তাঁহার সন্ধির বিনিময়ে চাম্বেল নদীর দক্ষিণাঞ্চলস্থিত মোগল শাসিত প্রদেশ হইতে বার্ষিক ১৩ লক্ষ টাকা এবং পশ্চিমে বুন্দী ও কোটা হইতে পূর্ব্বদিকে বুধাৰর পর্য্যন্ত সমস্ত রাজপুত-শাসিত প্রদেশ হইতে বার্ষিক ১০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা করাদায়ের অধিকার দান করিতে প্রস্তুত আছেন। বাজী রাওকে শেষোক্ত অধিকারপ্রদানে তুরাণীদের একটি গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। তুরাণী রাজপুরুষেরা মনে করিয়াছিলেন, রাজপুতনার করাদান উপলক্ষে মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুতদিগের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইবে, উভয়েই গৃহ-বিবাদে জর্জ্জরিত হইবেন, এবং সেই সুযোগে মোসলমানগণ আপনাদিগের প্রণষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধারের অবকাশ পাইবেন।

পেশওয়ের প্রস্তাব।

বাজী রাও দিল্লী দরবার-স্থিত মহারাষ্ট্র-দূতের মুখে এ সংবাদ অবগত হইলেন। মোগল দরবারের কপটতা ও গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তিনি পূর্ব্ব প্রস্তাবের প্রত্যাহার করত নিম্ন লিখিত প্রস্তাবগুলি বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিলেন।

১। সমস্ত মালব প্রদেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে জায়গীরস্বরূপ প্রদত্ত হউক।

২। ঐ প্রদেশের যে সকল অংশ রোহিলাদিগের

শাসনাধীন রহিয়াছে, তাহা অধিকার করিবার অনুমতি প্রদান করা হউক।

৩। মাণ্ডু, ধার ও রাণীন—এই তিনটি দুর্গ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দেওয়া হউক।

৪। চামেলী (চাম্বেল) নদীর দক্ষিণস্থিত সমস্ত প্রদেশ জায়গীর-স্বরূপ এবং তথায় ফৌজদারী শাসনের অধিকার দান করা হউক।

৫। বাদশাহী ধনাগার হইতে নগদ ৫০ লক্ষ টাকা অথবা তৎপরিবর্ত্তে বঙ্গদেশের কিয়দংশ মহারাষ্ট্র-পতির হস্তে অর্পিত হউক।

৬। বারাণসী, প্রয়াগ, গয়া ও মথুরা এই চারিটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্রের সম্পূর্ণ শাসনাধিকার বিধর্ম্মীদিগের হস্ত হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া হিন্দু-পতি মহারাজ শাহুকে প্রদান করা হউক।

৭। দক্ষিণ ভারতের "সর-দেশপাণ্ডে" পদের স্বত্ব মহারাষ্ট্রীয়দিগকে সমর্পিত হউক।

বাজী রাওয়ের এই সকল প্রার্থনার মধ্যে একটীর অধিক পূর্ণ হইল না। খান দৌরা বাজী রাওয়ের নিকট হইতে ৬ লক্ষ টাকা উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সমগ্র দক্ষিণা-

পথের "সরদেশপাণ্ডে" নামক পদের স্বত্ব দান করিলেন। এই স্বত্বানুসারে বাজী রাও নিজাম শাসিত প্রদেশের সমস্ত আয়ের উপর শতকরা ৫৲ টাকা বা মোট বার্ষিক নব্বই লক্ষ টাকা আদায় করিবার অধিকার পাইলেন। নিজামের সহিত খান দৌরার মনোমালিন্য ছিল। বলা বাহুল্য, তিনি নিজামকে অবজ্ঞাত করিবার উদ্দেশেই বাজী রাওকে এই স্বত্ব দান করিয়াছিলেন। নিজামের উপর প্রভূত্ব-বিস্তারের সুযোগ ত্যাগ করা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় বাজী রাও ছয় লক্ষ টাকা দিয়া এই স্বত্ব বাদশাহের নিকট ক্রয় করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা-বোধ করিলেন না। সুতরাং বাজী রাওয়ের প্রতি নিজামের বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইল।

সরদেশপাণ্ডে।

এ দিকে বাজী রাওয়ের সমস্ত প্রার্থনা পূর্ণ না হওয়ায় তিনি বাহু-বলে অভীষ্ট-লাভ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া বাদশাহকেও আত্মরক্ষার উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইল। তিনি নিজাম-উল্-মুল্ককে বন্ধুভাবে পত্র লিখিয়া তাঁহার পূর্ব্বকৃত বিদ্রোহাপরাধ-মার্জ্জনা ও তাঁহার নিকট মহারাষ্ট্র-অভিযান-নিবারণের জন্য সৈন্যসাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বলা

বাহুল্য, তাহাতে নিজামের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া স্বীয় সৈন্যদল সহ বাদশাহের সহায়তা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

প্রথম সংঘর্ষ।

এই সংবাদ অবগত হইয়া বাজী রাও সসৈন্য দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি গুরুভার যুদ্ধোপকরণসমূহ বুন্দেলখণ্ডের রাজা জগৎ রায়ের নিকট রাখিয়া একদল ক্ষিপ্রগামী সৈন্য সহ মোগল রাজধানী আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইলেন। খান্ দৌরার অধীনতায় বাদশাহী ফৌজ তাঁহার গতিরোধের জন্য আগ্রা যাত্রা করিল। অযোধ্যার সুভেদার সাদত খান সহসা এক দল সৈন্যের সহিত আগ্রার সন্নিকটে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিলেন। তাহাতে কতিপয় মহারাষ্ট্রীয়-সৈন্য নিহত হওয়ায় হোলকর পশ্চাৎপদ হইয়া যমুনার অপর পারে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই জয়লাভে অতীব উৎফুল্ল হইয়া সাদত খান বাদশাহকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে,—"আমরা দুই সহস্র মহারাষ্ট্র-সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত করিয়াছি। মহ্লার রাও হোলকর সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছেন। এক জন মারাঠা সেনানী আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়াছে; মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রাণভয়ে চাম্বেল নদী উত্তীর্ণ হইয়া পলায়ন করিয়াছে।

পলায়নকালে যমুনা পার হইতে গিয়া দুই সহস্র মারাঠা সৈন্য জলমগ্ন হইয়াছে!" বলা বাহুল্য, এই পত্রের বিবরণ সম্পূর্ণ অলীক ছিল। কিন্তু ইহাতে দিল্লীর দরবারে আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইল। বাজী রাওয়ের দর্প চূর্ণ হইয়াছে বলিয়া দিল্লীর উমরাহেরা উৎসব করিতে লাগিলেন এবং আগ্রাস্থিত মহারাষ্ট্রীয় দূতকে অবজ্ঞাত করিয়া বিতাড়িত করিয়া দিলেন (১৭৩৪ খৃঃ)।

সন্ধির প্রস্তাব।

বাজীরাও তখন রাজপুতনায় ছিলেন। তিনি বুধাবরের রাজপুত রাজাকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার নিকট কর গ্রহণ ও তথায় স্বীয় আধিপত্য স্থাপন-পুরঃসর মহ্লার রাওয়ের সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন। এমন সময়ে হোলকরের পরাজয়বার্ত্তা তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি প্রত্যহ বিংশতিক্রোশ পথ অতিক্রমপূর্ব্বক বিদ্যুদ্বেগে দিল্লীর নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং মহারাষ্ট্র-দূতের অবমাননার প্রতিকারস্বরূপ দিল্লী নগরীকে অগ্নিসংযোগে ভস্মসাৎ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সংবাদে দিল্লীবাসীরা ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বাজী রাও অকারণ নিষ্ঠুরতার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার নিকটে বাদশাহের মর্য্যাদা-রক্ষাও নীতিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইল। এই কারণে

তিনি দিল্লীর লুণ্ঠন বা দাহ না করিয়া বাদশাহের নিকট সন্ধি-প্রার্থনা-পূর্ব্বক একখানি পত্র লিখিলেন।

মোগল-বিজয়।

১৭৩৪ খৃঃ ১লা মে বাদশাহ মহারাষ্ট্র-দূতকে পুনর্ব্বার দিল্লীতে প্রেরণের জন্য বাজী রাওকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দিল্লীর অবস্থা সে সময়ে যেরূপ হইয়াছিল, তাহাতে বাজী রাও মহারাষ্ট্র-দূতকে তথায় প্রেরণ নিরাপদ বলিয়া মনে করিলেন না। ইতোমধ্যে সাদত খান সমরলিপ্সু হইয়া সসৈন্যে আগ্রায় উপস্থিত হইলেন। বাজী রাও জানিতেন যে, বাদশাহ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি-প্রার্থী হইলেও তাঁহার সর্দ্দার ও উমরাহেরা সে প্রস্তাবে প্রতিকূলতা করিতেছিলেন। এই কারণে বিনা যুদ্ধে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না। তিনি যে স্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা যুদ্ধের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল না। সুতরাং বাজী রাও দিল্লীর ঈশানকোণস্থিত একটী বিশাল প্রান্তরের দিকে সরিয়া গিয়া শিবের সংস্থাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সন্ধিসূচক পত্রপ্রেরণ ও পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া দিল্লীর উমরাহগণ বিপরীত বুঝিলেন। তাঁহারা বাজীরাওকে ভীত মনে করিয়া সহসা অষ্ট সহস্র সৈন্যসহ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তখন উভয় পক্ষে যুদ্ধ

বাধিল এবং তাহাতে ৬ শত মোগল-সেনা নিহত হইল। তদ্ভিন্ন মোগল-পক্ষীয় একজন সর্দ্দার আহত ও একজন সেনানী নিহত হইলেন। এই যুদ্ধে মোগলদিগের একটী হস্তী ও দুই সহস্র অশ্ব মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হয়। অতি অল্পসংখ্য মারাঠা সৈন্য এসংঘর্ষে বিনষ্ট হইয়াছিল।

সন্ধি।

এই যুদ্ধে জয়লাভের পর বাজী রাও সসৈন্যে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে না করিতে মীর কমর উদ্দীন খান নামক এক জন মোগল সর্দ্দার একদল সৈন্যসহ সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তখন সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ হইয়াছিলেন। সুতরাং স্বল্প ক্ষণ যুদ্ধের পর নিশার সমাগম হওয়ায় উভয় পক্ষই অস্ত্রসংবরণ করিলেন। বাজী রাও রাত্রিমধ্যে কমর উদ্দীনকে বেষ্টন-পূর্ব্বক অবরুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শিবিরের সন্নিকটে একটী ১৬ ক্রোশব্যাপী ঝিল থাকায় তাঁহার সে সুবিধা ঘটিল না। ইতোমধ্যে খান দৌরা ও সাদত খান মীর কমর উদ্দীনের সহায়তার জন্য আগমন করিলেন। কাজেই বাজী রাওকে তথা হইতে স্বীয় শিবির অধিকতর নিরাপদ স্থানে সরাইতে হইল। কিন্তু এই সমবেত মোগল সর্দ্দারেরা আর বাজী রাওয়ের সহিত সংঘর্ষ বৃদ্ধি করা সঙ্গত মনে করিলেন না। প্রথম যুদ্ধেই বাজীরাও ও তাঁহার

মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের বিক্রম দেখিয়া দিল্লীর উমরাহ্‌গণের চৈতন্যোদয় হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহারা বিরোধে নিবৃত্ত হইয়া বাদশাহের পক্ষ হইতে বাজী রাওয়ের সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। সেই অবকাশে বাজী রাও গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্ব্বেদীতে (দোয়াবে) স্বীয় অধিকার স্থাপন করিবার চেষ্টায় ছিলেন। এমন সময়ে সহসা মহারাজ শাহু তাঁহাকে কোঙ্কণ-স্থিত ফিরিঙ্গীদিগের দমনের জন্য আহ্বান করিলেন। কাজেই বাজী রাওকে (১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে মে মাসে) বাদশাহের সহিত সন্ধি করিয়া যথাসম্ভব সত্বর সাতারায় প্রতিগমন করিতে হইল। এই সন্ধির ফলে বাজী রাও বাদশাহের নিকট হইতে মহারাজ শাহুর জন্য মালবপ্রদেশের একচ্ছত্র অধিকার ও যুদ্ধব্যয়স্বরূপ ত্রয়োদশ লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নবম অধ্যায়।

ভূপালের যুদ্ধে নিজামের দর্পনাশ—নাদির শাহের অভিযান।

দিল্লীর সংবাদ।

ইতঃপূর্ব্বে মারাঠাগণের বিরুদ্ধে বাদশাহকে সাহায্য করিবার জন্য নিজাম উল্-মুল্ক্ সসৈন্যে দিল্লীতে আহূত হইয়াছিলেন। নিজামকে এই কার্য্যে তৎপর করিবার জন্য বাদশাহ তাঁহার পুত্রকে মালব ও গুজরাথ প্রদেশের সুভেদারীর সনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। দিল্লীতে বাজী রাওয়ের হস্তে বাদশাহী সৈন্যের পরাজয় ঘটিবার পর নিজাম-উল্-মুল্ক্ সসৈন্য উত্তর-ভারতে উপস্থিত হন। তিনি যাহাতে নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইতে না পারেন, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিতে, বাজী রাও স্বীয় ভ্রাতা চিমণাজীকে দিল্লী হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু পোর্ত্তুগীজদিগের উপদ্রবের জন্য চিমণাজী সে বিষয়ে কিছুই করিতে পারেন নাই। কাজেই নিজাম নির্ব্বিঘ্নে নর্ম্মদা পার

হইলেন, এবং দিল্লীতে গিয়া বাদশাহের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। তখন বাদশাহ বাজী রাওয়ের সহিত যে সন্ধি করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া নিজামকে মারাঠাগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি সামন্ত রাজপুত নরপতিদিগকেও নিজামের সহায়তা করিবার জন্য আদেশ করিলেন। বুন্দীর রাজা ভিন্ন আর সকলেই এ সময়ে নিজামের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। মহারাজ সওয়াই জয়সিংহও এই অভিযানে স্বীয় পুত্রকে সসৈন্যে নিজামের সহকারিতার জন্য প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। রোহিলারাও এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। এইরূপে দিল্লীশ্বরের সমস্ত সামন্ত নরপতিকে সঙ্গে লইয়া যখন নিজাম গঙ্গা-যমুনার অন্তর্ব্বেদী হইতে মালবের অন্তর্গত সিরোঞ্জে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার নিকট ৫০ সহস্র সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন কোটার রাজা দুর্জ্জন সাল ও অযোধ্যার নবাব সাদত খানের ভ্রাতুষ্পুত্র বিংশতি সহস্র সৈন্য সহ নিজামের সহিত মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। অওরঙ্গাবাদেও দশ বার হাজার মোগল সৈন্য বাজী রাওকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। অধিকন্তু নিজামের তোপখানাও অতি উৎকৃষ্ট ছিল। দিল্লী ত্যাগকালে নিজাম-উল্-মুল্ক বাদশাহের নিকট প্রতিজ্ঞা

করিয়াছিলেন যে, তিনি অতঃপর মারাঠাদিগকে মালবে পদার্পণ করিতে দিবেন না। (১)

পেশওয়ের রণসজ্জা।

এদিকে বাজী রাও যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত প্রায় ৮০ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইলেন। ১০৩৮ খৃঃ জানুয়ারি মাসে ভূপাল (ভোপাল) নামক স্থানে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বাজী রাও নিজামকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করিবেন, সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল সত্বর গতিতে মালবে উপস্থিত হইতে বাধ্য হওয়ায় নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল। এই কারণে তিনি একেবারে নিজামকে আক্রমণ করিতে পারিলেন না। এই সময়ে নিজাম যদি বাজী রাওকে আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে সে যুদ্ধে জয়লাভ করা বাজী রাওয়ের পক্ষে অতীব কষ্টসাধ্য হইত। কিন্তু তিনি তাহা করিতে সাহসী না হইয়া ভূপাল নামক দুর্গের নিকট শিবির-সংস্থাপনপূর্ব্বক বাজী রাওয়ের আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানের একদিকে একটি নদী ও অপর দিকে একটি

(১) নিজামের এই সৈন্য-সংখ্যার বিবরণ চিমণাজী আপ্পা কর্ত্তৃক ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ২২এ ডিসেম্বর (পৌষ শুক্লা প্রতিপৎ) তারিখে শ্রীমদ্-ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীকে লিখিত পত্র হইতে গৃহীত হইল।

বিস্তীর্ণ জলাশয় ছিল। নিজামের বিবেচনা মতে তিনি অতি সুদৃঢ় স্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহার বুদ্ধিদোষে উহাই তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইল। প্রথম দিনের যুদ্ধেই নিজামের পক্ষীয় ৫শত রাজপুত নিহত এবং ৭শত অশ্ব মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তগত হয়। মহারাষ্ট্র-পক্ষে ১শত সৈনিক নিহত ও ৩শতজন আহত হইয়াছিল। আর একদিনের যুদ্ধে মোসলমানগণের ১৫শত সৈনিক গতাসু হয়। নিজাম দুর্গের আশ্রয়ত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে অগ্রসর হইলে, সহজেই তাঁহার পরাজয়-সাধন করিতে পারা যাইবে, ভাবিয়া বাজী রাও প্রথমে একটু দূরে সরিয়া গেলেন। কিন্তু নিজাম দুর্গের আশ্রয় ত্যাগ করিলেন না। তখন বাজী রাও নিজামকে চতুর্দ্দিক্ হইতে বেষ্টিত করিয়া অবরুদ্ধ করিলেন। নিজাম পিঞ্জর-বদ্ধ হইয়া বাদশাহের নিকট সহায়তা চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি প্রধান মন্ত্রী খান দৌরার ও বাদশাহের আন্তরিক বিরাগ বশতঃ দিল্লী হইতে সাহায্য আসিল না। কাজেই নিজামের সহকারী রাজপুতেরা বাজী রাওয়ের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু নিজামকে শিক্ষা দিবার জন্য বাজী রাও প্রথমে সে দিকে কর্ণপাত করিলেন না।

সংঘর্ষ।

এদিকে খাদ্যসামগ্রীর অভাবে নিজাম বিশেষ ক্লিশ হইতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র নাসির জঙ্গ এই সংবাদ পাইয়া পিতার সহায়তার জন্য সৈন্য সহ ভূপাল অভিমুখে আসিতেছিলেন। কিন্তু বাজী রাওয়ের নির্দেশ-ক্রমে তাঁহার ভ্রাতা চিমণাজী আপ্পা স্বীয় সৈন্যবল সহ নাসিরের গতিরোধ করিতে লাগিলেন। পুত্রের বিলম্ব দেখিয়া নিজাম একবার সাহসপূর্ব্বক বাজী রাওয়ের ব্যূহভেদ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে গুরুভার যুদ্ধোপকরণাদি থাকায় সে চেষ্টা সম্যক্ ফলবতী হইল না। পরন্তু বাজী রাও সসৈন্যে তাঁহার উপর আপতিত হওয়ায় তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া ভূপাল দুর্গে প্রবেশ করিলেন। বাজী রাওয়ের নিকট দুর্গ প্রাচীর ভেদকরণোপযোগী আগ্নেয় অস্ত্রাদি না থাকিলেও তাঁহার সৈনিকগণের বাণ ও গুলির বর্ষণে জর্জ্জরিত হইয়া নিজামকে দুর্গের আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে হইল। সেই সময়ে বাজী রাও তাঁহার তোপখানা অধিকার করিবার চেষ্টা করায় বহু সংখ্যক মহারাষ্ট্রীয় নিজামের তোপের মুখে উড়িয়া গেল! তথাপি বাজী রাওয়ের অদম্য সেনাদল তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে ক্ষান্ত হইল না। নিজাম কিছুতেই মারাঠা সৈন্যের অবরোধ ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। চতু-

নিজামের পরাভব।

র্ব্বিংশতি দিবস এইরূপ কষ্টে যাপন করিয়া নিরুপায় নিজাম বাজী রাওয়ের শরণাপন্ন হইলেন।

তাঁহার দুর্দ্দশা।

নাসির জঙ্গের গতিরোধ করিবার জন্য বাজী রাও চিমণাজীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন,—"নবাব (নিজাম-উল্-মুল্ক) বয়োজ্যেষ্ঠ, যুদ্ধ-ব্যাপারে বহুদর্শী ও বিচক্ষণ হইয়াও কিরূপে এত সহজে জালবদ্ধ হইলেন, তাহা ভাবিয়াই আমার পুনঃ পুনঃ বিস্ময়ের উদ্রেক হইতেছে। দিল্লী অঞ্চলে গুজব উঠিয়াছে, এইবার নিজাম-উল্-মুল্কের সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটিবে। এখন বঙ্গষের ন্যায় নবাবের দুর্গতি ঘটিতেছে। চারি দিনের অবরোধেই তাঁহার শিবিরে আটার দর টাকায় ৪ সের হইয়াছিল। হস্ত্যশ্বাদি অনাহারে কষ্ট পাইতে লাগিল। পরশ্ব ২৫এ রমজান (৬ই ফেব্রুয়ারি ১৭৩৮ খৃঃ) মোগল পাঠানেরা ভাড়ার গাড়ীর গরু খাইয়াছে। রাজপুতেরা উপবাস করিতেছে! আয়ামল্ল প্রভৃতি জাঠ সর্দ্দারেরা নবাবের সহিত সন্ধি করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন।" এই পত্রের অপর স্থানে লিখিত আছে, "এ সময়ে তুমি যত পার, সৈন্যসংগ্রহ-পূর্ব্বক দাভাড়ে, ভোঁসলে, যাদব, গায়কোয়াড় ও সরলষ্কর প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য সর্দ্দারগণকে সঙ্গে লইয়া আইস। যদি এই সময়ে

সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার একমত ও সমবেত হইয়া অধ্যবসায় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সমগ্র দক্ষিণ ভারত মোসলমানের শাসনপাশ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইবে।” দুর্ভাগ্যক্রমে মহারাজ শাহুর আদেশ-সত্ত্বেও বাজী রাওয়ের প্রতি ঈর্ষ্যাবশতঃ অনেক সর্দ্দারই এই সময়ে তাঁহার সহায়তায় ক্ষিপ্রতা-প্রকাশ করিলেন না।

সন্ধির সর্ত্ত।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া নিজাম বাজী রাওয়ের শরণাপন্ন হইলে, সন্ধির কথাবার্ত্তা স্থির হইল। সমস্ত মালবদেশ এবং নর্ম্মদা ও চাম্বেলের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তগত হয়; তিনি বাদশাহকে বলিয়া তাহাই করিয়া দিবেন এবং যুদ্ধব্যয়স্বরূপ ৫০ লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ড প্রদান করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া নিজাম বাজী রাওয়ের কবল হইতে সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন (১৭৩৮ খৃঃ ৭ই জানুয়ারি)। এই সময় হইতে মালবে মহারাষ্ট্রীয় অধিকার নিষ্কণ্টক হইল। এই যুদ্ধজয়ের সংবাদ স্বীয় কনিষ্ঠকে জ্ঞাপন করিবার সময় বাজী রাও (১৭৩৮ খৃঃ ৮ই জানুয়ারি) লিখিয়াছিলেন, “যে নবাব চৌথ ও সরদেশমুখী স্বত্বের নাম মুখে আনিতেন না, তিনি এখন সমগ্র মালব পরিত্যাগের সনন্দ স্বহস্তে লিখিয়া দিলেন! সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর-কালে

তাঁহার মুখ হইতে পশ্চাল্লিখিত কথাগুলি বাহির হইল;— "আজ পর্য্যন্ত যাহা কখনও হয় নাই, এ সময়ে আমাকে তাহাই করিতে হইল।" এইরূপে যে মালবের সুভেদারী পদে তাঁহার পুত্র অল্প দিন পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই মালবের সমস্ত অধিকার এক্ষণে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইল, ইহা সামান্য ঘটনা নহে। মহারাজের তপোবলে ও পিতৃপুণ্যফলে এই দুষ্কর কার্য্য সাধিত হইয়াছে। নতুবা নবাবের ন্যায় অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তির পরাভব-সাধন কত দূর সম্ভবপর ছিল, তাহা বুঝিতেই পারিতেছ।" বীরজনোচিত শৌর্য্যসাহসের সহিত এইরূপ দর্পহীনতা বাজী রাওয়ের চরিত্রে বহুস্থলে দৃষ্ট হয়। সে যাহা হউক, কোটার রাজা দুর্জ্জনসাল এই যুদ্ধকালে নিজামের পক্ষাবলম্বনে বাজী রাওয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাজী রাও যুদ্ধে জয়ী হইলে তিনি আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও সখ্যস্থাপন করেন। দুর্জ্জনসালের শাসনাধীন "নহরগড়" দুর্গ মোসলমানেরা অধিকার করিয়া তথায় আপনাদিগের শাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। বাজী রাও তাহার উদ্ধার-সাধন করিয়া উহা কোটাপতির হস্তে সমর্পণ করেন। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের প্রারম্ভে এই ঘটনা ঘটে।

সৌজন্য।

পরবর্ত্তী অব্দের প্রারম্ভে দিল্লী অঞ্চলে যে রাজনীতিক বিপ্লব উপস্থিত হইল, সে জন্য বাজী রাওকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়।

দিল্লীর বিপ্লব।

কোঙ্কণ প্রদেশ হইতে দুর্ব্বৃত্ত পোর্ত্তুগীজদিগের আংশিক দমন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হইতে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, ইরাণের অধিপতি নাদিরশাহ দিল্লী আক্রমণ-পূর্ব্বক মোগলদিগের পরাভব ও ময়ূরসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন! তাঁহার সহিত যুদ্ধে নিজাম পরাজিত, সাদত খান বন্দীভূত ও খান দৌরা নিহত হইয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি একলক্ষ সৈন্যসহ দক্ষিণ ভারত আক্রমণেরও উদ্যোগ করিতেছেন। এই সংবাদে বাজী রাও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত নাদির শাহের গতিরোধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নাসিরজঙ্গকে পত্র লিখিলেন যে,"নাদির শাহ হিন্দু ও মোসলমান উভয়েরই শত্রু; অতএব এ সময়ে আমাদিগের গৃহ-বিবাদ ভুলিয়া তাঁহার গতিরোধ সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।" তিনি চিমণাজী আপ্পাকেও কোঙ্কণে পোর্ত্তুগীজদিগের দমন স্থগিত রাখিয়া সসৈন্যে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত অনুরোধ-পূর্ব্বক ২৩এ মার্চ্চ (১৭৩৯ খৃঃ) শুক্রবার এক পত্র লিখিলেন। সেই পত্রের কিয়দংশ এস্থলে অনূদিত হইল। বাজী রাও লিখিতেছেন,—

বাজী রাওয়ের পত্র।

"শ্রীয়া সহ চিরঞ্জীব রাজশ্রী আপ্পা সমীপেষু, বাদশাহ ও তাঁহার আমীরেরা কাপুরুষতার জন্য ক্ষণে ক্ষণে অপদস্থ হইতেছেন। নবাব নিজাম-উল্-মুল্কের অবস্থাও অতীব হীন হইয়াছে। অতঃপর দক্ষিণ-ভারতে "ম্লেচ্ছ" শক্তির নাম গন্ধও রাখিব না। সমস্ত গড় কোট কেল্লা হস্তগত করিতে হইবে। তুমি বসইর (Bassein) যুদ্ধ-ব্যাপার শেষ করিয়া সসৈন্য অওরঙ্গাবাদে উপস্থিত হইলে সমস্ত মোগল-প্রদেশ-শাসনের ব্যবস্থা করা যাইবে। আমি খানদেশের বন্দোবস্ত করিতেছি। সংপ্রতি তোহমস্ত কুলি (নাদির শাহ) বাজী জিতিয়াছে। কিন্তু সমগ্র হিন্দু জাতি সমবেত হইয়া এসময়ে সাহস প্রকাশ করিলে এবং আমরা সমস্ত দাক্ষিণাত্য সৈন্যসহ অভিযান করিতে পারিলে, **সর্ব্বত্র হিন্দুদিগেরই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে,** এরূপ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।"

স্বামীজীকে লিখিত পত্র।

ইহার দুই দিন পূর্ব্বে তিনি স্বীয় দীক্ষা-গুরু পরমহংস শ্রীমদ্‌ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীকে যে সুদীর্ঘ পত্র লিখেন, তাহার একাংশ এইরূপ—

"তোহমস্ত কুলি দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। চাকতাইদিগের (মোগলদিগের) সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইল, সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দুদিগের পক্ষেও ঘোর বিপৎকাল সমুপস্থিত

হইয়াছে। আমার বিপত্তির সীমা নাই। আমি সৈন্যের ব্যয়-নির্ব্বাহ করিতে করিতে ঋণসাগরে মগ্ন হইয়াছি। তবে স্বামীজীর আশীর্ব্বাদ যতক্ষণ আমার মস্তকে বর্ষিত হইতেছে, ততক্ষণ আমি কোনও বিষয়ে চিন্তা করি না। কেবল আপনার অবগতির জন্য প্রকৃত অবস্থা বিবৃত করিলাম। ভবিষ্যকর্ত্তব্যতা-সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনীয়।” পরে ২৪এ মার্চ্চের পত্রে তিনি লিখিতেছেন,—“স্বামীজীর আশীর্ব্বাদ-পত্র পাইয়া পরম আনন্দলাভ করিলাম। তোহমস্ত কুলি খান দিল্লী অধিকার করিয়াছেন। (আমরা ভিন্ন) আর কেহ তাঁহার শত্রু নাই। এখন তিনি আমাদিগের ও আমরা তাঁহার শত্রু। অতএব দিল্লী হইতে তাঁহার দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে যাহাতে সমস্ত মারাঠা সৈন্য চামেলী (চাম্বেল) নদী উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিতে পারে, যাহাতে তিনি এদিকে অগ্রসর হইতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতেছি। এসময়ে বড় গুরুতর বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি অবশ্যই এবিষয়ে নিশ্চিন্ত নহেন। আপনার আশীর্ব্বাদে মঙ্গলই ঘটিবে।” এইরূপে বাজী রাও মহারাষ্ট্র সেনা একত্র করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি নাসির জঙ্গের ন্যায় সমস্ত রাজপুত রাজাদিগকেও গোপনে পত্র লিখিয়া নাদিরের গতিরোধে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত

করিয়াছিলেন। ফলতঃ নাদির শাহ যাহাতে চাম্বেল নদী উত্তীর্ণ হইতে না পারেন, বাজী রাও তাহার আবশ্যক উপায় অবলম্বনে কোনও প্রকার ক্রটী করেন নাই।

নাদির শাহ। নাদির শাহের দিল্লী আক্রমণের কারণাবলী ও তৎকৃত অত্যাচার ও উৎপীড়নের আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। তথাপি এ সম্বন্ধে একটী কথা বলা আবশ্যক। নাদির শাহ ভারত-আক্রমণের যে সকল আয়োজন করিতেছিলেন, তাহা দিল্লীর দরবার বহুদিন জানিতে পারেন নাই। এমন কি, তিনি সিন্ধুনদের উপর সেতু নির্ম্মাণপূর্ব্বক পঞ্জাবে প্রবেশ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দিল্লীর কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনও সংবাদ রাখিবার অবসর পান নাই। বলা বাহুল্য, বাজী রাওয়ের ভীতিই ইহার একমাত্র কারণ। বাজী রাওয়ের দমনের আবশ্যকতা দিল্লীর দরবারে বিশেষরূপে অনুভূত হওয়ায় সকলের দৃষ্টি সেই দিকেই নিবদ্ধ হইয়াছিল। সেই সুযোগে নাদির বিনা বাধায় দিল্লীর সমীপবর্ত্তী হইতে পারিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, নাদির শাহ দিল্লী লুণ্ঠন-পূর্ব্বক প্রায় ৩৭ কোটী টাকার ধনরত্নাদি প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। সুতরাং বাজী রাওয়ের আর যুদ্ধাভিযানের প্রয়োজন হইল না।

দশম অধ্যায়।

পোর্ত্তুগীজদিগের দমন—নিজামের সহিত সন্ধি—বাজী রাওয়ের দেহত্যাগ—চরিত্র-সমালোচনা।

বাজী রাওয়ের পেশওয়ে পদলাভ-কালে এদেশী পোর্ত্তুগীজেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের বলিষ্ঠ শক্রর শ্রেণীতে পরিগণিত হইবার যোগ্যতালাভ করিয়া ছিলেন, একথা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

ফিরিঙ্গীর অত্যাচার।

পোর্ত্তুগীজদিগকে মহারাষ্ট্রীয়গণ ফিরিঙ্গী বলিতেন। গোয়া, দাভোল, দমণ, দীও, সাষ্টী, বসই প্রভৃতি স্থানে ফিরিঙ্গীদিগের অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহারা এই সকল প্রদেশে যে কেবল দুর্গাদি নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক আপনাদিগের অধিকার দৃঢ় করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা নহে। এদেশবাসীর প্রতি ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহারা যৎপরোনাস্তি অত্যাচার উৎপীড়ন করিতেন। তাঁহারা রোমান ক্যাথলিক পন্থাবলম্বী ছিলেন বলিয়া বলপূর্ব্বক অপরকে খৃষ্টান করা তাঁহাদিগের নিকট ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। বিধর্ম্মীদিগের প্রতি

অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণে বাধ্য করিবার জন্য, তাঁহারা স্বদেশে একটী সভাস্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতেও তাহার শাখা স্থাপিত হইয়াছিল। বিধর্ম্মীকে খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করাইবার জন্য এই সভার সদস্যেরা যে সকল উপায় অবলম্বন করিতেন, তন্মধ্যে কারাগারে নিক্ষেপ, উপবাসাদির ক্লেশদান, বেত্রাঘাত, উত্তপ্ত ভাণ্ডোপরি স্থাপন, অঙ্গে জ্বলন্ত-বর্ত্তিকা বন্ধন ও প্রাণনাশ প্রভৃতিই প্রধান ছিল। ফলতঃ খৃষ্টানেরা এই সময়ে এদেশে আসিয়া যেরূপ পশুবৎ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, জগতে বোধ হয় আর কোনও ধর্ম্মাবলম্বীরা সেরূপ করেন নাই। তাঁহারা মোসলমানদিগেরও প্রতি এইরূপ অত্যাচার করিতেন।

হিন্দুর কষ্ট।

পোর্ত্তুগীজ-শাসিত প্রদেশের সমস্ত হিন্দু অধিবাসী নানা প্রকারে উৎপীড়িত হইয়া খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বনে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফিরিঙ্গিদিগের হস্তে ঐ অঞ্চলের যাবতীয় দেব-মন্দিরাদি বিধ্বস্ত হইয়াছিল। কোন স্থানে হিন্দুদিগকে ব্রত-নিয়ম বা যাগযজ্ঞাদি করিতে দেখিলে তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রতাচারী ও যজ্ঞকারীদিগকে বন্দী-পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম-ত্যাগে বাধ্য করিতেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা গ্রামের প্রাচীন জমীদারদিগের স্বত্বহরণ করিয়া তাঁহাদিগকে পথের ভিখারী করিয়াছিলেন। দরিদ্র শ্রমজীবী-

দিগকে তাঁহারা বিনা বেতনে বেগার খাটাইয়া লইতেন। কেবল তাহাই নহে, যাহারা বিনা পারিশ্রমিক-লাভে সমস্ত দিন তাঁহাদিগের কার্য্য করিত, তাঁহারা তাহাদিগকে একমুষ্টি অন্নদানও করিতেন না। ফিরিঙ্গীদিগের এইরূপ বিবিধ দুর্ব্ব্যবহারে দেশ মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল।

আশ্রয়-প্রার্থনা।

পোর্ত্তুগীজদিগের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া অনেক হিন্দু স্ব স্ব জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া মহারাষ্ট্র-শাসিত দেশে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। অনেকে সমুদ্রে ঝম্প দিয়া প্রাণত্যাগ-পূর্ব্বক দুঃসহ অত্যাচারের হস্ত হইতে অব্যাহতিলাভ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাদিগের কার্য্যে বাধা দিবার চেষ্টা করায় সবংশে নিহত হইয়াছিলেন। পরিশেষে হিন্দুগণ নিতান্ত উত্ত্যক্ত হইয়া মহারাষ্ট্রপতি শাহুর ও পেশওয়ে বাজী রাওয়ের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের নিকট এই বলিয়া এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন যে, মহারাষ্ট্রপতি যখন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক, তখন বিধর্ম্মী পোর্ত্তুগীজদিগের অত্যাচার হইতে হিন্দুদিগকে রক্ষা করা তাঁহার কর্ত্তব্য। এই আবেদনপত্র পাইয়া মহারাজ ফিরিঙ্গীদিগের হস্ত হইতে হিন্দুধর্ম্মীদিগের রক্ষার জন্য বাজী রাও ও চিমণাজী আপ্পাকে কোঙ্কণে প্রেরণ করিলেন। ফিরিঙ্গীদিগের

দমনের জন্য শ্রীমদ্ ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীও তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

কুলাবা-বিজয়।

মহারাজ শাহুর পূর্ব্বেই এই অত্যাচার-কাহিনী বাজী রাওয়ের কর্ণগোচর হইয়াছিল এবং তিনি কোঙ্কণের অধিবাসীদিগকে অভয়দান করিয়া পত্রও লিখিয়াছিলেন। এক্ষণে মহারাজ শাহুর অনুমতি পাইবা মাত্র তিনি স্বকীয় বিজয়ী সৈন্যদল সহ কোঙ্কণে উপস্থিত হইলেন। মহারাষ্ট্র নৌ-সেনানী আংগ্রে পোর্ত্তগীজগণের দমনে অসমর্থ হইয়া মহারাজ শাহুর সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বাজী রাও তাঁহার সাহায্যের জন্য গমন করিলে কুলাবার নিকট শত্রু পক্ষের সহিত যুদ্ধ ঘটে। বাজী রাওয়ের সমরকৌশলে ফিরিঙ্গীদিগের সহিত যুদ্ধে মারাঠা সৈন্য বিজয়লাভ করে (১৭৩৫)।

ঠাণা অধিকার।

কুলাবায় পোর্ত্তুগীজদিগকে পরাজিত করিয়া বাজী রাও সাষ্টী (Salsette) ও বসই (Bassein) আক্রমণ করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় প্রথমে বসইর নিকটবর্ত্তী ঘোড় বন্দর দুর্গ অধিকৃত হয়। তাহার পর ঠাণা (Tanna) নগর আক্রান্ত হইল। ঐ স্থানও বাজী রাও পোর্ত্তুগীজদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন। ইহার পর তাঁহাদিগের 'বান্দরা' নামক সেনা-নিবাসের প্রতি বাজী

রাওয়ের দৃষ্টি নিপতিত হয়। বাজী রাও বান্দরা আক্রমণ করিলে ইংরাজেরা বোম্বাই আক্রান্ত হইবার ভয়ে গোপনে পোর্ত্তুগীজদিগকে যুদ্ধসামগ্রীদানে সাহায্য করিতেছিলেন। পোর্ত্তুগীজদিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভের জন্য বাজী রাও সমর-দক্ষ আরবী, মাওলী ও হেটকরীদিগকে(১) স্বীয় সৈন্য-দলভুক্ত করেন। কিন্তু বান্দরা আক্রমণের পূর্ব্বেই তিনি সংবাদ পাইলেন যে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিনাশের জন্য দিল্লীতে আবার নানা প্রকার চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র হইতেছে। কাজেই তাঁহাকে পোর্ত্তুগীজ-দমন পরিত্যাগ করিয়া উত্তর ভারতে গমন ও ভূপাল নামক স্থানে নিজামের পরাজয় সাধন করিতে হইল।

চিমণাজীর জয়লাভ।

বাজীরাও উত্তর ভারতে প্রস্থিত হইলে চিমণাজী আপ্পা পোর্ত্তুগীজদিগের সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধনের জন্য পূর্ণ দুই বৎসরকাল যুদ্ধ করিয়া সাষ্টী, তারাপুর, মাহিম প্রভৃতি বহু প্রদেশ অধিকার করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা যে প্রয়োজন হইলে সম্মুখ সমরে পশ্চাৎপদ হইতেন না, পোর্ত্তুগীজদিগের সহিত যুদ্ধে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছিল। ইংরাজ ও হাব্‌সীগণ এই সকল যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগের

(১) রত্নাগিরি অঞ্চলের বরকন্দাজদিগকে হেটকরী বলে। ইহারা লক্ষ্যভেদে সিদ্ধহস্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। মাওলী সৈন্য মহাত্মা শিবাজীর সময় হইতে অসিযুদ্ধে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে।

বিপক্ষে সহায়তা করিয়াও জয়লাভ করিতে পারেন নাই। মারাঠাগণের সহিত যুদ্ধে তাঁহাদিগের শতাধিক পোত-পূর্ণ যুদ্ধসামগ্রী নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল এবং কয়েকজন প্রসিদ্ধ সেনাপতি নিহত হইয়াছিলেন। চিমণাজী আপ্পারও বহুসহস্র লোক স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির রক্ষার জন্য এই সকল যুদ্ধে অলৌকিক শৌর্য্য-প্রকাশ-পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে।

বসইর যুদ্ধ।

দুই বৎসর কাল নানা স্থানে খণ্ড-যুদ্ধের পর ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা বসই আক্রমণ করেন। কোঙ্কণের মধ্যে বসই দুর্গ পোর্ত্তুগীজদিগের প্রধান আশ্রয়স্থান ছিল। ঐ স্থান অধিকার করিতে পারিলেই তাঁহাদিগের মূলোচ্ছেদ ঘটিয়া হিন্দুদিগের প্রতি সকল অত্যাচারের অবসান হইবে, ইহা ভাবিয়া চিমণাজী ঐ স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিন মাস অবরোধের পরও ঐ দুর্গ তাঁহাদিগের হস্তগত হইল না। পোর্ত্তুগীজেরা ইউরোপ হইতে শিক্ষিত সৈন্য আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের তোপের সম্মুখে মহারাষ্ট্রীয় সেনা পুনঃ পুনঃ ছত্রভঙ্গ হইতে লাগিল। মারাঠারা সুড়ঙ্গ করিয়া বারুদের সাহায্যে দুর্গ-প্রাচীর উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,—গোলাবর্ষণ করিয়া দুর্গপ্রাচীরে একটা ছিদ্রও করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই

ফলোদয় হইল না। তখন চিমণাজী আপ্পা দুর্গ অধিকারের প্রতিজ্ঞা করিয়া একদিন স্বীয় সর্দ্দারগণকে বলিলেন যে,—"তোমরা যদি দুর্গে প্রবেশ করিতে না পার, তাহা হইলে আমাকে তোপের মুখে বাঁধিয়া গোলার সহিত দুর্গ-মধ্যে নিক্ষেপ কর!" তাঁহার এই কথায় উত্তেজিত হইয়া 'হর হর মহাদেব' শব্দে সকলে পুনর্ব্বার দুর্গ আক্রমণ করিলেন। তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিজয় হইল। মারাঠারা বসইর দুর্গস্থিত ক্রুশ-চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া তথায় আপনাদিগের জাতীয় গৈরিক পতাকা উড্ডীন করিলেন (১৫ই মে)। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়েরা অসীম শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন (১)। শেষদিনের যুদ্ধে পোর্ত্তুগীজদিগের ৭ শত সৈনিকের প্রাণাত্যয় ঘটে। সর্ব্বশুদ্ধ দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহাদিগের সহিত সমরে ১৪ সহস্র মহারাষ্ট্র-সেনা হতাহত হইয়াছিল। কিন্তু এ আত্মত্যাগের ফলে গোয়া প্রদেশ ভিন্ন ফিরিঙ্গীদিগের অধিকৃত বহু স্থান মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত

(১) এই যুদ্ধসম্বন্ধে বর্ণনা করিতে গিয়া গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব লিখিয়াছেন,—This remarkable siege, the most vigorous ever prosecuted by the Marathas. এণ্ডারসন্ সাহেবের মতে The siege was carried on with such extraordinary vigour, skill and perseverance, as perhaps Marathas have in no other instance displayed.

হওয়ায় হিন্দুগণের নির্য্যাতন-ভোগের অবসান হয়। বসই দুর্গ অধিকার-কালে দুর্গাধিপতির পরিবারস্থিতা একটী মহিলা মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকবৃন্দের হস্তগত হইয়াছিল। কিন্তু চিমণাজী আপ্পা তাঁহাকে সসম্মানে তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট প্রেরণ করেন। বসইর খৃষ্টানদিগের মুখে এখনও এ সম্বন্ধে চিমণাজী আপ্পার প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়।

বাদশাহের সম্মান।

এদিকে নাদির শাহের প্রস্থানের পর দিল্লীর অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইল যে, বাজী রাও চেষ্টা করিলে, অনায়াসে মোগলদিগের রাজধানীতে মহারাষ্ট্র-বিজয়-পতাকা রোপণ করিয়া মোগল-বাদশাহীর বিলোপ-সাধন করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। দিল্লীশ্বরের প্রতি মহারাজ শাহুর শ্রদ্ধাই ইহার প্রধান কারণ। তদ্ভিন্ন অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য দিল্লীর সিংহাসনে সাক্ষিগোপালস্বরূপ একজন বাদশাহকে প্রতিষ্ঠিত রাখাও তাঁহার নিকট রাজনীতিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এই কারণে তিনি দিল্লীশ্বরের এই বিপন্ন দশাতেও ১০১টী স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকনসহ তাঁহার নিকট এক বশ্যতা-স্বীকারপত্র প্রেরণ করিলেন। বাদশাহ ইতঃপূর্ব্বে নাদির শাহের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য বাজী রাওয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাজী রাও

সমরায়োজনপূর্ব্বক অভিযান করিবার পূর্ব্বেই নাদির দিল্লী লুণ্ঠন-পুরঃসর প্রস্থান করেন। কাজেই বাজী রাওকে বাদশাহের এই বিপত্তিতে আন্তরিক সহানুভূতি-প্রকাশ ও স্বীয় বশ্যতা জ্ঞাপন করিয়া পত্র প্রেরণ করিতে হয়। দিল্লীশ্বর সেই পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার-পূর্ব্বক বাজী রাওকে গজ-বাজিসহ রত্নময় ভূষণ-পরিচ্ছদাদি-দানে প্রতিসম্মানিত করিলেন (১৭৩৯ খৃঃ ২২এ মে)। কিন্তু নিজাম-উল্-মুল্কের সহিত ভূপালে যে সন্ধি হয়, তাহার সর্ত্ত অনুসারে বাজী রাওকে মালবপ্রদেশের সুভেদারীর নূতন সনন্দ দিবার যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তাহা রক্ষিত হইল না। বাজী রাও সেজন্য আর পীড়াপীড়ি আবশ্যক মনে করিলেন না। কারণ, বাদশাহও অতঃপর মালবের জন্য কোনও নূতন সুভেদার নিযুক্ত করিয়া পাঠান নাই।

নিজাম-রাজ্য আক্রমণ।

এই সময়েও শিন্দে-হোলকর প্রভৃতি বাজী রাওয়ের সর্দ্দারেরা কোঙ্কণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারেন নাই। ইত্যবসরে বাজী রাও রাজপুত ও বুন্দেলখণ্ডের অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত মিত্রতাস্থাপন করিয়া নিজামের বিরুদ্ধে অভিনব অভিযানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ভূপালের যুদ্ধের পর যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহার

সমস্ত সর্ত্ত যথারীতি পালনে নিজামের অমনোযোগিতা দেখিয়া বাজী রাও দক্ষিণাপথ হইতে তাঁহার অস্তিত্ব-বিলোপ করিতে দৃঢ়-সংকল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু রঘুজী ভোঁস্‌লে ও দামাজী গায়কোয়াড়ের সহিত সদ্ভাব না থাকায় বাজী রাওকে এই সময়ে একটু ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এই কারণে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই রঘুজীর সহিত সাক্ষাৎ-পূর্ব্বক তাঁহাকে নিজামের সম্বন্ধে স্বীয় অভিপ্রায়-জ্ঞাপন ও তাঁহার সহিত মিত্রতাস্থাপন করিলেন। তিনি তাঁহাকে দক্ষিণ দিক্ হইতে কর্ণাটকস্থিত মোগল প্রদেশ আক্রমণ করিতে উপদেশ দিয়া স্বয়ং উত্তর দিক্ হইতে নিজামের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন।

প্রতিষ্ঠানের সন্ধি।

নিজাম-উল্-মুল্‌ক্ তখনও উত্তর ভারতে ছিলেন। দক্ষিণাপথে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে ভ্রাতৃ-বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছিল। নিজাম রাজ্যে অভিযানের ইহাই উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া বাজী রাও প্রথমে নাসির জঙ্গকে আক্রমণ পূর্ব্বক দশ সহস্র সৈন্য সহ তাঁহাকে অওরঙ্গাবাদে অবরুদ্ধ করিলেন। কিন্তু কয়েকদিন পরেই 'বেদর' হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য নাসিরের সহায়তার জন্য আগমন করিল। এই উভয় সৈন্যদল মিলিত হওয়ায় শত্রুপক্ষের সংখ্যা ৪২ সহস্র হইল।

তন্মধ্যে ১৯ হাজার অশ্বসাদী ও ২৩ হাজার বরকন্দাজ ছিল। তদ্ভিন্ন দেড়শত কামান ও তিন শত ধনুর্ব্বাণ-বাহক উষ্ট্রও তাঁহাদের সঙ্গে ছিল। বাজী রাওয়ের সৈন্য-সংখ্যার অল্পতা-বশতঃ এই প্রচণ্ড সেনাদলের সহিত যুদ্ধে প্রথমে তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু ইত্যবসরে চিমণাজী আপ্পা ও শিন্দে হোলকর আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করায় তিনি মোগলদিগের ছত্রভঙ্গ করিতে সমর্থ হন। এই যুদ্ধ-কালে প্রায় ২।৩ মাস পর্য্যন্ত অন্ন-জলের কষ্ট সহ্য করিয়া মহারাষ্ট্র-সেনাকে বনে বনে মোগলদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন এই সমর-ব্যাপারের জন্য প্রজাকুলেরও বিশেষ কষ্ট হইতেছিল। এই কারণে, নাসির জঙ্গ যখন পরাস্ত হইয়া তাঁহার নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলেন, তখন বাজী রাওকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিতে হইল। তদনুসারে প্রতিষ্ঠান নগরে ১৭৪০ খৃঃ ৩রা মার্চ উভয় পক্ষে সন্ধি হয়। এই সন্ধির বিনিময়ে খানদেশের অন্তর্গত খরগোণ ও হিণ্ডিয়া নামক দুইটি প্রদেশ মোগলেরা মহা-রাষ্ট্রীয়দিগকে দান করেন।

এই সন্ধি স্থাপিত হইবার পর মহারাজ শাহুর আদেশ-ক্রমে চিমণাজী আপ্পা কোঙ্কণ ও বাজী রাও শিন্দে হোল-করের সহিত উত্তর ভারত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কথিত

আছে, দিল্লী অতিক্রম করিয়া আটক পর্য্যন্ত গমন করাই বাজী রাওয়ের এবারকার অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা সুসিদ্ধ হইল না। তিনি নর্ম্মদা তীরে উপস্থিত হইলে সহসা তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া তিনি নব জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। এই জ্বরের আক্রমণ তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের ২৮এ এপ্রিল (বৈশাখ শুক্লা ত্রয়োদশী) ৪১ বৎসর বয়ক্রম কালে নর্ম্মদা তীরে তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল (১)। মৃত্যু-কালে তিনি তাঁহার প্রিয় সর্দ্দার শিন্দে ও হোলকরকে মোসলমানদিগের শাসনপাশ হইতে ভারতবর্ষের উদ্ধার-সাধন করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে সমগ্র মহারাষ্ট্রে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। মহারাজ শাহু শোকে অধীর হইয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়গণের শোকের বর্ণনাই বাহুল্য।

পরলোক-প্রাপ্তি।

বাজী রাও বিংশতি বৎসর-কাল পেশওয়ে পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যকালের অধিকাংশই যুদ্ধাভিযানে অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা বন্দোবস্ত

তাঁহার চরিত্র।

(১) ইতঃপূর্ব্বে ১২১ পৃষ্ঠার ১৯ পংক্তিতে বাজী রাওয়ের মৃত্যুদিবস ভ্রমক্রমে "১৭ই এপ্রিল"-রূপে মুদ্রিত হইয়াছে।

বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার বীরত্ব ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিরূপ অসাধারণ ছিল, তাহা ইতঃপূর্ব্বে বহুস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রে কোনও প্রকার নীচতা ছিল না। বরং অনেকস্থলে তিনি যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি দূরদর্শী, সরল ও দয়ালু ছিলেন। তদানীন্তন মহারাষ্ট্র-রাজপুরুষদিগের মধ্যে তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিত ও সদ্বক্তা আর কেহই ছিলেন না। তাঁহার দয়ালুতা-গুণে নিজাম-উল্-মুল্ক্ কয়েকবার রক্ষা পাইয়াছিলেন। অনেকের বিবেচনায় এই দয়ালুতার জন্যই তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ বিপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি রাজনীতিক কঠোরতার সহিত শরণাপন্ন নিজামের বিনাশসাধন করিতে পারিলে মহারাষ্ট্রীয়গণের একটী প্রধান কণ্টক দূরীভূত হইত।

তাঁহার শক্র।

স্বরাজ্যে বাজী রাওয়ের অনেক শক্র ছিল। প্রতিনিধি, রঘুজী ভোঁস্লে, সেনাপতি দাভাড়ে ও গায়কোয়াড় প্রভৃতি সর্ব্বদা তাঁহার অনিষ্টচিন্তা করিতেন। এ সম্বন্ধে তিনি একদা শ্রীমদ্ ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীকে লিখিয়াছিলেন,—

"দাভাড়ে, গায়কোওয়াড় ও বাণ্ডে প্রভৃতি যে সকল সর্দ্দার স্বার্থবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া নানা দেশ লুণ্ঠন ও অসংখ্য প্রজার

শান্তিনাশ করিয়াছেন, তাঁহারা আজ কোটী কোটী মুদ্রার অধিকারী হইয়াছেন, আর আমি অভাগা আজীবন তোমার ও প্রভুর (মহারাজ শাহুর) চরণে কায়মনঃ-সমর্পণ-পূর্ব্বক নিষ্কপটভাবে কার্য্য করিয়া আজ অন্নের কাঙ্গাল হইয়াছি!” ফলতঃ বাজী রাও চিরজীবন নিঃস্বার্থভাবে দেশের কার্য্য করিয়া সাধারণের যে ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেরই চক্ষুঃশূল হইয়াছিল। নচেৎ তিনি কখনও কাহারও অনিষ্ট সাধন করেন নাই; বরং যে সকল সর্দ্দার সর্ব্বদা তাঁহার বিদ্বেষ করিতেন, তিনি দেশের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদিগের সহিত মৈত্রীস্থাপন করিতেও বিরত হন নাই।

তাঁহার ঋণ।

দেশ হইতে যবন-শাসনের উচ্ছেদ করিবার জন্য বাজী রাওকে অতিরিক্ত সৈন্যপোষণ করিয়া বিষম ঋণজালে জড়িত হইতে হইয়াছিল। দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৈনিকদিগকে সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি প্রায়ই অতিরিক্ত অর্থব্যয় করিতেন। সময়ে সময়ে ঋণের জন্য তাঁহাকে কিরূপ বিপন্ন হইতে হইত, তাহা নিম্নে অনুদিত পত্র হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন,—

শ্রীমৎ পরমহংস পরশুরাম বাবা স্বামীজীর শ্রীচরণেষু।

আজ্ঞাকারী সেবক বাজী রাওয়ের বিনীত নিবেদন—মহারাজ, ঋণ-

জীর হস্তে যে আশীর্ব্বাদপত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পাইয়াছি। বাবা! তুমি নিজে সন্ন্যাসী হইয়াছ, আর আমাদিগকে সংসার প্রপঞ্চে ফেলিয়া রাখিয়াছ। সেই প্রপঞ্চে পড়িয়া লাভের মধ্যে আমার ২০ লক্ষ টাকা কর্জ্জ হইয়াছে; ঋণদাতাদিগের নরককুণ্ডে পড়িয়া আমি পচিতেছি। এই জ্বালা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া গত বৎসর যখন "পিম্প্রী"তে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তখন সমস্ত কার্য্যের ভার তোমার হস্তে অর্পণ-পূর্ব্বক নিঃসঙ্গভাবে দেবার্চ্চনায় মনোনিবেশ করিবার সংকল্প আপনাকে জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। তখন আপনি কৃপা-পূর্ব্বক এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, "ভার্গবের চরণে যখন তোমার ভক্তি আছে, তখন নিশ্চয়ই তুমি সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া বহু অর্থলাভ করিবে, তোমার ঋণ শোধ হইবে। ভার্গব তোমার সাহায্যকারী হইয়াছেন।" সেই আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া এতদিন ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলাম। কিন্তু ফলে কিছুই হইল না, যশোলাভ ভিন্ন এক কপর্দ্দকও ধনলাভ হইল না। এখন প্রত্যহ আমাকে ঋণদাতাদিগের পায়ে ধরিতে হয়। শিলেদারদিগের পায়ে পড়িতে পড়িতে আমার কপালের চামড়া ক্ষয়িত হইয়া গেল। আর এরূপ সুখে আমার কাজ নাই। তুমি আইস ও নিজের কার্য্যভার নিজে গ্রহণ কর। অথবা সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকট গমন করিতেছি। তোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে যদি এই বৎসরের মধ্যে আমাকে রাজার ও মহাজনের ঋণ হইতে মুক্ত করিস, ত ভাল; নচেৎ তোর দেবতার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিব। তোর সন্তানকে ঋণ মুক্ত করিবি, এরূপ আশ্বাস যদি পাই, তবে আরও ৮।১০ মাস জীবন ধারণ করিব। এই কথার মধ্যে যদি কোনও কপটতা থাকে, তবে তোরই দিব্য। অথবা তুই কেমন দেবতা যে, আমার মনের কপটতা বা

নির্ম্মলতা বুঝিতে পারিতেছিস্ না। তুই যখন আমার বেদনা বুঝিলি না, তখন আমিই বড় ভাগ্যবান্! আমাদের লজ্জা রক্ষা করা তোরই কর্ত্তব্য। যদি লজ্জা থাকে, তবে আমার উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণের অবশিষ্ট কার্য্য (অর্থাৎ ধর্ম্মরাজ্য-প্রসার দ্বারা স্বধর্ম্ম-রক্ষা) আমার দ্বারা করাইয়া লও। আর যদি তাহা না করিস্, তবে আমার গরিবের উপর রাগ করিতেছিস্ কেন? তোর কার্য্য-ভার তুই ফিরাইয়া নে, এবং আমাকে এ প্রপঞ্চ হইতে মুক্তি দান কর্। আমি অন্য কোনও দেবতার সেবা করিবার চেষ্টা দেখি গে!"

পারিবারিক সুখ।

বাজী রাও দেশের কার্য্য করিবার জন্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, দেশের কার্য্য করিতেই তাঁহার জীবনপাত হইয়াছিল। তাঁহার কার্য্য-কলাপে সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশ গৌরবান্বিত হইয়াছিল। ভগবানের অনুগ্রহে তিনি স্বীয় স্বভাবের অনুরূপ ভ্রাতা পাইয়াছিলেন। চিমণাজী আপ্পার ন্যায় শৌর্য্যশালী অনুগত ভ্রাতা অতি অল্পলোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। তাঁহাদিগের সৌভ্রাত্র সকলেরই অনুকরণীয় ছিল বলিয়া শ্রীমদ্ ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী তাঁহাদিগকে রাম-লক্ষ্মণের সহিত তুলিত করিতেন। বাজী রাও গণপতির উপাসক ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রে কয়েকটি আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। তাঁহার ভাগ্যে গুণবান্ ভ্রাতার ন্যায় গুণবতী ভার্য্যারও সমাবেশ হইয়াছিল। তদীয় সহধর্ম্মিণী

কাশী বাঈ অতীব ধীর ও গম্ভীর-প্রকৃতি রমণী ছিলেন।

ঐতিহাসিক সিড্‌নী ওয়েন সাহেব তদীয় India on the Eve of British Conquest নামক গ্রন্থে বাজী রাও সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, উপসংহারে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

Baji Rao though a skilful politician and a profound statesman, was at the same time a comparatively straightforward, plain spoken soldier, prompt to act—a man for word and blow. Nizam-ul-Mulk, though especially in early life bold as a lion when his passions were aroused, and terrible as fate when he deemed the time for action come, was habitually cautious, calculating, given to a variety of expedients, fond of entangling his adversaries in a network of deplomacy and of reducing their strength by cunningly fomenting dissensions among their followers. *pp.* 185.

Baji Rao's attitude was simple, loyal and at the same time popular : in extending his own conquests he defferred habitually to the Rajas authority, and, through his father's wise arrangements, promoted the interest of the whole community. That, in doing so, he should gradually supplant his master in effective influences and establish, on behalf of his own family, what amounted to a federal hegemony, if not a sovereignty, was natural, but did not involve a daily practice of cafty device, or the studious many-sidedness inevitable from Nizam-ul-Mulk's ambiguous position. *pp.* 186-7.

পরিশিষ্ট।

শ্রীমদ্‌ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর পরিচয়।

বেরার অঞ্চলে দুধেবাড়ী নামক গ্রামে সম্ভবতঃ ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। ইঁহার পিতৃমাতৃ-দত্ত নাম "বিষ্ণু পন্ত" ছিল। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম-কালে তাঁহার পিতা মাতার মৃত্যু হওয়ায় নানারূপে বিপন্ন হইয়া তিনি সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হন। পঞ্চদশ বৎসর বয়সে তিনি বারাণসীতে গমনপূর্ব্বক বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও তত্রত্য জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী নামক কোনও প্রখ্যাত পরমহংসের নিকট ব্রহ্মবিদ্যার দীক্ষাগ্রহণ করেন। তদবধি বিষ্ণু পন্ত 'শ্রীমদ্‌ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী' নামে পরিচিত হইলেন।

দীক্ষা-গ্রহণের পর তিনি উত্তরে বদরী নারায়ণ হইতে দক্ষিণে রামেশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত তীর্থক্ষেত্রাদির দর্শন করিয়া ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে কোঙ্কণে উপস্থিত হইলেন। তথায় চিপ্‌লুণের নিকটবর্ত্তী পরশুরাম ক্ষেত্রে দ্বাদশবর্ষ অজ্ঞাতবাস-পূর্ব্বক কঠোর তপস্যার পর তিনি একটি মঠ স্থাপন করেন। ক্রমে তাঁহার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। মহারাষ্ট্র দেশের অধিকাংশ মান্য গণ্য ব্যক্তিই তাঁহার নিকট জ্ঞান ও ভক্তি-বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ ও তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। জঞ্জীরার সিদ্দিদিগের অনেকে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। বালাজী বিশ্বনাথও তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ-ক্রমেই তিনি কোঙ্কণ পরিত্যাগের পর মহারাষ্ট্র রাজধানী সাতারায় কর্ম্মানুসন্ধানের জন্য উপস্থিত হন। বালাজী ও তাঁহার সন্ততিগণের প্রতি স্বামীজীর বিশেষ স্নেহ ছিল।

স্বামীজী ভিক্ষার দ্বারা বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন মহারাজ শাহু ও মহারাষ্ট্র সর্দ্দারেরা তাঁহাকে দেবসেবার উদ্দেশ্যে যে সকল ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাঁহারও বার্ষিক আয় প্রায় ষোড়শ সহস্র মুদ্রা ছিল। তাঁহার হস্তাশ্বপদাতিকাদির সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। তিনি মৃত্যুকালে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৬৩৭৷৵৫ রাখিয়া গিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত উৎকৃষ্ট রত্নালঙ্কারাদিও তাঁহার ধনাগারে ভূরিপরিমাণে সঞ্চিত ছিল। কিন্তু এইরূপ অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াও স্বামীজী স্বয়ং কখনও গোমূত্র ও তক্র ভিন্ন অন্য দ্রব্য উদরস্থ করিতেন না। তাঁহার সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশই তিনি সার্ব্বজনিক হিতার্থে ব্যয় করিতেন। অবশিষ্টাংশ দেবসেবায় ব্যয়িত হইত। তিনি দেশের নানাস্থানে দেবালয় ও ধর্ম্মশালাদির প্রতিষ্ঠা এবং কূপতড়াগাদির খননে প্রায় ৯ লক্ষ ২৭ হাজার ৫ শতাধিক মুদ্রা ব্যয়িত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্য বাজী রাও ও অন্যান্য মারাঠা সর্দ্দারগণ তাঁহার নিকট লক্ষাধিক মুদ্রা ঋণ-সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেশের পথ ঘাটের সংস্কারের জন্য তিনি প্রায়ই জমীদার ও সর্দ্দারদিগকে আদেশ করিতেন। তাঁহার আদেশ সহসা কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিত না। তিনি ভিক্ষা-সংগ্রহের জন্য দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ পূর্ব্বক লোকের অভাব অভিযোগাদির বিষয় রাজপুরুষদিগের কর্ণগোচর করিয়া যথাসম্ভব তৎপ্রতীকারের ব্যবস্থাও করাইতেন।

ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর দেশহিতৈষণা অতি উচ্চ অঙ্গের ছিল। যাহাতে মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম ও মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের উন্নতি হয়, সে বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা যত্ন করিতেন। কোঙ্কণ হইতে সিদ্দি ও ফিরিঙ্গীদিগের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ-সাধনের জন্য তিনি বহুবার মহারাজ শাহু, বাজীরাও, চিমণাজী আপ্পা,

ওআংগ্রে প্রভৃতিকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা যাহাতে সিদ্দি ও ফিরিঙ্গীদিগকে সহায়তা না করেন, সে জন্য তিনি বোম্বাইয়ে গিয়া তাঁহাদিগের সহিত সখ্য-সংস্থাপনের চেষ্টাতেও বিরত হন নাই। বিধর্ম্মীর সহিত যুদ্ধে প্রণোদিত করিবার সময় তিনি মহারাষ্ট্রীয় সেনানীগণকে রামায়ণ মহাভারতোক্ত বীরবৃন্দের সহিত তুলিত করিয়া পত্র লিখিতেন। কেবল তাহাই নহে, বন্দুক, কামান ও অসি ভল্লাদি অস্ত্র-দানেও তিনি তাঁহাদিগের সহায়তা করিতেন। সমরবিজয়ী সেনানীদিগকে তিনি দৈবানুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ অস্ত্রশস্ত্রাদি দিয়া পুরস্কৃত ও পরিতুষ্ট করিতেও বিলম্ব করিতেন না। তাঁহার অলৌকিক দৈবশক্তিতে সাধারণের বিশ্বাস থাকায় তাঁহার আদেশ ও উপদেশ অনেক সময়েই দেশের রাজপুরুষদিগের দ্বারা দৈবাদেশ-রূপে পরিপালিত হইত এবং উহা তাঁহাদিগের অধিকাংশ কার্য্যকে ধর্ম্মভাবে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিত। অধিকাংশ মহারাষ্ট্র সর্দ্দারের জননী ও গৃহিণীগণ তাঁহাদিগের পুত্র ও স্বামী প্রভৃতির মঙ্গলের জন্য তাঁহার নিকট আশীর্ব্বাদ ও প্রসাদ প্রার্থনা করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে পত্র লিখিতেন। পরমহংস ব্রহ্মেন্দ্রও তাঁহাদিগকে মন্ত্রপূত কবচাদি প্রেরণপূর্ব্বক সেতুনির্ম্মাণ ও কূপ-খননাদি কার্য্যে অর্থ সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেন। লোকে তাঁহাকে ভার্গবের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিত।

স্বামীজী স্বয়ং জিতেন্দ্রিয় হইলেও দেশ-হিতসাধনের জন্য তাঁহাকে সময়ে সময়ে বিষম কোপ প্রকাশ করিতে হইত। কেহ তাঁহার আদেশ পালন না করিলে তিনি তক্র ও গোমূত্র-প্রাশন এবং ক্ষৌরকার্য্য পরিত্যাগ করিতেন। এজন্য কখনও কখনও তাঁহার দীর্ঘকাল অনশনে কাটিয়া

যাইত। এ সংবাদ মহারাজ শাহুর কর্ণগোচর হইলে তিনি পাত্রমিত্রগণ সহ তাঁহার নিকট গিয়া তদীয় ক্রোধোপশমের চেষ্টা করিতেন।

বাজীরাও ও চিমণাজী আপ্পার প্রতি ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর বিশেষ স্নেহ ছিল। স্বরাজ্যের হিতসাধনে ও হিন্দু-ধর্ম্ম-রক্ষায় তাঁহাদিগের আগ্রহ দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তিনি বাজী রাওকে প্রভূত অর্থ ঋণস্বরূপ দান করিয়াছিলেন। বালাজী বিশ্বনাথও তাঁহার নিকট অর্থ সাহায্য লাভ করিতেন। বাজী রাও যে সকল সমরাভিযান করিয়া স্বরাজ্য-বৃদ্ধি ও মোসলমান শক্তি খর্ব্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা, স্বামীজীর নিকট যথাসময়ে অর্থ সাহায্য না পাইলে, তাঁহার পক্ষে কতদূর সম্ভবপর হইত, বলা যায় না।

স্বামীজী প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে সমাধিস্থ হইতেন এবং পূর্ণ এক মাসকাল যোগাবলম্বনপূর্ব্বক ভাদ্র শুক্লা চতুর্থীর দিনে গুহা ত্যাগ করিতেন। তাঁহার সমাধিবিসর্জ্জন-কালে মহারাজ শাহু স্বীয় সদস্যবর্গসহ তথায় উপস্থিত হইতেন। বাজী রাও ও চিমণাজী আপ্পার মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয়। বাজী রাওয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তিনি কয়েক দিন গোমূত্র ও তক্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে চিমণাজী ইহলোকত্যাগ করিলে স্বামীজী রাজনীতিক ব্যাপার হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার অল্প দিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।